কিশলয়

সাহিত্য

চতুর্থ শ্রেণি

আমার নাম .....

আমার মায়ের নাম .....

আমার বাবার নাম .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম .....

.....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম .....

আমাদের জেলার নাম .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত

এই পুস্তক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

* বিক্রয়যোগ্য নয় *

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে- ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর-২, কলকাতা-৭০০ ০৯১
কর্তৃক প্রণীত

Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

নব পর্যায় প্রথম সংস্করণ	:	জানুয়ারি, ২০০৩
পুনঃ সংস্করণ	:	নভেম্বর, ২০০৩
পুনঃ সংস্করণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৪
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৫
পুনরীক্ষিত নব সংস্করণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০১০
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০১১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০১২

মুদ্রক
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা ৭০০ ০৫৬

কিশলয়

সাহিত্য

চতুর্থ ভাগ (নব সংস্করণ)

পর্ষদ-এর কথা

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে পরিমার্জন ও আধুনিকীকরণ করেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে পঠিতব্য 'কিশলয়' বইটির বিভিন্ন ভাগের পরিমার্জন ও পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। সেই সূত্রে 'কিশলয়' চতুর্থ ভাগেরও (চতুর্থ শ্রেণি) পুনরীক্ষণ করা হয়েছে। এই পুনরীক্ষিত সংস্করণে তিনটি পাঠ বদল করা হয়েছে এবং পাঠবিন্যাস ও আনুষঙ্গিক পাঠনির্দেশিকার দিক থেকে বইটিকে আগাগোড়া নতুন করে সাজানো হয়েছে। পাঠের বানানে আগের মতোই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

বইটির বর্তমান সংস্করণের সংকলন, সম্পাদনা ও অলংকরণের ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সমস্ত কবি, লেখক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকারের রচনা এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, পর্ষদ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

বইটির চূড়ান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা (পূর্বতন ডি.পি.ই.পি., পশ্চিমবঙ্গ)-র সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। বর্তমান বইটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বইটি ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বইটির মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সবরকম গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ডিসেম্বর, ২০১২
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, বিধান নগর, সেক্টার-২
কলকাতা-৭০০ ০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পুনরীক্ষিত নব সংস্করণের ভূমিকা

বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত ও শিক্ষিকা-শিক্ষকদের কার্যকর পরামর্শের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ 'কিশলয়' বইটির চতুর্থ ভাগের (চতুর্থ শ্রেণি) যে পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করেছে, রাজ্যের অনুমোদিত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার সেটি প্রকাশ করল। বইটি ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত হল।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

বইটির মানোন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক অভিমতই আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১২
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০ ০৯১

অধিকর্তা
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠ্যসূচি

চতুর্থ শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৮+ বছর)

সামর্থ্য

মৌখিক : শোনা, বোঝা ও বলা : সাধারণ বক্তব্য বোধসহ শোনা, অপরিচিত কথাবার্তা, আলাপ বুঝতে পারা, মৌখিক নির্দেশাবলি বোধসহ শুনতে পারা, না থেমে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা, যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারা, কবিতা, গল্প, জীবনী, সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ক রচনা, দেশ-বিদেশের মানুষের কথা ও শিশুর জীবনকথা, দেশাত্মবোধক গল্প, কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।

পড়া ও লেখা : ভ্রমণ কাহিনি, নাটকের অংশ, হাস্যকৌতুক পড়তে ও লিখতে পারা, অপরিচিত বস্তু ও বিষয় বর্ণনা করে কয়েকটি বাক্যে (৩/৪টি) লিখতে পারা, প্রচারপত্র, চিঠি এবং শিশুপাঠ্য পত্রিকা পড়তে ও লিখতে পারা, সুস্পষ্টভাবে সমান ছাঁদে লিখতে পারা, যতিচিহ্ন সহ পড়তে পারা, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা, দিনলিপি রাখতে পারা, বাক্যে 'তারপরে', 'যেহেতু' শব্দের যথাযথ ব্যবহার করতে পারা, বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের (সংজ্ঞা ছাড়া) ব্যবহার করতে পারা, অভিধান ব্যবহার করতে পারা, কমবেশি ৪০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিষয় : প্রথম ভাষা

প্রত্যহ কমপক্ষে ১টি করে সপ্তাহে মোট ৭টি শ্রেণি ঘণ্টা = (পিরিয়ড) প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট।
সপ্তাহ : ২৮.৫৭ × ৭ পিরিয়ড = ১৯৯.৯৯ = ২০০ শ্রেণি ঘণ্টা
মোট কার্যদিবস — ২০০ দিন

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ নির্বাচনের বিষয় :

(১) তৃতীয় শ্রেণির অনালোচিত বিষয়সমূহ; (২) জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত কাহিনি ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ; (৩) দেশপ্রেমিকদের জীবন কথা; (৪) বিজ্ঞানবিষয়ক, ভ্রমণ কাহিনি, বিজ্ঞানীর জীবনকথা; (৫) হাস্যকৌতুক; (৬) আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের জীবনচর্যা; (৭) মহৎ ব্যক্তি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিবর্গের জীবনকথা; (৮) শ্রমজীবী মানুষ; (৯) পরিবেশ প্রীতি; (১০) প্রযুক্তি; (১১) আঞ্চলিক/আদিবাসী সংস্কৃতি; (১২) শিশুকল্পনা।

ভাষা পরিচয় : বাক্য গঠনের সহজ ব্যাবহারিক নিয়ম—সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য রচনা ও বিভাজন।

মূল্যায়ন

শুনে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা। বাক্য পড়তে পারা। মান্য উচ্চারণে গল্প, কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করতে পারা। প্রশ্ন পড়ে ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারা। কাল সম্বন্ধে ধারণার সঠিক জ্ঞান। একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা। এ সব সামর্থ্যের যাচাই করতে হবে। পাঠ্যবই-এর ব্যাকরণ (ভাষা পরিচয়) অংশের প্রশ্নে কোনোরকম সূত্র বা সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না।

এক একটি উপ-এককের পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, অনধিক তিনটি এককের পর একক ভিত্তিক মূল্যায়ন, প্রথম দুটি পর্বের শেষে পার্বিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় পর্বের শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষিকা ও শিক্ষকগণ নতুন সংস্করণের এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

— প্রচলিত পড়া-পড়ানোর পরিবর্তে সামর্থ্যভিত্তিক শেখা-শেখানো-মূল্যায়ন কৌশলের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় নিজেকে সমর্থ করে নিতে হবে।

— তার জন্য শ্রেণির পড়ুয়ারা কে কোন্ সামর্থ্যের স্তরে আছে সেটি সবার আগে দেখে নিতে হবে।

— অর্থাৎ পড়ুয়ার ভিত জেনে তারপর তাকে গড়তে হবে।

— এর জন্যে আগে সামর্থ্যের ভিতজরিপ করে নিতে হবে। ভিতজরিপের নমুনাপত্র বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে আছে। আপনি/আপনারা প্রয়োজনমতো নিজেই ভিতজরিপ-পত্র রচনা করে নেবেন।

— এই জরিপে শনাক্ত করা দুর্বলতা দূর করার জন্য যা করার করে নেবেন। দুর্বলতা অনুযায়ী পড়ুয়াদের ৩/৪টি দলে ভাগ করে নিতে পারেন। তারপর শেখা-শেখানোর কাজ শুরু করতে হবে।

— পড়ানোর আগে প্রতিটি পাঠ খুঁটিয়ে পড়ে নিতে হবে।

— পরের দিন পাঠের কতটুকু পড়ানো হবে, কোন্ সামর্থ্যের উপর জোর দিতে হবে সেটা আগের দিনই ভেবে রাখতে হবে।

— পাঠের উল্লিখিত সামর্থ্যগুলো বুঝে নিতে হবে। সেগুলো যাতে পড়ুয়া অর্জন করতে পারে সেভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে।

— 'অনুশীলনী' অংশের প্রশ্নগুলোর সঙ্গে দরকারমতো আরও প্রশ্ন সংযোজন করা যাবে।

— পড়ুয়ারা ওই অংশের মৌখিক ছাড়াও লিখিত অংশের উত্তর আগে মুখে বলবে। তারপর খাতায় লিখে ঠিক করে নেবে। তারপর বইয়ের পাতায় লিখলে লেখায় ভুল কম হবে।

— পাঠদানকে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক করার জন্য মাঝে মাঝে ভাষাবিষয়ক কিছু কাজ করানো দরকার। এই বইয়ের পেছনে 'অভিধান' অংশের আগে ভাষাবিষয়ক কিছু কাজের নমুনা দেওয়া হল। অনুরূপ আরও কাজ শিক্ষিকা/শিক্ষক উদ্ভাবন করবেন, শ্রেণিতে প্রয়োগ করবেন—এটাই কাম্য।

— সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে পাঠ-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

— শিক্ষিকা/শিক্ষকগণ ৪/৫টি পাঠের শেষে মূল্যায়নপত্র তৈরি করে পড়ুয়াদের অভ্যাস করাতে পারেন।

— এ-কার দিয়ে শুরু যে সব শব্দের উচ্চারণ 'অ্যা' তা বোঝাতে আঁকড়ি-যুক্ত এ-কার ('ে') চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পড়ুয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

ভাষাশিক্ষার চারটি প্রধান সামর্থ্যের দিক

শোনার সামর্থ্য	:	পাঠের শুরুতে কিছু বলুন (আপনার অভিজ্ঞতা/গল্প/ঘটনা)। পড়ুয়া মন দিয়ে শুনেছে কি না দু-একটি প্রশ্ন করে দেখে নিন।
বলার সামর্থ্য	:	পড়ুয়াকে বলতে বলুন (পাঠের ছবি সম্পর্কে/নিজের অভিজ্ঞতা/নিজের জানা গল্প/কবিতা সম্পর্কে)।
পড়ার সামর্থ্য	:	পড়ুয়ারা পাঠটি পড়বে। পাঠ ঠিক হচ্ছে কি না দেখে নিন। আপনি প্রথমে একবার পাঠটি পড়ে দিন।
লেখার সামর্থ্য	:	(ক) অনুশীলনী অংশের লিখিত প্রশ্নোত্তর, (খ) শ্রুতলিখন।

যদি সমস্যা হয়

— পড়ুয়ার সংখ্যা খুব বেশি হলে শোনা-বলা-পড়ার কাজে প্রতিদিন সব পড়ুয়ার অংশগ্রহণ সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে আজ কয়েকজন, কাল আর কয়েকজন—এভাবে করতে হবে।

— যেদিন মূল্যায়নের প্রশ্নোত্তর হবে সেদিন পুরো পিরিয়ড এ-কাজের জন্য নেওয়া যেতে পারে।

— কাজগুলি কয়েকটি দলে ভাগ করেও শিক্ষার্থীদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন।

— শুদ্ধ বানান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিই অনুসরণযোগ্য। কাজেই বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ণয়ের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-প্রকাশিত 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর সর্বশেষ সংস্করণটি ব্যবহার করা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। প্রয়োজনে শব্দের অর্থবোধের জন্য বাংলা ভাষার অভিধানের সাহায্যে নিতে পারেন।

— যুক্তবর্ণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিশলয়–২য় ভাগ (সংস্করণ-২০০১) বইটির ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠার সাহায্য নিতে পারেন।

কিশলয়

সাহিত্য

চতুর্থ ভাগ

সূচিপত্র

পাঠ একক		পৃষ্ঠা	পাঠ একক		পৃষ্ঠা
১.	বাংলা দেশ	১	১২.	বাঁশের কেল্লা	৫২
২.	বিবেকানন্দের ছেলেবেলা	৪		মূল্যায়ন ২	৫৮
৩.	বন আমাদের বন্ধু	৮	১৩.	আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল	৫৯
৪.	প্রশ্ন	১২	১৪.	টেলিভিশন	৬২
৫.	ভোম্বোল সর্দার	১৬	১৫.	মিথ্যে কথা	৬৭
৬.	পাহাড়ের নীচে হাট	২২	১৬.	কঙ্কা	৭১
	মূল্যায়ন ১	২৭	১৭.	অতিকিশোরের ছড়া	৭৫
৭.	ভালোবাসি	২৮	১৮.	পেটে ও পিঠে	৭৮
৮.	জল ছুটছে	৩১	১৯.	মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম	৮৭
৯.	চায়ের কথা	৩৮	২০.	চিঠি লেখা	৮৯
১০.	দেখব এবার জগৎটাকে	৪৩	২১.	জানলার বাইরে রোজ যা দেখি	৯৭
১১.	ছো নাচ	৪৭			

পরিশিষ্ট		পৃষ্ঠা
(১)	নমুনা মূল্যায়ন পত্র	৯৯
(২)	একটি পাঠ-এককের শিখন পরিকল্পনা	১০২
(৩)	ভাষা শেখার কাজ : সক্রিয়তা-ভিত্তিক	১০৩
(৪)	নমুনা ভিতজরিপ-পত্র	১০৫
(৫)	অভিধান	১০৯

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : ১

বাংলা দেশ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সামর্থ্য :
১. যথাযথ উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুসারে কবিতাটি পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
২. কবিতাটির বক্তব্য বিষয় (ক. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, খ. এই দেশের সঙ্গে আমাদের নিবিড় যোগ, গ. এই দেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ) প্রকাশ করতে পারা।
৩. পাঠের বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ জানা ও শব্দগুলোকে বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৪. কবিতায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলোকে শনাক্ত করতে পারা ও বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ তুমি যে দেশে বাস করছ সে দেশটির নাম কী?
- ❑ তুমি যে ভাষায় কথা বলছ সে ভাষাটার নাম কী?
- ❑ তোমার জানা কয়েকটি ফুল/ফল/গাছের নাম বলো।
- ❑ তুমি কোন কোন পাখি দেখেছ?
- ❑ রাজহাঁস আর পাতিহাঁস— দুয়ের তফাত কী?
- ❑ প্রকৃতির বর্ণনা আছে এমন একটি কবিতা শোনাও।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ

- কবি 'আমাদের দেশ' বলতে কোন্ দেশকে বলেছেন?
- এদেশের গাছপালার রং কী রকম?
- দূর্বা কী?
- দেশের কী কী জিনিসকে কবি 'সোনা'-র-সঙ্গে তুলনা করেছেন?

(১)

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে।

(২)

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে
মরালী তার পাছে পাছে;
বাবুই কোথা বাসা বোনে
চাতক বারি যাচে রে?

- শ্যামা, ফিঙে — এরা কে, কী করে?
- জলচর প্রাণীটির নাম কী?
- বাবুই আর চাতকের সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

- দেশের দুর্দশায় কবির মনের কী অবস্থা হয়?
- কবি কখন গৌরব বোধ করেন?
- পিতা-পিতামহ কোথায় ছিলেন?

সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে।

(৩)

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে ওঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃ-পিতামহের
চরণধূলি কোথায় রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে।

কবি-পরিচিতি: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম — ১১.০২.১৮৮২। মৃত্যু — ২৫.০৬.১৯২২। পিতা — রজনীনাথ দত্ত। জন্ম — চুপি, বর্ধমান। ছন্দের জাদুকর। বেণু ও বীণা, কুহু ও কেকা প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শব্দার্থ

তরুলতা - গাছ ও গাছে জড়িয়ে থাকা লতা	শ্যামল - সবুজ	দূর্বা - একরকম নরম ঘাস বিশেষ
কোমল - নরম	ফসল - শস্য	কমল - পদ্ম
রে - সম্বোধন (আদরে)	দোয়েল - পাখিবিশেষ	ফিঙে - ল্যাজ-চেরা পাখিবিশেষ
মরাল - রাজহাঁস	বাবুই - পাখিবিশেষ	বারি - জল
যাচে - প্রার্থনা করে	দুর্দশা - খারাপ অবস্থা	গৌরব - সম্মান, অহংকার
পিতৃ-পিতামহ-বাবা-ঠাকুরদা	চরণধূলি - পায়ের ধুলো	বোনে - বানায়, তৈরি করে

মনে রেখো :

এই কবিতায় কবি তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশের (অখণ্ড বাংলা) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। এখানে যেমন ফিঙের নাচ, চাতকের ডাকের কথা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে রাজহাঁস আর বাবুই পাখির বাসার কথা। আর আছে এদেশের মানুষের কথা, এদেশের সঙ্গে কবির আন্তরিক সম্পর্কের কথা।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. 'বাংলা দেশ' বলতে এখন কোন দেশকে বোঝায়?
২. কবি বাংলা দেশ বলতে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন?
৩. কবিতায় প্রশ্ন করছে কে? উত্তর দিচ্ছে কে?
৪. 'সোনার ফসল' বলতে কোন ফসলকে বোঝানো হয়েছে?

৫. ‘সোনার কমল’ বলতে কোন ফুলকে বোঝানো হয়েছে?
৬. কবিতাটির শেষ স্তবকটির কথাগুলো তোমার ভাষায় বলো।
৭. কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাও।

লিখিত :

১. **বন্ধনী থেকে একই অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে ঠিক ঠিক শব্দের পাশে বসাও**

১.১ গৌরব .....। ১.২ বারি .....। ১.৩ ফলে.....।
১.৪ শ্যামল .....। ১.৫ দুর্দশা .....। ১.৬ মরাল .....।

রাজহাঁস/জল/সবুজ
জন্মায়/সম্মান/দুরবস্থা।

২. **বাক্যগুলো ঠিক ঠিক শব্দ দিয়ে সম্পূর্ণ করো। অন্তত দুটো করে শব্দ লিখতে হবে।**

২.১ বাংলার গাছপালা .....।
২.২ এখানে আছে ..... ঘাস।
২.৩ এখানে গাছে গাছে .....।
২.৪ ..... বেড়ায় রাজহাঁসেরা।
২.৫ এখানেই আছে আমাদের ..... চরণধূলি।

৩. **দুই-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ বাংলার গাছ ও দূর্বার রং কেমন?
৩.২ পদ্মফুলকে সোনার কমল বলা হয়েছে কেন?
৩.৩ সোনার ফসল কী?
৩.৪ চাতক পাখি কার কাছে জল চায়?

৪. **পাঁচ-ছটি বাক্যে তোমাদের গ্রামের প্রকৃতি বর্ণনা করো।**
৫. **পাঠের যে অংশে দেশের প্রতি কবির নিবিড় যোগ প্রকাশ পেয়েছে সেই অংশটি উল্লেখ করো।**

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা - পরিচয়

১. **যেটি ঠিক সেটিতে ✓ দাগ দাও:**
১.১ এই মাঠে আলু ফলে। – এখানে ‘ফলে’ মানে জন্মায় ☐ / জন্য ☐
১.২ সে খায় বেশি, ফলে তার ঘুম পায়। – এখানে ‘ফলে’ মানে জন্মায় ☐ / জন্য ☐
১.৩ বাবুই সুন্দর বাসা বোনে। – এখানে ‘বোনে’ মানে লাগায় ☐ / বানায় ☐
১.৩ চাষিরা বীজ বোনে। – এখানে ‘বোনে’ মানে লাগায় ☐ / বানায় ☐

২. **ডানদিক থেকে ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে লেখো: (দূর্বা / ফোটে / গাছে / পাই / ওঠে / ফিঙে/নাচে)**
ক্রিয়া : (১) ..... । (২) .....। (৩) .....। (৪) .....

৩. **ক্রিয়াপদ বসিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো :**
৩.১ তুমি এখন.....। ৩.২ আমরা মাঠে.....। ৩.৩ তোরা বিকেলে.....।
৩.৪ আপনি এদিকে.....। ৩.৫ ওরা ওখানটায়.....। ৩.৬ সে কি আজ .....?

শ্রুতলিখন :

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি;
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

পাঠ একক - ২

বিবেকানন্দের ছেলেবেলা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সামর্থ্য :
১. যথাযথ উচ্চারণে, বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পাঠটি পড়তে পারা।
২. পাঠের বক্তব্য বিষয় (ক. বালক নরেনের সাহস ও কুসংস্কারমুক্ত আচরণের কথা, খ. পাঠে বর্ণিত ঘটনা) বলতে পারা।
৩. নতুন শব্দের বানান ও অর্থ জানা, শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৪. বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া শনাক্ত করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ চাঁপা ফুল কে কে দেখেছ ? চাঁপা ফুলের বৈশিষ্ট্য কী ?
- ❑ চাঁপা গাছ কে কে দেখেছ ?
- ❑ তুমি ভীতু না সাহসী ?
- ❑ একটি সাহস দেখাবার ঘটনা বলো।

পাঠ

(১)

- এখানে কোন বালকের ছেলেবেলার কথা আছে?
- চাঁপা গাছটি কোথায়?
- ছেলেরা সেখানে কী কী করত?
- রামরতন বাবুর অশান্তি কীসে?

ছেলেবেলা থেকে নরেনের শরীরে মনে ছিল না কোনো ভয়, মানুষকেও না—ভূত পেতনি ব্রহ্মদৈত্যিকেও না।

পাড়াতেই বাস রামরতন বসুর। তাঁর বাড়ির এক কোণে ছিল মস্ত বড়ো একটা চাঁপাফুলের গাছ। তার গোড়ার দিকে ছিল বড়ো দু-একটা ডাল।

পাড়ার ছেলেদের একটা আড্ডার জায়গা হয়ে উঠল এই চাঁপাতলা। এখানেও গেছো সর্দার নরেন। তারা সব চাঁপাফুল তুলতেই আসে না, তারা গাছের শক্ত মোটা ডালে দোল খায়—আর সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে মাটিতে।

বুড়ো রামরতনবাবুর এ হয়েছে এক অশান্তি। ছেলেগুলো সময়ে অসময়ে এসে হইচই করে। যেমন যন্ত্রণা করে, তার চেয়েও বেশি হল তাঁর দুশ্চিন্তা কখন কোন্‌টা পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে। তিনি বকুনি দিয়ে দেখেছেন, স্থায়ী ফল কিছুতেই হচ্ছে না।

(২)

- রামরতনবাবু গল্পটি কীভাবে শুরু করলেন?
- তিনি একদিন কী দেখলেন?
- তার সম্বন্ধে তিনি কী বললেন?

একদিন রামরতনবাবুর মাথায় এক বুদ্ধি এল। শান্তভাবে ছেলেদের কাছে গিয়ে বললেন 'তোরা গল্প শুনবি?' গল্প আবার কোন্ ছেলে শুনতে ভালো না বাসে? সবাই বলল 'শুনব, শুনব'।

চাঁপাতলাতেই বসলেন রামরতনবাবু। ছেলেদের নিয়ে জমিয়ে গল্প বলতে লাগলেন। বললেন ওই চাঁপাগাছটারই গল্প। অনেক

পুরোনো এই চাঁপাগাছ। তাঁরাও তাঁদের ছোটোবেলায় আসতেন এই চাঁপাগাছের ফুল পাড়তে, কিন্তু একদিন এখানে দেখলেন এক কাণ্ড, তারপর থেকে আর আসতেন না। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ শুকনো গলায় বলে উঠল, 'কী দেখলেন?'

'না, সেসব শুনলে তোরা ভয় পাবি।'

ছেলেরা বলে, 'বলুন না একবার।'

রামরতনবাবু চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে বললেন, 'দেখলাম এই গাছটার ডালে এক বেহ্মদত্যি।'

নরেন বলল, 'কী রকম চেহারা?'

— 'সে ভয়ানক চেহারা। নিশুতি রাতে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় — আর যারা এই গাছটাতে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়।'

(৩)

গল্প শুনে কেউ আর মুখে কোনো শব্দ না করে যে যার বাড়ি চলে যায়। দু-চার দিন চাঁপাতলায় ছেলেদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। বুড়ো রামরতনবাবু মনে মনে ভাবলেন, যাক্, ওষুধে কাজ করেছে।

একদিন বিকেলবেলায় পাড়ার ছেলেরা নরেনকে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যার দিকে নরেনকে পেল সেই চাঁপাগাছে। নরেন একা একা বসে আছে সেই চাঁপাগাছটার নুইয়ে-পড়া ডালটায়।

দূর থেকেই ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, নরেন নাকি?' উত্তর এল — 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

— 'কী করছিস ওখানে?'

— 'দোল খাচ্ছি।'

ছেলেরা দূরেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

নরেন একটা লাফ দিয়ে নীচে এসে বলল—'গাধাগুলো বেহ্মদত্যির নাম শুনে একদম ভড়কে গেছে। আমি তো এই তিন দিন এলাম এখানে একা একা, বেহ্মদত্যি আমার কী করেছে রে? যত

আজগুবি গালগল্পে বিশ্বাস করিস আর ভয়ে কুঁত কুঁত করিস — ফুঃ ফুঃ! নিজের চোখে না দেখে কখনও কিছু বিশ্বাস করবিনে—এই বলে রাখলুম।'

লেখক-পরিচিতি : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। জন্ম — ১৯১১। মৃত্যু — ১৯৬৪। জন্মস্থান — চন্দ্রহার, বরিশাল। 'শ্যামলা দিঘির ঈশান কোণে', 'ছোটোদের বাল্মীকি রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। বিশিষ্ট গবেষক ও যশস্বী অধ্যাপক।

শব্দার্থ

মস্ত — প্রকাণ্ড, বিশাল
শক্ত — কঠিন, দৃঢ়; জটিল
পাত্তা — খোঁজ
যন্ত্রণা — জ্বালা, কষ্ট
গালগল্প — বানানো বা অবাস্তব কথা
নিশুতি — গভীর রাত্রি
আজগুবি — অবিশ্বাস্য, বানানো, অবাস্তব
স্থায়ী — পাকাপাকি
মটকে — ভেঙে
গোল্লা পাকিয়ে — (এখানে) চোখ বড়ো বড়ো করে
দুশ্চিন্তা — দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা
শান্ত — ধীরস্থির, অচঞ্চল

টীকা

স্বামী বিবেকানন্দ : সন্ন্যাসের আগের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম — ১২.০১.১৮৬৩। মৃত্যু — ০৪.০৭.১৯০২। জন্মস্থান — কলকাতা। **পিতা** — বিশ্বনাথ দত্ত। **মাতা** — ভুবনেশ্বরী দেবী। রামকৃষ্ণদেবের কাছে মানবসেবার দীক্ষা নেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। দেশে ফিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

মনে রেখো : *পাঠটি স্বামী বিবেকানন্দের ছেলেবেলার একটি ঘটনা নিয়ে। তখন তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ বা নরেন। শৈশব থেকেই নরেন দুঃসাহসী। রামরতনবাবুর বাগানের চাঁপাগাছে ব্রহ্মদত্যির কথা সবাই বিশ্বাস করলেও নরেনের কাছে এসব ছিল আজগুবি। নরেনের মনে কোনো কুসংস্কার ছিল না। তাই ব্রহ্মদৈত্যের গল্প শুনেও সে আগের মতোই চাঁপার ডালে দিব্যি দোল খাচ্ছিল। বন্ধুরা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করত বলে তাদের সে ঠাট্টা করেছিল। সবকিছু যাচাই করে নেবার কথা বলেছিল।*

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. ছেলেরা কোথায় দোল খেত?
২. তাতে রামরতনবাবু কী অসুবিধা বোধ করতেন?
৩. ছেলের দলের সর্দার কে?
৪. রামরতনবাবু কী করবেন বলে ঠিক করলেন?
৫. ওঁর কোন্ কথায় ছেলেরা ভয় পেল?
৬. 'যাক ওষুধে কাজ করেছে।' — রামরতনবাবু কী ভাবে বুঝলেন যে ওষুধে কাজ হয়েছে?
৭. 'কী করছিস ওখানে?' — কারা কাকে জিজ্ঞেস করছিল?
৮. 'যত আজগুবি গালগল্প' — গল্পটা কাকে নিয়ে?
৯. এ কথায় নরেনের কী পরিচয় পাওয়া গেল?

লিখিত :

১. **যেটি ঠিক সেটি বেছে লেখো :**
   ১.১ পাঠের গল্পটি স্বামী বিবেকানন্দের (যৌবনের/শৈশবের/বৃদ্ধ বয়সের)।
   ১.২ রামরতনবাবুর বাগানটা ছিল পাড়ার (ছেলেদের/বউদের/বুড়োদের) আড্ডার জায়গা।
   ১.৩ এতে বাগানের মালিক (বেশ খুশি/খুব আপত্তি জানাতেন/ভীষণ চিন্তায় পড়লেন)।
   ১.৪ তাঁর বুদ্ধিটি (বেশ কাজের হয়েছিল/মোটেই কাজের হয়নি/কিছুটা কাজের হয়েছিল)।
   ১.৫ এই কাহিনি থেকে নরেনের (গল্প শোনায় আগ্রহ/আজগুবি গল্পে অবিশ্বাস/ভীতু স্বভাবের) পরিচয় পাওয়া যায়।

২. **একটি-দুটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ ছেলেবেলায় নরেনের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।

২.২ ছেলেদের আড্ডার জায়গাটি কোথায়?

২.৩ রামরতনবাবু ছেলেদের গল্প শোনাতে চাইলেন কেন?

২.৪ তিনি কীসের গল্প বলেছিলেন?

২.৫ তাঁর গল্পের কথা কে বিশ্বাস করল আর কে বিশ্বাস করল না?

ভাষা -পরিচয়

১. **ডানদিকের ঘর থেকে ঠিক বিপরীত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

১.১ মস্ত .....। ১.২ ভয় .....।

১.৩ অশান্তি .....। ১.৪ পুরোনো .....।

নতুন	সাহস
শান্তি	ছোট্ট

২. **যে শব্দে নাম বোঝায় তাকে বলে বিশেষ্য। নীচের বাক্যগুলিতে যে সব শব্দ বিশেষ্য তাদের নীচে দাগ দাও :**

২.১ নরেন নির্ভীক।

২.২ অনেক কিছুই ভাবলেন রামরতনবাবু।

২.৩ তুমি চাঁপাফুল দেখেছ তো?

৩. পাড়াতে থাকেন রামরতনবাবু। তিনি চাঁপাগাছ ভালোবাসেন।

এখানে 'রামরতনবাবু'র বদলে পরের বাক্যে বসেছে 'তিনি'।

বিশেষ্যের বদলে যে শব্দ বসে তাকে বলে সর্বনাম।

নীচের বাক্য থেকে সর্বনাম বেছে নিয়ে লেখো :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩.১ তাঁর অশান্তি হল।

৩.২ ছেলেরা রোজ আসে। তারা চাঁপার ডালে দোল খায়।

৩.৩ তোরা গল্প শুনবি?

৩.৪ নরেন খুব সাহসী। সে ভূতটুত মানত না।

৪. **যে শব্দে কাজ করা বোঝায় তাকে বলে ক্রিয়া।**

নীচের বাক্যে ক্রিয়ায় দাগ দাও :

৪.১ তারা দুপুরে আসে।

৪.২ রামরতনবাবুর নিষেধ শোনে না।

৪.৩ ওরা গাছের ডালে দোলে।

৪.৪ তিনি বকেছেন।

৫. **পাশের বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ঠিক জায়গায় বসাও :**

৫.১ নরেনের সাহস.....।

৫.২ অন্যরা ভূতের ভয় .....।

৫.৩ ..... বাগানে আসত না।

৫.৪ ..... ওদের ভীতু বলত।

৫.৫ আলি, ... বাড়ি কোথায়?

৫.৬ মামা, ... মা ডাকছেন।

আপনাকে	
ছিল	
করত	
নরেন	
তোমার	
ছেলেরা	

৬. **শ্রুতলিখন :**

মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।

বন আমাদের বন্ধু

সামর্থ্য : ১. যথাযথ বিরামচিহ্ন অনুযায়ী নির্ভুলভাবে পড়তে পারা।
২. নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও বানান জানতে পারা এবং ওই সব শব্দ স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৩. গাছপালা বনজঙ্গল যে মানুষের বন্ধুর মতো উপকারী তা বুঝতে পারা ও প্রকাশ করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ কে কে বন দেখেছ?
- ❑ বনে কী কী থাকে?
- ❑ বনে পাওয়া যায় এমন দুটি গাছের নাম বলো।
- ❑ দুটি বন্যপ্রাণীর নাম বলো।
- ❑ বাংলাদেশের (অবিভক্ত) সবচেয়ে বড়ো বনটির নাম বলো।

পাঠ :

(১)

গ্রামটা খুব বড়ো নয়। গ্রামের প্রান্তে ঘন বন। প্রধানত আদিবাসীরাই এ গ্রামের বাসিন্দা। যাদের খেত আছে তারা চাষবাস করে। যাদের নেই, তারা ওই বনকে আঁকড়েই থাকে। কাঠ কুড়িয়ে হাটে বেচে আসে। বনের ফলমূল খেয়েই বাঁচে, ভাত খুব কমই জোটে। বনের মধ্যেই তাদের ডালপালা আর পাতার ঘর। আর এ জিনিসগুলো বনই তাদের দেয় দু-হাত ভরে। গাছ তাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। কষ্টেসৃষ্টে একরকম করে তাদের চলে যেত। তাদের নাচ গান কখনও বন্ধ হত না।

- গ্রামটি কোথায়?
- এখানে কারা থাকে?
- বন থেকে তারা কী কী পায়?
- তারা কী ভাবে আনন্দ করত?

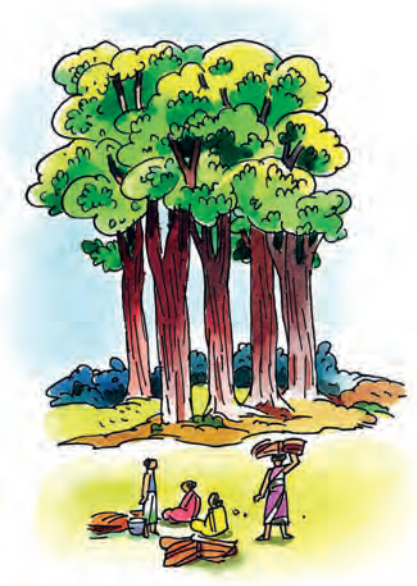

(২)

দিন বদলে গেল। বনটা কারা যেন কিনে নিল। সেখানে নাকি যন্ত্রপাতি বসবে, দালানকোঠা উঠবে, গাছ কেটে ফেলেই তারা এসব করবে। বনে যারা থাকে গাছই তাদের সব। সেই গাছ কাটবে ওরা? বললেই হল? কাটতে দিচ্ছে কে? এই হল তাদের কথা। কিন্তু টাকা-পয়সাওলা মানুষেরা যা মনে করে তা তো করেই ফেলে। তাই মন-মরা হয়ে থাকে ওরা সবাই।

- যারা বন কিনে নিল তারা কী কী করবে?
- 'গাছ কাটতে দিচ্ছে কে?' কথাটা কারা ভাবল?
- জিপগাড়ির মানুষগুলো কী করল?

একদিন জিপগাড়ি এল অনেকগুলো। অনেক মানুষ। খানাপিনা হল। হই হট্টগোল হল। কথাবার্তায় ওরা বুঝল রাত না পোহাতেই বনকাটা শুরু হয়ে যাবে।

(৩)

কারও চোখে ঘুম নেই। রাত অনেক হল। কত রাত কে জানে! জোরালো টর্চের আলো যেন বিদ্যুৎ মাখিয়ে দিল বনটায়।

হুকুম হল—কুড়ুল চালাও। যমদূতের মতো কুড়ুল-ওয়ালারা ঢুকে পড়ল বনে। কিন্তু এ কী? গাছগুলো জড়িয়ে ধরে আছে মেয়ে-বউরা। প্রাণ দেবে তারা, কিন্তু গাছ কাটতে দেবে না।

ধমকধামক টানাহ্যাঁচড়া শুরু হল। মেয়েরা অনড়। অনেকক্ষণ জটলা চলল। তারপর জিপ চলে যাবার শব্দ হল। ভোরের আলো তখন সবে ফুটেছে। শুরু হল ভোরাই, অর্থাৎ ভোরের গান, যার মানে অনেকটা এইরকম—

- গাছ কাটতে গিয়ে ওরা কী দেখল?
- ওরা ওরকম করে গাছ জড়িয়ে আছে কেন?
- শেষ পর্যন্ত কী হল?
- ভোরের গানের কথাগুলোতে কী বলা হয়েছে?

গাছ আমাদের মিতা।
ও ভাই, গাছই মাতাপিতা।
গাছ আমাদের বাঁচায় জীবন,
দু-হাতে দেয় বুক-ভরা ধন,
আমরা ভুলব কি তা?
গাছ আমাদের মিতা,
ও ভাই গাছই আমাদের পিতা।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT OF WEST BENGAL

আকাশটা বড়ো হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওদের খুশিই ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের নীলে।

শব্দার্থ

প্রান্তে—ধারে	কষ্টেসৃষ্টে—বহু কষ্টে	ধমক ধামক—তিরস্কার
বাসিন্দা—অধিবাসী	খানাপিনা—পানভোজন	টানাহ্যাঁচড়া—জোর করে কিছু করবার চেষ্টা
আঁকড়ে—জড়িয়ে ধরে	হট্টগোল—গোলমাল, হইচই	জটলা—অনেকের একত্র আলোচনা

মনে রেখো :

এই পাঠে আছে একটি আদিবাসী গ্রামের কথা। গ্রামটির কাছেই বন। বনের কাঠ, বনের ফলমূল, বনের পাতা—এসব দিয়েই হয় তাঁদের খাবারদাবার, তাঁদের ঘরবাড়ি, তাঁদের জীবিকা। তাই বন ছাড়া তাঁদের চলে না, বন তাঁদের বন্ধু। এই বন কাটতে এল একদল মানুষ। বন না থাকলে তাঁরা যে বাঁচবেন না। তাই এই গ্রামের মেয়ে-বউ সবাই বনের গাছগুলো জড়িয়ে ধরে রইলেন যেমন করে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বন্ধু। বনকে রক্ষা করার এই আন্দোলন 'চিপকো' আন্দোলন নামে পরিচিত। হিন্দিতে 'চিপকো' মানে 'জড়িয়ে ধরো'।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. গ্রামটি কোথায়?
২. এখানে কারা থাকেন?
৩. তাঁরা বন থেকে কী কী পান?
৪. যারা বন কাটতে চায় তারা এখানকার জমিতে কী করবে?
৫. আদিবাসীরা বন কাটতে বাধা দিলেন কেন?
৬. তাঁরা বনকে কীভাবে রক্ষা করতে চাইলেন?
৭. শেষ পর্যন্ত কী ঘটল?
৮. বনের কবিতাটি শোনাও।

লিখিত :

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :
   ১.১ পাঠে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা (গ্রামবাসী/শহরবাসী/ভিন দেশি)
   ১.২ তাঁরা (ধনী/মধ্যবিত্ত/গরিব)
   ১.৩ তাঁদের নাচ গান (মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত/হত কেবল উৎসবে/কখনই বন্ধ হত না)
   ১.৪ বন কাটতে এসেছিল (একদল বাইরের লোক/বনরক্ষীরা/একদল কাঠুরে)

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২. একটি বাক্যে উত্তর দাও :
   ২.১ কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে। —এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?
   ২.২ 'কথাবার্তায় ওরা বুঝল'—ওরা কী বুঝল?
   ২.৩ এক লাইন ভোরের গান লেখো।

৩. কারণ কী সেটা লেখো :
   ৩.১ বন আদিবাসীদের প্রাণের প্রিয় কারণ—
   ৩.২ তাঁরা মনমরা হয়ে গেলেন কারণ—
   ৩.৩ মেয়ে-বউরা গাছগুলো জড়িয়ে থাকল কারণ—

৪. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো :
   ৪.১ বন থেকে আদিবাসীরা কী কী পেতেন?
   ৪.২ পাঠের শেষ ছবিটি দেখে যা মনে হচ্ছে সেটা দু-তিনটি বাক্যে লেখো।

৫. পাঁচ-ছটি বাক্যে উত্তর দাও :
   ৫.১ পাঠের অধিবাসীদের কাছে গাছ প্রাণের চেয়েও প্রিয় কেন বুঝিয়ে দাও।
   ৫.২ যারা বন কিনে নিল তাদের উদ্দেশ্য কী?
   ৫.৩ বনের গাছ রক্ষা করার ঘটনাটি বর্ণনা করো।

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের শব্দ শূন্যস্থানে ঠিক মতো বসাও:

১.১ চাষ..... ১.৪ দালান .....

১.২ ফল ..... ১.৫ খানা .....

১.৩ কষ্টে..... ১.৬ টানা .....

সৃষ্টে / হ্যাঁচড়া
পিনা / কোঠা
মূল / বাস

২. ডানদিকের চিহ্নিত শব্দ বাঁদিকের শূন্যস্থানে ঠিক ঠিক বসাও :

২.১ তুমি অমন ..... হয়ে বসে আছ কেন? কেউ বকেছে? — তাদের ডালপালা আর পাতার ঘর।

২.২ আমরা আমাদের কর্তব্যে ..... থাকতে চাই। — সেখানে নাকি যন্ত্রপাতি বসবে।

২.৩ এবারে গাছটির ..... ছেঁটে দিতে হবে। — মেয়েরা কিন্তু অনড়।

২.৪ মায়ের ..... স্নেহ ছেলের বড়ো সম্বল। — তাই মনমরা হয়ে থাকে।

২.৫ কারখানায় অনেক ..... আছে। — দু হাতে দেয় বুক-ভরা ধন।

৩. যে শব্দে বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা বোঝায় তাকে বলে বিশেষণ।

যেমন: লাল ফুল, গরম জল, সে খুব ভালো।

ডানদিকের ঘরে যেসব বিশেষণ আছে সেগুলি ঠিক জায়গায় বসিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো :

৩.১ সে ..... দুধ খেতে ভালোবাসে।

৩.২ এখন বৃষ্টিপাত .....।

৩.৩ আমার বইতে ..... ছবি আছে।

৩.৪ কারা যেন তার মুখের উপর .....আলো ফেলছে।

৩.৫ আমার বাবা মা আমার সবার চেয়ে .....।

জোরালো
ঘন
প্রিয়
অনেকগুলো
খুব কম

শ্রুতলিখন :

অরণ্য মানুষের প্রকৃত বন্ধু। বনসম্পদ দেশের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামর্থ্য :
১. বিরামচিহ্ন অনুযায়ী স্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
২. কবিতাটির মধ্যে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা বোঝাতে পারা।
৩. মায়ের সঙ্গে শিশুর যে নিবিড় সম্পর্ক তা বলতে পারা।
৪. শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার কথা বলতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ ছোটোরা কোন্‌টি বেশি ভালোবাসে—ছুটি না পড়া?
- ❑ ওদের খেলার সময় কখন?
- ❑ সূর্য অস্ত যাবার সময় তুমি কী কী দেখতে পাও?
- ❑ চাষিরা মাঠ থেকে কখন ফেরে?
- ❑ সন্ধ্যার ঠিক আগে পাখিরা কী করে?
- ❑ ভোর আর সন্ধ্যার তফাত কী দেখা যায়?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ :

(১)

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্‌,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।

- ছেলেটি মাকে ছুটি দিতে বলছে কেন?
- ছুটি পেলে ছেলেটি কী করবে?
- ছেলে দুপুরকে কী মনে করতে বলছে?

তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হল তাই।
একদিনও কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?

(২)

আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে—
সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগদি বুড়ি চুব্‌ড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।

- বাগদি বুড়ি কী করেছে?
- চাষির দল কী করল?
- রাতদুপুর আর দিনদুপুর নিয়ে ছেলেটি মাকে কী বলছে?

আঁধার হল মাদার গাছের তলা,
কালি হয়ে এল দিঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষির দল।
মনে কর্ না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্ না সন্ধে হল যেন!
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন॥

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কবি পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্ম — ০৭.০৫.১৮৬১। মৃত্যু — ০৭.০৮.১৯৪১। পিতা — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা — সারদা দেবী। ১৯১৩ সালে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান রচনা করেন।

শব্দার্থ

মেলা—অনেক, অনেক বেশি	চুব্‌ড়ি— ছোটো ঝুড়ি; বেত বা বাঁশের তৈরি পাত্র
মাদার—একরকম কাঁটা গাছ	সুয্যি—সূর্য
সাঁঝ—সন্ধ্যা	কালি—কালো

মনে রেখো :

ছোটোরা পড়ার চেয়ে ছুটি বেশি ভালোবাসে। তাদের ভালো লাগে বিকেলটা। তখন যে তাদের খেলার সময়। মাকে তাই পাঠের শিশুটি দুপুরবেলাটাকেই বিকেল ভাবতে বলে। শিশুর কল্পনায় ভেসে ওঠে বেলাশেষের নানা ছবি—মাঠের শেষে সূর্য ডুবছে, দিঘির জল কালো হয়ে এসেছে, মাঠ থেকে ফিরছে চাষির দল। শিশুর কল্পনায় দুপুরও সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। বড়োরা কেন এমন করে ভাবতে পারে না—এটাই শিশুর প্রশ্ন।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. শিশুটি ঘরের মধ্যে কেন?

২. সে ছুটি চাইছে কেন?

৩. দিনের কোন সময়ে মায়ের সঙ্গে ছেলের কথা হচ্ছে?

৪. সে দুপুরকেই বিকেল ভাবতে চায় কেন?

৫. দিনশেষে মাঠের, দিঘির, গাছতলার, আকাশের কথা শিশুটি কী বলছে?

লিখিত :

১. যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ শিশুটি আছে (মাঠে/ঘরের ভিতর/উঠোনে)।

১.২ শিশুটি মায়ের কাছে চাইছে (আরো পড়তে/লিখে নিতে/ছুটি)।

১.৩ দুপুরের বদলে মাকে ভাবতে বলছে (বিকেল/সকাল/সন্ধে)।

১.৪ প্রকৃতির বর্ণনায় প্রকাশ পাচ্ছে (শিশুর কল্পনা/শিশুর দুঃখ/শিশুর প্রশ্ন)।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

১.৫ শিশু ছুটি চায় (ছুটে বেরিয়ে যেতে/উঠোনে যেতে/ঘরে বসে পড়া-পড়া খেলতে)।

২. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ শিশু ঘরে বসে সকাল থেকে কী করেছে ?

২.২ এবার সে ছুটি চায় কেন?

২.৩ মা তাকে ছুটি দিচ্ছে না কেন?

২.৪ 'মনে কর্ না'—মাকে কী মনে করতে বলছে?

৩. তিন-চারটি বাক্যে লেখো :

৩.১ 'আমি তো বেশ ভাবতে পারি'—সে বিকেলের সূর্য আর বাগদি বুড়ি সম্বন্ধে কী ভাবছে?

৩.২ শিশুর প্রশ্ন যে লাইনে প্রকাশ পেয়েছে সেটি নিজে ভাষায় লেখো।

৪. পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :

৪.১ শিশু তার ভাবনায় কী কী দেখতে পাচ্ছে?

৪.২ মা যে শিশুটির খুব আপন সেটা কবিতার কোন্ কোন্ কথায় প্রকাশ পেয়েছে?

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের শব্দ শূন্যস্থানে ঠিকমতো বসাও :

না হয়
যেন
তবে
সবে
তো
কেন

১.১ বিয়েবাড়িতে যাব ..... খাবার দাবার খাব না।

১.২ এই ..... এলে, এখনই যাবে কেন?

১.৩ নিজে ..... এলে না, আর কাউকে পাঠাতে পারতে।

১.৪ পুকুরের জল ঠিক ..... আয়না।

১.৫ বেশ ..... চলো।

১.৬ এত কথা বলছ ..... ?

২. শূন্যস্থানে ডানদিক থেকে ক্রিয়া বসিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো :

ফিরে চলে এসো
হলে যাবি
ভাবতে বসি
ভরে নিয়ে এসো
খেলতে যাই

২.১ বিকেলে আমরা .....।

২.২ এখন নয়, একটু বেলা .....।

২.৩ কথাগুলো আমরা .....।

২.৪ কলশিতে জল .....।

২.৫ সন্ধ্যায় সবাই বাড়িতে .....।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শ্রুতলিখন :

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি,

আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।

পাঠ একক : ৫

ভোম্বোল সর্দার

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সামর্থ্য : ১. যথাযথ উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পড়তে পারা।
২. নতুন শব্দের বানান ও অর্থ জানা, ধ্বনির অনুকরণে তৈরি শব্দ শনাক্ত করতে পারা, সেগুলো দিয়ে স্বাধীন বাক্য গঠন করতে পারা।
৩. পাঠের বক্তব্য (ক. ভোম্বোলের ফলচুরির মজা উপভোগ করার বিষয়, খ. অন্যকে বোকা বানাবার ঘটনাটা জেনে আনন্দ পাওয়ার বিষয়) বলে বা লিখে প্রকাশ করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ বাতাবিলেবু কে কে দেখেছ? নাসপাতি কে কে দেখেছ?
- ❑ বাতাবিলেবু আর নাসপাতি কোন্‌টি কী রকম?
- ❑ কে কে গাছে চড়েছ? কে কে গাছে চড়ে ফল পেড়েছ?
- ❑ তোমার বা তোমাদের পাড়ার কোনো ছেলে বা মেয়ের একটি দুষ্টুমির ঘটনা শোনাও।
- ❑ তুমি গাছে খানিকটা উঠেছ। তখন তোমাকে কেউ ধরতে এলে তুমি কী করবে?

(১)

পাঠ :

দূরে পিছনে স্টেশন। সামনে ওই যে গাঁ।

গাঁখানা বেশ বড়ো। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকতেই দেখল বাঁদিকে কুমোরবাড়ি। দুর্গাপুজোর আর দেরি নেই। কুমোরের পো একখানা দুর্গাঠাকুর গড়ছে। প্রায় শেষ করে এনেছে।

ভোম্বোলের খিদে পেয়েছে খুব। সে নাসপাতিটা কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে খেতে লাগল। খেতে

খেতে দেখল, কুমোরবাড়ির পিছন দিকে বেড়ার ধারে একটা বাতাবিলেবুর গাছ। গাছটা লেবুতে ভরা। লেবুগুলো পেকে সোনার তালের মতো দেখাচ্ছে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। কুমোরের বউ বাড়ির ভেতর। কুমোর ওই দিকে। সে কাপড়খানা গুছিয়ে পরে বেড়া ডিঙিয়ে কাঠবেড়ালির মতো গাছে উঠে গেল। তাতে গাছটা ঘন ঘন দুলতে ও ডালপালার সড়-সড় শব্দ হতে লাগল। ভোম্বোল পট্ করে একটা লেবু ছিঁড়তেই বাড়ির ভেতর থেকে কুমোরের বউ হাঁক দিল—'গাছে কে রে?'

- গাঁয়ে ঢুকে ভোম্বোল প্রথমে কী দেখল?
- বাতাবিলেবুর গাছটি কোথায় ছিল?
- কুমোরের বউ হাঁক দিল কেন?
- ভোম্বোল তখন কী করল?

ভোম্বোল সাড়া দিল না। লেবুটা এক হাতে বগলে চেপে ধরে সে সড়-সড় করে গাছ থেকে নামতে লাগল। কুমোরের বউ রান্না চড়িয়েছিল। সে ভোম্বোলকে গাছ থেকে নামতে দেখে গরম খুন্তি হাতে ছুটে এসে চিৎকার করতে লাগল—'চোর—চোর! লেবু চুরি করে পালাচ্ছে।'

(২)

তার চিৎকার শুনে কুমোর কোঁতকা হাতে ছুটে এসে একেবারে গাছের গোড়ায় দাঁড়াল। ভোম্বোল তখনও গাছে। আর হাতখানেক নামতে পারলেই উঁচু বেড়ার মাথায় পা রাখতে পারে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কুমোরের বউও ছুটে এসেছে। দু-জনেই কোঁতকা আর খুন্তি উঁচিয়ে বলল—'আয় নেমে। শিগগির নাম্—'

ভোম্বোল দেখল নামলে আর রক্ষে নেই। না নামলেও ওরা লোকজন জড়ো করে তাকে গাছ থেকে টেনে নামাবে। তখন পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সে বলল—'নামছি বাপু। খিদের সময় একটা লেবু নিয়েছি।'

কুমোর বলল—'খিদে পেয়েছে, বাড়ি গিয়ে ভাত খা। আমার লেবু গাছে উঠেছিস কেন? কাদের ছেলে তুই?' ভোম্বোল বলল—'চাকিমশায়ের—'

—'কোথাকার চাকি? তোকে তো কোনোদিন দেখিনি।'

কুমোরের বউ বলল—'ও সব মিছে কথা। ছোঁড়া চোর—'

এবার ভোম্বোলের খুব রাগ ও অপমান বোধ হল। ভাবল লেবুটা ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরে পড়ে চলে যায়।

- কুমোর আর তার বউ—কে কী নিয়ে ছুটে এল?
- ভোম্বোল কী ভাবল?
- 'ওসব মিছে কথা'—মিছে কথাটি কী?
- ভোম্বোলের রাগ হল কেন?

কুমোর বলল—'কই নামলি না? উঠব গাছে?'

ভোম্বোল বলল —'উঠেই এস না।'

'তবে রে—' বলে কুমোর গাছে উঠতে লাগল। বাতাবি গাছটার

দক্ষিণ দিকে কুমোরের রান্নাঘর। গাছের কয়েকটা ডাল একেবারে চালের সঙ্গে আছে।

(৩)

কুমোরকে গাছে উঠতে দেখে ভোম্বোল আবার ওপরে উঠতে লাগল।

দু-জনেই গাছে চড়তে ওস্তাদ। তবে ভোম্বোলের এক সুবিধা, সে ছোটো, শরীর হালকা কুমোরের চেয়ে, একটু তাড়াতাড়িই উঠছে।

কুমোরের বউ নীচে থেকে খুন্তি ঘুরিয়ে বলছে—'ধর্-ধর্,ওর ঠ্যাং চেপে ধর্।'

গোলমাল শুনে পাড়ার কয়েকটা ছেলে সেখানে ছুটে এল। তারা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে লেবুগাছে কুমোরের পো, আর একটা অচেনা ছেলে। গাছটা খুব দুলছে। তারা চিৎকার করে উঠল।

ভোম্বোল দেখল সর্বনাশ! আর বোধ হয় পালানো যাবে না। কুমোর তাকে ধরে ধরে। তবুও পালাবার চেষ্টা করা যাক। সে দেখল সামনেই রান্নাঘরের চাল। সে তর্-তর্ করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে চালের ওপর পড়ে সেখান থেকে এক লাফ দিয়ে নীচে পড়েই দিল ছুট। বগলে বাতাবিলেবুটা তেমনি আছে।

কুমোরও 'ধর্-ধর্' বলে চালের ওপর নেমে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ে কয়েক হাত ছুটেই একটা হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ছেলেরা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। তারা বড়ো খুশি। লোকটা তাদেরও লেবু খেতে দেয় না।

সামনে বাঁশঝাড়। তারপর ডোবা। ডোবার পর ওই যে সড়ক দেখা যায়। ভোম্বোল বাঁশতলা দিয়ে সেইদিকে দৌড়োতে লাগল।

লেখক-পরিচিতি : খগেন্দ্রনাথ মিত্র। জন্ম—০২.০১.১৮৯৬। মৃত্যু—১২.০২.১৯৭৮। জন্মস্থান—কলকাতা। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। 'আফ্রিকার জঙ্গলে','ভোম্বোল সর্দার' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

শব্দার্থ

সর্দার—দলপতি	রক্ষে—বাঁচার উপায়	সড়ক—রাস্তা
পো—ছেলে	ওস্তাদ—পটু, দক্ষ	সড়সড়—শুকনো পাতার খসখস শব্দ
খুঁট—কাপড়ের কোণ	চাল—ছাদ, ছাউনি	সর্বনাশ—ভীষণ বিপদ
ডিঙিয়ে—লাফিয়ে পার হয়ে	হোঁচট—অসমান জায়গায় পায়ে ধাক্কা লাগা	ছোঁড়া—ছেলে
হাঁক—জোরে ডাকা	উপুড়—উলটে	নামলি—নেমে এলি
কোঁতকা—মোটা লাঠি	ডোবা—ছোটো পুকুর	কুমোর—যে মাটির পাত্র ও মূর্তি বানায়

মনে রেখো :

ভোম্বোল একটি ছোটো ছেলে। রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপর থেকে সে এক জায়গায় আর থাকছে না—এখান থেকে ওখানে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাঠের কাহিনি অংশে ভোম্বোলকে দেখা যাচ্ছে একটি কুমোরবাড়ির কাছে। ক্ষুধার্ত ছেলেটি কুমোরের বাড়ির বাতাবিলেবু গাছে উঠে বাতাবি পেড়ে নিয়েছে। এটি চোখে পড়ে গেছে কুমোর-গিন্নির। এবার বেশ মজার ব্যাপার। কুমোর গাছে উঠে তাকে ধরবে, ভোম্বোলও কিছুতেই ধরা দেবে না। ভোম্বোল শেষ অবধি বাতাবি বগলে নিয়েই পালিয়ে গেল। এটাকে বাতাবি চুরির ঘটনা না বলে ভোম্বোলের সাহস আর দুষ্টুমির ঘটনা বলাই ভালো।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. এই গল্পে আছে ভোম্বোল। গল্পে আরও কয়েকজনের নাম বলো।

২. ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকে কী দেখল ?

৩. সে নাসপাতি খেয়েছে; আবার বাতাবিলেবু খেতে চাইছিল কেন ?

৪. বাতাবি গাছটি কোথায় ছিল ?

৫. ভোম্বোল কিছুটা নেমে আবার উঠতে লাগল কেন ?

৬. তাকে গাছ থেকে নামাবার জন্য কুমোর কী করল ?

৭. ভোম্বোল নিজের কী পরিচয় দিয়েছে ?

৮. কুমোর তাকে ধরতে পারছিল না কেন ?

৯. শেষ পর্যন্ত সে কীভাবে পালাল ?

১০. ছেলেরা খুশিতে হাততালি দিয়েছিল কেন ?

লিখিত:

১. যেটি ঠিক সেটি লেখো :

১.১ ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকেছিল দুর্গাপুজোর (আগে/সময়/পরে)।

১.২ যেগুলো সোনার তালের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলো ছিল (কমলালেবু/বাতাবিলেবু/নাসপাতি)।

১.৩ ভোম্বোল লেবু ছিঁড়েছিল কারণ (সে ছিল চোর/সে ছিল পাগল/সে ছিল ক্ষুধার্ত)।

২. কোন্‌টি কার সম্বন্ধে খাটে লেখো : উত্তর ডানদিক থেকে বেছে নাও।

২.১ একটা বাতাবিলেবু ছিঁড়ে

বিপদে পড়েছিল .....

২.২ 'চোর-চোর' বলে

ধেয়ে এসেছিল .....

২.৩ কুমোরকে উপুড় হয়ে

পড়ে যেতে দেখে খুশি হয়েছিল .....

কুমোরের বউ
পাড়ার ছেলেরা
ভোম্বোল

৩. দুই-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৩.১ ভোম্বোল সর্দার গাঁয়ে ঢুকেই কী দেখল?

৩.২ বাতাবিলেবুগুলো কেমন দেখাচ্ছিল?

৩.৩ ভোম্বোল বাতাবি খেতে চেয়েছিল কেন?

৩.৪ ভোম্বোল কীভাবে গাছে উঠল?

৪. চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো :

৪.১ কুমোর গাছে উঠল, তারপর কী হল লেখো।

৪.২ ভোম্বোলকে গাছ থেকে নামতে দেখে কুমোর ও ছেলেরা কী করল?

৪.৩ ভোম্বোলের উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কয়েকটি বাক্য লেখো।

৪.৪ এ ধরনের কোনো মজার ঘটনা জানা থাকলে লেখো।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা-পরিচয়

১. ডাল; চাল—শব্দ দুটো ঠিক জায়গায় বসাও :

১.১ আজ মুগ ..... রান্না হবে।

১.২ এই ঘরের ..... খুব উঁচু।

১.৩ ঝড়ে গাছের ..... টি ভেঙে পড়েছে।

১.৪ ধান থেকে ..... হয়।

১.৫ ..... আর ..... মিশিয়ে খিচুড়ি হয়।

২. অর্থ বোঝাবার জন্য ডানদিকের শব্দ ঠিক জায়গায় বসাও :

২.১ গাঁ — ☐

২.২ খিদে — ☐

২.৩ মিছে — ☐

২.৪ শিগগির — ☐

২.৫ রক্ষে — ☐

২.৬ কুমোর — ☐

মিথ্যা/কুম্ভকার/গ্রাম/ক্ষুধা/রক্ষা/শীঘ্র

৩. শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাও :

৩.১ পতাকা ☐ করে উড়ছে।

৩.২ ☐ করে বৃষ্টি পড়ছে।

৩.৩ সাপটি ☐ করে সরে গেল।

৩.৪ ভয়ে বুক ☐ করতে লাগল।

৩.৫ ☐ শব্দে বাতাস বইছে।

৩.৬ সে হাসছে ☐ করে।

সড়সড়/পত্‌পত্‌/শোঁ শোঁ/হা হা/দুর্ দুর্ / ঝম্‌ঝম্

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৪. চন্দ্রবিন্দু (ঁ) বাদ দিয়ে শব্দগুলো লেখো। পাশে পাশে অর্থ লেখো। যেমন, বাঁ বা = অথবা।

৪.১ গাঁ ....

৪.২ হাঁ ....

৪.৩ খাঁ ....

৫. যে শব্দে সর্বনাম বোঝায় তা বেছে নিয়ে লেখো। প্রথমটি দেখে নাও :

দৃষ্টান্ত: ভোম্বোল গ্রামে ঢুকল। সে দেখতে পেল লেবু গাছ।

'সে'— সর্বনাম

সূত্র : বিশেষ্যের বদলে যা বসে তাই সর্বনাম।

৫.১ চাকিদের ছেলে তুই ?

৫.২ তোকে তো দেখিনি কোনোদিন।

৫.৩ ছেলেরা দূরে। তারা তাকিয়ে আছে।

৫.৪ ছেলেটা পালাচ্ছে, ওর ঠ্যাং চেপে ধর্।

শ্রুতলিখন :

একটা কাক গাছের ওপর, একখণ্ড মাংস মুখে। চালাক শেয়াল বলল, কী সুন্দর গান গাও তুমি ! গাও তো দেখি। বোকা কাক কা-বলতেই টুকরোটা পড়ল নীচে আর শেয়াল সেটা নিয়ে পালাল।

পাঠ একক : ৬

পাহাড়ের নীচে হাট

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সামর্থ্য : ১. অর্থবোধসহ বিরামচিহ্ন অনুযায়ী স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা।
২. শব্দের অর্থ ও বানান জানা এবং স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৩. পাঠটির বক্তব্য বিষয় (আদিবাসীদের সরল জীবনযাত্রা, তাঁদের সৌন্দর্যবোধ, আমোদপ্রিয়তা ইত্যাদি) উপলব্ধি করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ কে কে হাটে গিয়েছ?
- ❑ সেখানে কেন গিয়েছ?
- ❑ হাট সাধারণত কোথায় বসে?
- ❑ হাটে কারা বসে?
- ❑ তারা কে কী করে?
- ❑ হাটে কী কী বিক্রি হয়?
- ❑ সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, হো, রাভা—পশ্চিমবঙ্গে এঁরা বাস করেন। এদের মধ্যে কার সম্বন্ধে তুমি জান?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ

(১)

একটা গ্রামে পাহাড়ের নীচে হাট বসেছে। বললাম—এটা কী গ্রাম?

মি. সিং বললেন—ম্যাপ দেখে বলে দিচ্ছি।

মোটর থামানো হল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম—এই বন-পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কী জিনিস এখানে কেনাবেচা হচ্ছে দেখতে হবে বইকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্ছি, একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে।

আমার স্ত্রী বললেন—ওই তো কালকের সেই মেয়েটি—সে বুধ্‌নি কুই—

মি. সিং হো-ভাষায় ওদের কী বললেন। ওরাও কী উত্তর দিল হেসে হেসে।

আমি বললাম—কী বলছে ওরা?

—বলছে, বাবুরা হাট দেখতে এলি?

—মেয়েগুলি কোত্থেকে এসেছে!

- গ্রামের হাটটি কোথায় বসেছে?
- লেখকেরা হাটে ঘুরে ঘুরে কী কী দেখবেন?
- যে মেয়েটি হাসছিল তার নাম কী?
- ওরা কী বলছিল?

(২)

—ওরা বুধ্‌নি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব। হাট দেখতে এসেছে। জিনিসপত্র কিনুক না কিনুক, ভালো সাজগোজ করে এদেশে সবাই হাটে আসবেই। হাট ওদের উৎসবের জায়গা। এখানেই সাত দিন পরে পরে পাঁচ পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়—হাটের দিন ওদের কাছে একটা আমোদের দিন।

- মেয়েদের চুলে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- হাটে কী কী বিক্রি হচ্ছে?
- সীতাশাল ধান কোথায় ভালো জন্মায়?

আমরা সকলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অনেক হো-নরনারী জড়ো হয়েছে। মেয়েদের চুলে প্রচুর করঞ্জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তির ধনুক। তির ধনুক না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথ চলে না।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বিক্রি হচ্ছে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণত বিক্রি হয়ে থাকে। বিচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুঁট্‌কি মাছ, জোঁদা অর্থাৎ নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম; সুন্দর সরু সীতাশাল চাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মহুয়ার তেল, করঞ্জার তেল এবং তাঁতে তৈরি মোটা কাপড় ও গামছা। এদেশে মোটা চাল তত বেশি দেখা যায় না; যত দেখা যায় সরু সাদা ধবধবে সীতাশাল চাল। পাহাড়ি পাথুরে জমি নাকি সরু ধানের পক্ষে অনুকূল।

(৩)

বুধ্‌নি কুইকে জিজ্ঞেস করা হল—কী কিনবি রে হাটে?

সে হাসতে হাসতে বলল—কিছুই না।

—তবে কেন এসেছিস্?

—মুরগির লড়াই দেখতে।

হ্যাঁ—এই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। দশ ক্রোশ হেঁটে এরা আসতে পারে মুরগি লড়াই দেখতে।

—কোথায় মুরগির লড়াই হচ্ছে রে!

—হয়নি। ওই গাছের তলায় হবে। হাট ভেঙে গেলে হবে, নয়তো মুরগির লড়াই আরম্ভ হলে হাটে কে থাকবে?

কথাটা সত্যি বলেছে বুধ্‌নি। কেনা-বেচা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিস। এর কী দাম আছে জীবনে? আসল জিনিস হল, মুরগির লড়াই। গাছের তলায় মাদল বাজছে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা দুটো লড়াইয়ে মোরগের ঝটাপটি দেখছে, টুপটাপ মহুয়ার ফুল ঝরে পড়ছে ওদের মাথার আশেপাশে, সামনে দূরে নীল শৈলমালা.....

- বুধ্‌নি কী জন্য হাটে এসেছে?
- এখানকার মানুষের কাছে আসল জিনিসটি কী?
- মুরগির লড়াই কীভাবে হয়?
- এসব দেখে লেখকের কী মনে হল?

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-মুহূর্ত।

এদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ করবার বিষয় বটে।

লেখক-পরিচিতি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম—১২.০৯.১৮৯৪। মৃত্যু—০১.০৯.১৯৫০। জন্মস্থান—এখনকার উত্তর ২৪ পরগনা। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'চাঁদের পাহাড়' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

শব্দার্থ

করঞ্জার তেল—করমচা ফলের তেল	অনুকূল—পক্ষে, সহায়ক
ক্রোশ—তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরত্ব	ঢিলে—আলগা, শিথিল
আকর্ষণ—টান	তুচ্ছ—অপ্রয়োজনীয়
উৎসুক—উদ্‌গ্রীব, ব্যগ্র	শৈলমালা—পর্বতশ্রেণি
সৌন্দর্যপ্রিয়তা—সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা	আমোদপ্রিয়তা—আমোদ-ফুর্তির ঝোঁক

টীকা

সিংভূম : প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের একটি জেলা। জেলা সদর চাইবাসা। এই জেলাতেই অবস্থিত ইস্পাতনগরী জামশেদপুর। সিংভূম জেলার কাছেই পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল।

মনে রেখো :

যে হাটের কথা এই পাঠে আছে সেটা সিংভূমের হো জাতির মানুষের গ্রাম। পাহাড়-ঘেঁষা এই গ্রামে বসেছে হাট। হাট দেখতে এসেছে বাইরের একটি দল। এই হাট হো-দের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাটে কেনা হচ্ছে সবজি, শুঁটকি মাছ, পিঁপড়ের ডিম, চাল, মাটির জিনিস, তাঁতের গামছা ও কাপড়। হাটে সবচেয়ে বড়ো দেখার ব্যাপার মুরগির লড়াই। এই লড়াইয়ের আনন্দ পেতে অনেকে আসে। পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা, গল্পগুজব—এর আনন্দও কম নয়।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. এই গল্পে কোথাকার হাটের কথা বলা হয়েছে?

২. সেই হাটে নর-নারীরা কী ভাষায় কথা বলে?

৩. হাট দেখার সময় লেখকের সঙ্গে আর কারা ছিলেন?

৪. ওই হাটে কেনা-বেচা হয় এমন দু-একটি জিনিসের নাম বলো।

৫. হাটের দিন এই মানুষদের কাছে আমোদের দিন কেন বলো।

৬. অর্থ বলো : ক্ষুদ্র, আরম্ভ, রোজগার, তুচ্ছ, শৈলমালা।

লিখিত :

১. যেটা ঠিক সেটা বেছে নিয়ে লেখো :

১.১. হাটটি বসেছিল পাহাড়ের উপরে / মাঝে / নীচে।

১.২. লেখকদের দেখে হাসছিল কয়েকটি দোকানদার / ভিল-তরুণী / হো-তরুণী।

১.৩. তির ধনুক / বন্দুক / তরোয়াল না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথে চলে না।

১.৪. বুধ্‌নি কুই হাটে এসেছিল (মুরগির লড়াই দেখতে / পিঁপড়ের ডিম কিনতে / গল্প গুজব করতে) দশ ক্রোশ পথ হেঁটে।

২. যেটা ঠিক তার পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে সেটি পাশে লেখো :

২.১ লেখক বুধ্‌নি কুই-কে

ক) একেবারেই চেনেন না । ☐

খ) অনেক দিন ধরে চেনেন। ☐

গ) গতকাল থেকে চেনেন। ☐

২.২ বুধ্‌নি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব হাটে এসেছে

ক) জিনিস কিনতে । ☐

খ) পাঁচ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করতে। ☐

গ) মুরগির লড়াই দেখতে। ☐

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২.৩ মুরগির লড়াই শুরু হয়

ক) হাটের শুরুতে। ☐

খ) হাটের শেষে। ☐

গ) হাটের মাঝামাঝি সময়ে । ☐

৩. দু-তিনটি বাক্যে লেখো :

৩.১ সিংভূমের এই হাটে সাধারণত কী কী জিনিস বিক্রি হয়?

৩.২ হো-তরুণীদের সঙ্গে মি. সিংয়ের কোন্ ভাষায় কথা হল?

৩.৩ ওরা কী বলল?

৩.৪ 'হাট ওদের উৎসবের জায়গা'—হাটকে উৎসবের জায়গা কেন বলা হয়েছে?

৪. পাঠ থেকে বুঝে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

অনেক ..... নরনারী জড়ো হয়েছে। ..... চুলে প্রচুর ..... তেল। খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে ..... গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে .....। বিক্রি হচ্ছে বিচিওয়ালা ....., পেঁয়াজ, ... মাছ। হাটে বিক্রি হচ্ছে সুন্দর সরু ..... চাল, মাটির ....., ..., তেল, ... তেল এবং ..... তৈরি মোটা কাপড় ও গামছা।

৫. পাঁচ-ছটি বাক্যে পাঠে বর্ণিত হাটের একটি বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

ভাষা-পরিচয়

১. মাথায় চন্দ্রবিন্দু (ঁ) থাকলে এক অর্থ, না থাকলে অন্য অর্থ। যেমন, গাঁ = গ্রাম, গা = দেহ (জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে)। এইরকম আরও কয়েক জোড়া শব্দ দেওয়া হল। অর্থের পার্থক্য লেখো :

পাঁক	কাঁদা	বাঁধা .....
পাক	কাদা	বাধা .....
গোঁড়া	চাঁপা	ছাঁদ .....
গোড়া	চাপা	ছাদ .....

২. দু'দিকে মেলাও: (একটি উত্তর করে দেওয়া হল)

কড়কড়ে .....ভাত.....	লাল
কুচকুচে	আগুন
ফিনফিনে	রং
টকটকে	ধুতি
গনগনে	কালো
ম্যাড়মেড়ে	ভাত

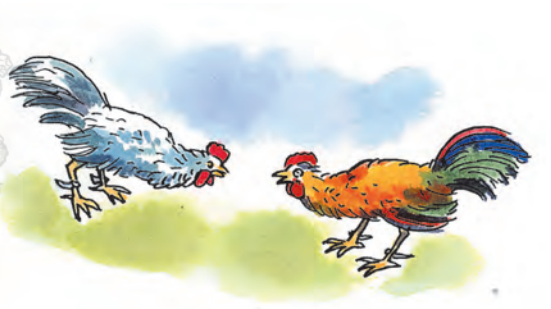

SCHOOL EDUCATIO
GOVERNMENT OF

৩. যে শব্দে সর্বনাম এবং যে শব্দে ক্রিয়া বোঝায় তার নীচে দাগ দিয়ে পাশে লেখো :

৩.১ আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্ছি।

৩.২ তারা হাট দেখতে এসেছে।

৩.৩ এরা মুরগির লড়াই দেখতে আসে।

সর্বনাম (নামের পরিবর্তে)	ক্রিয়া (কাজ)

৪. **শ্রুতলিখন :**

গাছের তলায় মাদল বাজছে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা দুটো লড়াইয়ে মোরগের ঝটাপটি দেখছে, টুপটাপ মহুয়ার ফুল ঝরে পড়ছে ওদের মাথার আশেপাশে, সামনে দূরে নীল শৈলমালা।

মূল্যায়ন : ১

মৌখিক :

১. তোমার নাম ও পুরো ঠিকানা বলো।

২. তোমার স্কুলের নাম ও স্থানের নাম বলো।

৩. সুন্দর শহর। বিশেষ অনুশীলন। কষ্টেসৃষ্টে। আশ্চর্য আবিষ্কার। আকাঙ্ক্ষা। বর্শা নিক্ষেপ। নৃত্যনাট্য। বিরামচিহ্ন। প্রকৃত। বিস্তৃত। বিড়াল তপস্বী। —এর মধ্যে যেকোনো ৫টি শিক্ষক বলবেন, পড়ুয়া শুনে শুনে সেগুলো ঠিকমতো উচ্চারণ করবে।

৪. নীচের বাক্যগুলো মন দিয়ে শোনো। এগুলো থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আমাদের রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। গঙ্গা, দামোদর, তিস্তা, তোর্সা নদীগুলো এরাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যেই আছে অযোধ্যা পাহাড়, দার্জিলিং পাহাড়। দার্জিলিং চা খুব বিখ্যাত। এই রাজ্যে আছে গোরুমারা অরণ্য ও সুন্দরবন। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

উত্তর দাও :

৪.১ তোমার রাজ্যের নাম কী?

৪.২ রাজ্যের দুটি নদীর নাম বলো।

৪.৩ চা বাগান কোথায় আছে?

৪.৪ একটি বনভূমির নাম বলো।

৪.৫ কলকাতার পরিচয় কী?

৫. একটি কবিতার ৫টি চরণ আবৃত্তি করো।

৬. চতুর্থ শ্রেণির উপযুক্ত একটি গদ্যাংশ (কিশলয় থেকে নয়) পড়ুয়াদের পড়তে দিন।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত :

১. কোন্ পাঠে আছে লেখো :

১.১. গাছ আমাদের বাঁচায় জীবন—বাংলাদেশ / প্রশ্ন / বন আমাদের বন্ধু

১.২. মাঠের থেকে এল চাষির দল—প্রশ্ন / বন আমাদের বন্ধু / ভোম্বোল সর্দার

১.৩. ফিঙে গাছে গাছে নাচে—পাহাড়ের নীচে হাট / প্রশ্ন / বাংলাদেশ

২. দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১. চাঁপাগাছটি কোথায় ছিল?

২.২. ছুটির দিনে তুমি কী করতে ভালোবাস?

২.৩. হাটে কী কী বিক্রি হয়?

২.৪. কোন পাখির ডাক শুনতে পাও?

২.৫. কোন কোন পাখির নাচ দেখেছ?

৩. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১. ভোম্বোল গাছ থেকে কী ভাবে পালাল?

৩.২. ছেলেটি 'প্রশ্ন' কবিতায় মাকে কী বলছে?

৩.৩. নরেন ভীতু ছেলেদের কী বলেছিল?

৩.৪. ছোটো ছেলে বা মেয়ে সাহস দেখিয়েছে—তোমার দেখা এমন একটি ঘটনার কথা লেখো।

৪. পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :

৪.১. তোমার গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করো।

৪.২. এই পাঠগুলোর মধ্যে যেটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে—সেটি সম্বন্ধে লেখো।

পাঠ একক : ৭

ভালোবাসি

তমাললতা বসু

সামর্থ্য : ১. প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা বলতে পারা।
২. আকাশের নীল রং, আকাশের চাঁদ সম্পর্কে বলতে পারা।
৩. পৃথিবীর সবুজ মাঠঘাট, গাছফুল, প্রজাপতি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানাতে পারা।
৪. কবিতাটি সঠিক উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পড়তে ও আবৃত্তি করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ আকাশের কোন্ রং তোমার ভালো লাগে? নীল রং? নাকি মেঘে ঢাকা আকাশের ছাই রং?
- ❑ রাতে আকাশের চাঁদের আলো কেমন লাগে?
- ❑ তোমার বাড়ির আশেপাশে কোন্ কোন্ গাছ দেখতে পাও?
- ❑ গাছের সবুজ রং আর চাঁদের আলো কোন্ সময়ে দেখা যায়?

পাঠ :

ভালোবাসি নীলিমায়
চাঁদনির লেখাটি,
ভালোবাসি বসুধায়
সবুজের রেখাটি,
ভালোবাসি ফুলদলে
আপনারে পাশরি—
ভালোবাসি তরুতলে
রাখালের বাঁশরি,
ভালোবাসি চাঁপাবনে
প্রজাপতি খেলে যে,
ভালোবাসি উষাসনে
কলি আঁখি মেলে যে,
ভালোবাসি বিশ্বের
সুষমার ছবিটি,
ভালোবাসি দৃশ্যের
অতীত যে কবিটি।

- চাঁদনি রাত কবির কেমন লাগে?
- বসুধাকে ভালো লাগে কেন?
- আপনারে পাশরি বা ভুলে যাওয়ার কারণ কী?
- রাখাল কোথায় বাঁশি বাজায়?

- প্রজাপতি কোথায় খেলে?
- (ফুলের) কলি কখন আঁখি মেলে?
- (কবি) বিশ্বের কী ভালোবাসেন?
- দৃশ্যের অতীত কে?

কবি-পরিচিতি : 'ছোটোদের চয়নিকা' সংকলনের সম্পাদক কবি গিরিজাকুমার বসুর স্ত্রী কবি তমাললতা বসু। 'ভালোবাসি' কবিতাটি 'কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন' থেকে নেওয়া হয়েছে। ছোটোদের জন্য কবিতা রচনায় তমাললতা বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'কথার দাম'।

শব্দার্থ ও টীকা

নীলিমা — আকাশ, নীল রঙের
ফুলদল — ফুলের রাশি
উষাসনে — ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে
চাঁদনি — জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো
পাশরি — ভুলে গিয়ে
বাঁশরি — বাঁশি
আঁখি — চোখ
বসুধা — পৃথিবী
তরুতলে — গাছের নীচে
কলি — কুঁড়ি
বিশ্ব — পৃথিবী
দৃশ্যের অতীত — যা চোখে দেখা যায় না
সুষমা — সৌন্দর্য

মনে রেখো : *এই পাঠে কবি বলেছেন প্রকৃতিকে তাঁর ভালোবাসার কথা। রাতে চাঁদের আলো। দিনে ফুল প্রজাপতি। তিনি শুনেছেন রাখালের বাঁশির সুর। তাঁর কাছে প্রকৃতি কবির মতো। প্রকৃতির গড়া সৌন্দর্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে শক্তি এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। সেই শক্তি দৃশ্যের অতীত বা অদৃশ্য। সুতরাং এই কবিতায় দুজন কবির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। একজন কবি যিনি এই কবিতাটি লিখেছেন, আর একজন কবি যিনি প্রকৃতির ভিতর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন।*

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. কবিতাটি আবৃত্তি করো।
২. সবুজের রেখা কী ভাবে দেখা যায়?
৩. প্রজাপতি কোথায় খেলা করে?
৪. 'কলি আঁখি মেলে' কথাটির অর্থ কী?
৫. এই কবিতায় কয় জন কবির পরিচয় পাওয়া যায়?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত

১. যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :
   ১.১ চাঁদনি (চাঁদ না উঠলেও দেখা যায় / মেঘলা আকাশে দেখা যায় / পরিষ্কার আকাশেই ভালো দেখা যায়)
   ১.২ 'উষাসনে' কথাটিতে বোঝায় (ভোরের সঙ্গে সঙ্গে / উষার আসনে / উষার অবসানে)
   ১.৩ (সব রাখাল / কোনো এক রাখাল / রাখাল নামের ছেলেটি) বাঁশি বাজাচ্ছে।

২. কবিতায় কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে? ডানদিক থেকে শব্দ বেছে নাও।

   ২.১ নীলিমা .....।
   ২.২ রাখাল .....।
   ২.৩ ভোর .....।
   ২.৪ বসুধা .....।

সবুজ	চাঁদনি
তরুতল	কলি

৩. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :
   ৩.১ কবি কী কী ভালোবাসেন? পাঁচটির কথা লেখো।
   ৩.২ ফুলের সঙ্গে ভোর হবার সম্পর্ক কী?

৪. ভালোবাসার কবিকে দৃশ্যের অতীত বলা হয়েছে কেন? তিন-চারটি বাক্যে লেখো।
৫. কবিতাটি পড়ে পাঁচ-ছটি বাক্যে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করো।
৬. তুমি কী কী ভালোবাস—পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো।
৭. 'দৃশ্যের অতীত' কথাটির অর্থ (দৃশ্যকে ছাড়িয়ে যায় / অতীত কালের দৃশ্য / অদৃশ্য)

ভাষা -পরিচয়

১. **ধ্বনির মিল আছে এমন শব্দ কবিতা থেকে বেছে নিয়ে পাশে পাশে বসাও :** প্রথমটি দেখো।

রাঙা হাসি — ভালোবাসি

১.১ দৃশ্যের ..... ১.২ ফুলদল .....

১.৩ রাখালের বাঁশরি ..... ১.৪ চাঁদনির লেখা .....

২. **বিপরীতার্থক শব্দ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ হিংসা করি ..... ২.২ সন্ধ্যা .....

২.৩ বর্তমান ..... ২.৪ অদৃশ্যের .....

৩. **বন্ধনীর শব্দ শূন্যস্থানে ঠিকমতো বসাও :**

৩.১ আমি দেশের মানুষকে ..... কারণ তারাই ..... আপনজন।

৩.২ যে গাছটি আমি ..... সেটি কাল ..... ।

৩.৩ পাখিটি ..... খাঁচায়। সেটি ..... বন থেকে।

৩.৪ আমি ..... তবে তিনি ..... কি না জানি না।

(ছিল / এসেছিল)
(ভালোবাসি / হচ্ছে)
(আসব / থাকবেন)
(লাগিয়ে ছিলাম/ দেখলাম না)

শ্রুতলিখন :

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো;
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

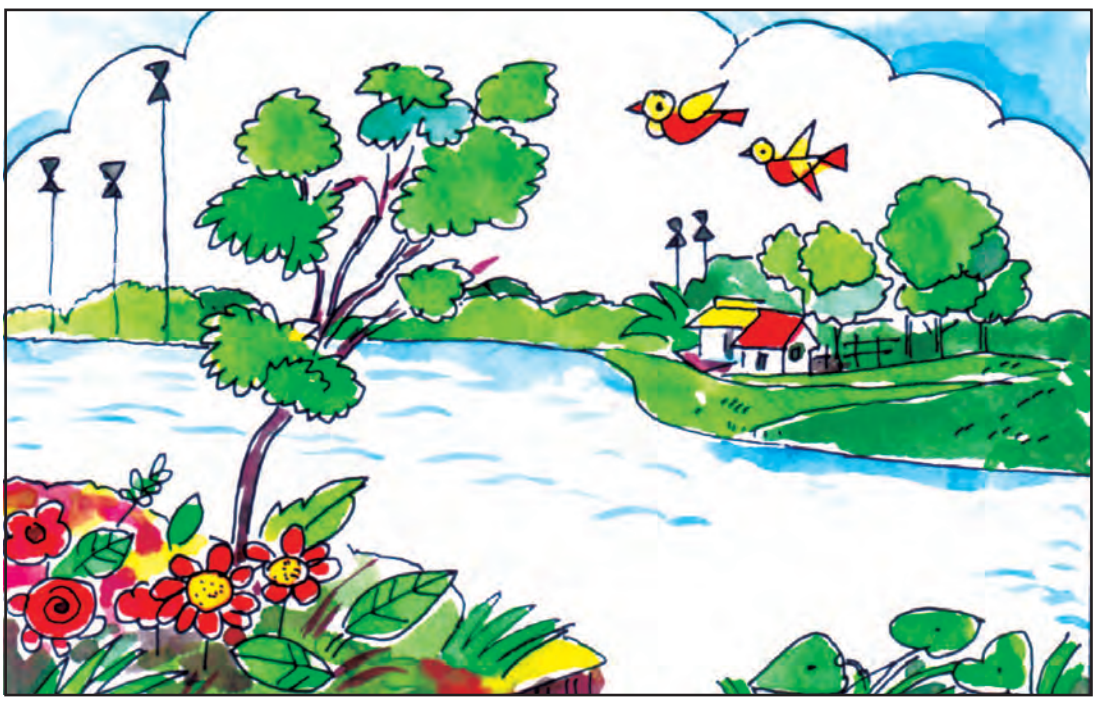

পাঠ একক : ৮

জল ছুটছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সামর্থ্য : ১. যথাযথ উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পড়তে পারা।
২. নতুন শব্দের বানান ও অর্থ জানা এবং সেগুলি স্বাধীন বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৩. পাঠের বক্তব্য বিষয় (ছেলেবেলায় জগদীশচন্দ্রের ক. সব কিছু খুঁটিয়ে জেনে নেওয়ার চেষ্টা, খ. প্রকৃতির রহস্যভেদের জন্য তাঁর আগ্রহ এবং গ. তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ) বুঝতে পারা ও নিজের ভাষায় বলতে ও লিখতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ একজন বিজ্ঞানীর নাম বলো।
- ❑ বিজ্ঞানীরা কী করেন যার জন্য তাঁদের বিজ্ঞানী বলে?
- ❑ তুমি কি বিজ্ঞানী ?
- ❑ গাছেরা যে প্রাণীদের মতো সেটি তুমি দেখিয়ে দিতে পার?
- ❑ জল উপর থেকে নীচের দিকে যায়, না, নীচ থেকে উপর দিকে যায়?

পাঠ :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(১)

এক মফস্‌সলের ছেলে শহরে এল। ভরতি হল সাহেবি ইস্কুলে।

যে-হস্টেলে সে থাকে, সেখানে সবাই বড়ো বড়ো। কলেজে পড়ে।

ইস্কুলে-পড়া ছোটো ছেলে বলতে সে একা। কাজেই কার সঙ্গেই বা তার ভাব হবে?

ইস্কুলে তো আরো মুশকিল। সবাই সাহেবসুবোদের ছেলে। তাছাড়া কোথাকার কোন্ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, না পারে ইংরেজি লিখতে, না পারে বলতে। অমন ছেলেকে তারা পাত্তাই বা দেবে কেন?

কাজেই দলে পড়ে এক-আধটু খেললেও কারো সঙ্গেই তার ভাব হয় না। বিকেলে যে-সময়টুকু হাতে পায় একা-একাই কাটে।

আর সত্যি বলতে কী, এই মাজাঘষা শহরটা তার ভালোও লাগে না। দম আটকে আসে। ছোটো থেকে সবুজ মাঠ, নীল আকাশ দেখে অভ্যাস। এমন রসকষহীন শহরে এসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

শেষটায় ছেলেটা একটা মতলব আঁটে। মতলবটা আর কিছুই নয়, কী করে এই শহরে থেকেই শহরটাকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

দরকার কিছু পয়সার। মাসে মাসে বাবা যা টাকা পাঠান, তা থেকে সে কিছু কিছু করে বাঁচায়। তারপর সেই জমানো পয়সা দিয়ে পশুপাখি কেনে, নিজের হাতে খাঁচা বানায়।

- ছেলেটি বাড়ি থেকে কোথায় এসেছিল?
- হস্টেলের আর সব ছেলে কোথায় পড়ত?
- ছেলেটির দম আটকে আসত কেন?
- ছেলেটি কী মতলব এঁটেছিল?

শুধু কি তাই?

যে-হস্টেলে সে থাকে, তার একপাশে জমি কুপিয়ে নিজের হাতে সে তৈরি করে সুন্দর একটা বাগান। তাতে জল দেবার জন্য জলের পাইপ বেঁকিয়ে নালা কেটে মাটিতে জলের ঢেউ খেলিয়ে দেয়। আর সেই নালার এক জায়গায় এপার-ওপার জুড়ে তৈরি হয় ছোটো একটা সাঁকো।

জলের ঢেউ আর সাঁকো। বেশ মজা তো!

(২)

আরো মজা হয় ছেলেটা যখন তার কাছে এসে বসে। সেই জলের ঢেউ আর সেই সাঁকো হঠাৎ তার কল্পনাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। দূ-রে। অনেক দূরে। শহরের ইট-কাঠ ছাড়িয়ে তার চোখের সামনে হঠাৎ হু-হু করে ভেসে ওঠে—

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

তাদের ফরিদপুরের বাড়িটা। অনেক সব ছেলেবেলাকার কথা।

যেদিকে ইচ্ছে তাকাও। সামনেটা খালি। সকাল হলেই রোদ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে উঠোনে। সারাটা দিন রোদ্দুর খেলা করে। সকাল-সন্ধে ফুল ফোটে বাগানে।

সামনে চওড়া রাস্তা। সারাক্ষণ লোক যায়, লোক আসে। রাস্তা পেরোলেই সবুজ অফুরন্ত মাঠ। মাঠ পেরোলেই পদ্মার শাখানদী।

সে-নদী এমনিতে বড়ো নয়। কিন্তু বর্ষার জল পড়লে তার আলাদা চেহারা। ফুলে-ফুলে উঠে মুখে ফেনা তুলে তখন সে গর্জায়।

জলের ঢেউ দেখতে অত দূরেই বা যেতে হবে কেন? রাস্তার ঠিক ধারেই আছে ছোট্ট একটা নালা। রাস্তা থেকে বাড়িতে আসতে-যেতে যে সাঁকোটা পড়ে, তার ওপর উঠে দাঁড়াও। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো—এক আশ্চর্য ব্যাপার!

ছুটছে! জল ছুটছে!

জল আবার ছোটে কেমন করে? জলের কি পা আছে!

অথচ চেয়ে দেখো ছুটছে! জল সত্যিই পড়ি-মরি করে ছুটছে!

অনড় অচল বস্তু কীসের তাড়ায় ছোটে? এই গতি, এই চলৎশক্তি, এই ঢেউ-ছোটা-ব্যাপারটা কী?

যত দিন যায় ছেলেবেলার সেই রহস্য আরও গভীর হয়। শহর-প্রবাসী মফস্‌সলের ছেলেটার খেলাঘরে গ্রাম এসে ধরা দেয়। উঠোনের এককোণে বসে একমনে সে প্রকৃতিকে নকল করে।

একদিন ছেলেটা বড়ো হল। অ-নে-ক বড়ো।

তার খেলাঘরটা বদলে গিয়ে হল বিরাট এক সাধনার জায়গা। পশু থাকল, পাখি থাকল! গাছ থাকল, ফুল থাকল, কিন্তু তার পাশাপাশি এসে বসল অনেক সূক্ষ্ম কলকবজা।

প্রকৃতিকে নকল করতে গিয়ে প্রকৃতি তার মুঠোয় এসে গেল। যেটা ছিল জাদু, তার রূপ বদলে হল বিজ্ঞান।

- ছেলেটির বাড়ি কোথায় ছিল?
- তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে তাকালে কী কী দেখা যেত?
- বর্ষাকালে শাখা নদীটির চেহারা কেমন হত?
- ছেলেটি সাঁকোর নীচে কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখত?
- তার খেলাঘর বদলে যাবার পর সেখানে কী কী রাখা হল?

(৩)

মফস্‌সল থেকে শহরে আসা ছোট্ট ছেলেটার সেদিনকার সেই ছোট্ট খেলাঘর তুমি দেখবে? কিন্তু কেমন করে সম্ভব?

সে কি আজকের কথা? আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল সে খেলাঘর। কবে তা ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু এই কলকাতা শহরেই আজও এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে গেলে অন্য হাতে গড়া অবিকল সেই খেলাঘরেরই একটা নকল দেখতে পাবে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শেয়ালদার মোড় থেকে সার্কুলার রোড ধরে বরাবর তোমাকে উত্তরমুখো হাঁটতে হবে। যেতে যেতে বাঁদিকে পড়বে বিজ্ঞান কলেজ। আর তার গায়েই একটা বাড়ি। বাড়িটার ভেতরে ছোট্ট একটা বাগান। আর সেই বাগানের মধ্যিখানে শানবাঁধানো ফোয়ারা। তার কাছে একটা সাঁকো। সাঁকোর নীচে তাকালেই দেখবে—এক অবাক-কাণ্ড!

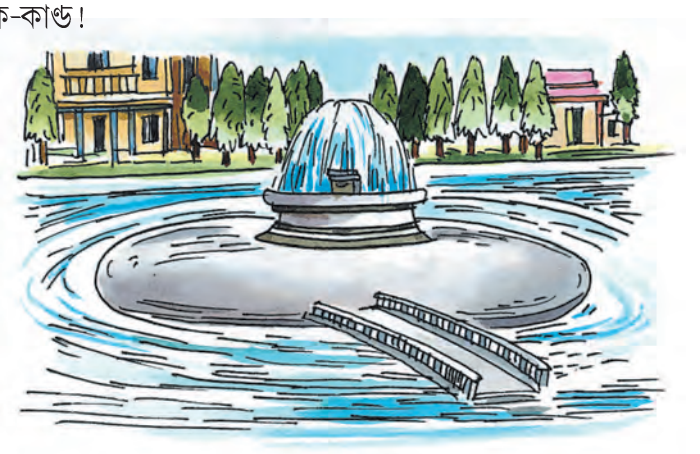

ছুটছে! জল ছুটছে!

অমনি তোমার মনে পড়ে যাবে মফস্‌সলের সেই ছোট্ট ছেলেটার কথা।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে পেছনে একবার তাকিয়ো। দেখবে গেটের ঠিক ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা : **বসু-বিজ্ঞান-মন্দির**।

কোন বসু?

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

মফস্‌সলের সেই ছোট্ট ছেলেটা তো তাঁরই ছেলেবেলা।

দেশে দেশে একদিন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সবাই একবাক্যে বলল, এতবড়ো প্রতিভা পৃথিবীতে কমই জন্মেছে।

শুনে মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমার সমস্ত জ্ঞান মানুষের কাছ থেকে আর এই মাটির পৃথিবীর কাছ থেকে পাওয়া।

আর বললেন—

কী বললেন, জান?

বললেন, যদি আমাকে শতবার জন্মাতে হত, প্রত্যেকবারই আমি আমার এই দেশের কোলেই জন্ম নিতাম।

এই দেশ। তুমি-আমি যে দেশে জন্মেছি।

- খেলাঘরটা কোথায় গেলে দেখা যাবে?
- বাড়ির ছোটো বাগানে ফোয়ারার কাছে কী কী দেখা যাবে?
- অবাক কাণ্ডটি কী?
- সবাই কী নামে তাকে চেনে?
- ছেলেটি বড়ো হয়ে কী হয়েছিল?
- মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি কী বললেন?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লেখক-পরিচিতি : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১৯ সাল। মৃত্যু ২০০৩। 'আমার বাংলা', 'কথায় কথায়', 'নারদের ডায়েরি', 'জগদীশচন্দ্র' প্রভৃতি তাঁর গদ্য রচনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন।

শব্দার্থ

মফস্‌সল—সদর শহর থেকে দূরের জায়গা
সাহেবি ইস্কুল—যে-বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয়
মুশকিল—অসুবিধা, বিপদ
পাত্তা—গুরুত্ব, খাতির
মতলব—ফন্দি, কৌশল
হস্টেল—ছাত্রাবাস
সাঁকো—সেতু, পুল
কল্পনা—মনের ভাবনা, উদ্ভাবনী শক্তি
অফুরন্ত—যা ফুরোয় না, শেষহীন
আশ্চর্য—আজব, অদ্ভুত
চলৎশক্তি—চলবার ক্ষমতা, গতিশীলতা
রহস্য—ভিতরের না-জানা কথা
প্রবাসী—নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকে যে, বিদেশবাসী
প্রকৃতি—বাইরের জগৎ, নিসর্গ
সাধনা—সিদ্ধিলাভের চেষ্টা
সূক্ষ্ম কলকবজা—খুব উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি
প্রতিভা—অসাধারণ বুদ্ধি
সার্কুলার রোড—এখনকার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

টীকা : জগদীশ চন্দ্র বসু। জন্ম—৩০.১১.১৮৫৯। মৃত্যু—২৩.১১.১৯৩৭। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। জন্মস্থান—এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি প্রমাণ করলেন উদ্ভিদের প্রাণ আছে। এছাড়া আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করেন। 'অব্যক্ত' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

মনে রেখো :

কোন্ বসু? জগদীশচন্দ্র বসু। কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে শিয়ালদার কাছে আছে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। সেখানেই উঠোনে দেখা যাবে জগদীশচন্দ্রের ছোটোবেলায় তৈরি একটি বাগানের আদলে তৈরি একটি বাগান। বাগানের নালায় জলের স্রোত আর ওপরে একটি সাঁকো। বালক তাঁর নিজের ফরিদপুরের বাড়ির সামনে দেখেছেন সাঁকোর নীচে জলের বয়ে যাওয়া, সেটাই যেন কলকাতায় দেখানো হয়েছে। অচল জল কীভাবে সচল হয়ে স্রোত তৈরি করে—এরকম কৌতূহল জেগেছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রথম জীবনে। খেলাঘর তৈরি করতে গিয়ে ক্রমশ সেটি হয়ে উঠল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার স্থান— যার পরিণতি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। এই পাঠে লেখক আরও জানিয়েছেন আচার্যের গভীর দেশপ্রেমের কথা—যদি মৃত্যুর পরে তাঁকে বারবার জন্মাতে হত তাহলে প্রতিবারই তিনি এই ভারতে জন্ম নিতেন।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. হস্টেলে অন্যদের সঙ্গে ছেলেটির ভাব হয়নি কেন?

২. ইস্কুলে সবাই ছেলেটিকে পাত্তা দিত না কেন?

৩. ছেলেটির নাম কী?

৪. তার খেলাঘরে কী কী ছিল?

৫. তার শৈশব কেটেছিল কোন্‌খানে?

৬. বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরটি কোথায়?

৭. 'মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন'—তিনি কী বলেছিলেন?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত :

১. যেটা ঠিক তার পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

১.১ ছোটো ছেলেটি ইংরেজি বলতে ও লিখতে (পারত ☐ পারত না ☐ একটু একটু পারত ☐)।

১.২ ছেলেটি শহরে এসে ভরতি হয়েছিল (সাহেবি ☐ নেটিভ ☐) ইস্কুলে।

১.৩ মফস্‌সলের সেই ছোট্ট ছেলেটাই হল (মেঘনাদ সাহা ☐ জগদীশচন্দ্র বসু ☐)।

১.৪ তার খেলাঘরটা বদলে গিয়ে হল বিরাট এক (বাজারের ☐ সাধনার ☐) জায়গা।

২. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ ছেলেটির বাড়ি কোথায় ছিল?

২.২ সেখানে ছেলেটি বাড়ির সামনের দিকে তাকিয়ে কী কী দেখত?

২.৩ কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারের নাম কী?

২.৪ সেটি ঠিক কোন জায়গায়?

২.৫ তাঁর সমস্ত জ্ঞান কার কাছ থেকে পাওয়া বলে তিনি বলতেন?

২.৬ ফরিদপুরে জল ছোটার দৃশ্যটি কোথায় দেখা যেত?

২.৭ কলকাতায় জল ছোটার দৃশ্য কোথায় দেখা যাবে?

৩. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ হস্টেলে ও ইস্কুলে ছেলেটি কী অসুবিধা বোধ করত ?

৩.২ ছেলেটির দেশের বাড়ি আর কলকাতার হস্টেল — দুটোর মধ্যে কী কী তফাত পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে? তিন -চারটির কথা লেখো।

৩.৩ বাবার পাঠানো টাকা থেকে কিছুটা করে বাঁচিয়ে ছেলেটি কী কী করল ?

৩.৪ পদ্মার শাখা নদীটির বর্ণনা দাও।

৩.৫ ছেলেটির খেলাঘরে কী কী দেখা যেত ?

৪. পাঁচ -ছটি বাক্যে লেখো :

৪.১ মফস্‌সল থেকে শহরে এসে ছেলেটির দম আটকে আসে কেন ?

৪.২ 'হঠাৎ হু-হু করে ভেসে ওঠে'— যে-ছবিটি মনে পড়ে যায় সেটির কথা লেখো।

৪.৩ 'একদিন ছেলেটি অনেক বড়ো হল'— এই 'বড়ো - হয়ে - ওঠা ছেলেটি' সম্বন্ধে লেখক কী বলেছেন লেখো।

৫. জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে লেখা নীচের বাক্যগুলির সঙ্গে তুমি আরও কয়েকটি বাক্য যোগ করো :
(প্রয়োজনে খাতায়ও করতে পার)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দেন যে গাছেদেরও প্রাণ আছে।

..... । ..... ।

..... । ..... ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা-পরিচয়

☐ ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি এসব ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ হয়ে গেছে। অন্য ভাষা থেকে এসেছে বলে এদের বলে আগন্তুক শব্দ। এই পাঠে এমন কিছু আগন্তুক শব্দ আছে। যেমন :

কলেজ	চওড়া	আলাদা	জাদু
গেট	পাত্তা	কবজা	জায়গা
হস্টেল		খালি	দরকার

১. ডানদিকের এরকম কয়েকটি আগন্তুক শব্দ বাক্যে ঠিকমতো বসাও :

১.১ এই নকল ..... থেকে অনবরত জল পড়ছে।

১.২ তার আসল ..... বোঝা মুশকিল।

১.৩ পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে বেশ .....।

১.৪ এটা যে শহর। এখানে ..... বড়ো কম।

ফোয়ারা
মতলব
মজা
সবুজ

২. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও। প্রথমটি দেখো :

২.১ রৌদ্র — রোদ্দুর

২.২ ধূলি — .....

২.৩ অভ্যাস — .....

২.৪ ইচ্ছা — .....

২.৫ সন্ধ্যা — .....

ইচ্ছে
রোদ্দুর
সন্ধে
ধুলো
অভ্যেস

৩. প্রথম তিনটি বাক্যে 'কী' বসাও। পরের তিনটি বাক্যে 'কি' বসাও: উত্তরগুলো ভালো করে দেখো।

৩.১ তুমি বিকেলে ..... খাবে? — রুটি খাব।

৩.২ ..... বললে? — মা আপনাকে ডেকেছেন।

৩.৩ বাবা দোকান থেকে ..... আনলেন? — আমার গেঞ্জি এনেছেন।

৩.৪ তুমি বিকেলে খাবে ..... ? — না, খাব না।

৩.৫ কথাটা ..... আমায় বলবে? — হ্যাঁ, বলব।

৩.৬ বাবা ..... দোকানে গেছেন? — না, যাননি।

৪. নীচের প্রথম সারিতে বাক্যগুলো উলটে পালটে লেখা আছে। তার নীচের সারিতে বাক্যগুলো ঠিকঠাক লেখা হয়েছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(i) থাকে হস্টেলে সে (ii) ওঠে প্রাণ হাঁফিয়ে (iii) বানায় সে খাঁচা

(i) সে হস্টেলে থাকে (ii) প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে (iii) সে খাঁচা বানায়

শব্দগুলো সাজিয়ে ঠিকঠাক বাক্য লেখো :

৪.১ বলি ছড়া আমি .....

৪.২ আঁকো ছবি তুমি .....

৪.৩ তোলো তোমরা ফুল .....

৪.৪ খাচ্ছে ভাত ওরা .....

৪.৫ ঘুড়ি সে ওড়ায় .....

৫. আর দুটি করে শব্দ যোগ করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো :

৫.১ গোরু .....

৫.২ ময়রা .....

৫.৩ সাপ .....

৫.৪ বিড়াল .....

শ্রুতলিখন :

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল গ্রাম্য জীবনকে অবলম্বন করে পুষ্টিলাভ করেছিল।

পাঠ একক : ৯

চায়ের কথা

পরিতোষ দত্ত

সামর্থ্য : ১. যথাযথ উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পড়তে পারা।
২. পাঠের বিষয় বুঝতে পারা ও বুঝিয়ে বলতে পারা।
[পাঠের বিষয় :
(ক) চায়ের চাষ ও চা শিল্পের কারিগরি দিক ।
(খ) চা চাষের ইতিহাস ও চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা।
(গ) চা শ্রমিকদের (সেই সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকদের) সামাজিক গুরুত্ব ।]
৩. পাঠের নতুন শব্দের বানান ও অর্থ লিখতে পারা।
৪. পাঠের শব্দ দিয়ে স্বাধীন বাক্য তৈরি করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ বাড়িতে চা কে কে খায়?
- ❑ কাপে করে যেটা খায় সেটা কি চায়ের পাতা নাকি চায়ের পাতা ভেজানো জল?
- ❑ বাড়িতে বা দোকানে চা কীভাবে তৈরি করা হয় পর পর বলো —
— প্রথমে .....
- ❑ নীচে চা বাগানের ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- ❑ আসল চা বাগান কে কে দেখেছ?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ:

(১)

চা গাছের কচি পাতায় তৈরি চা রোজ সকালে বিকেলে পান করা হয়। চা পানে আনন্দ হয়। আলসেমি দূর হয়, রোগও সারে। 'চা' শব্দটা চিনা ভাষার শব্দ। চিন দেশেই প্রথম পানীয় হিসেবে চা ব্যবহৃত হয়।

সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এর প্রচলন করেন। সেখান থেকে চা জাপান দেশে যায়। ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকাতেও চা গাছ পাওয়া যেত। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা বনের চা পাতা রোদে শুকিয়ে নিয়ে চা বানাত।

- চা শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দ?
- ভারতের উত্তর-পূর্বের আদিম মানুষেরা কী ভাবে চা বানাত?
- ইংরেজরা চা গাছের সন্ধান কার কাছ থেকে পায়?
- চা বাগানে নিকাশি নালার কী দরকার?
- বাগানের মাঝে মাঝে বড়ো গাছ থাকে কেন?

এদেশে চায়ের চাষ শুরু হয় ইংরেজরা আসাম দখলের পর। আসামের এক আদিম জাতির নাম সিংফো। এই সিংফোদের নেতা ছিলেন বোম বিসা গাম। তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজরা চা গাছ ও তার বীজের সন্ধান পায়। তারপর ইংরেজরা নতুন পদ্ধতিতে চা চাষের ব্যবস্থা করে। শুরু হয় বন কেটে চা বাগান বসানো।

চা বাগান বসাতে বিস্তর যত্ন করতে হয়। সমতলের উঁচু জমি বা পাহাড়ের ঢালু জায়গাই চা বাগানের পক্ষে উপযুক্ত। এই জমি সাফ করে সেখানে চা গাছের চারা সার বেঁধে লাগাতে হয়। তারপর গাছ বেড়ে উঠলে তা ছোটো করে ছেঁটে দিতে হয়। তাতে পাতার ফলন ভালো হয়। এছাড়া জমিতে সার দিতে হয়। পোকা-মারা ওষুধও দিতে হয় গাছ বাঁচাবার জন্য। চা গাছ আবার প্রচুর জল চায়। কিন্তু জল-জমা জমি তার পছন্দ নয়। সেজন্য চা চাষের জমিতে অনেক নিকাশি নালা রাখতে হয়। আবার, পাতা যাতে ভালো ভাবে গজায় সেজন্য সূর্যের আলোও দরকার। কিন্তু তা যেন খুব কড়া না হয়। সেজন্য চা বাগানে সারি সারি চা গাছের মধ্যে থাকে বড়ো বড়ো ছায়াগাছ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(২)

চা বাগানে চা চাষের জমি ছাড়াও আছে কারখানা। স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে গুদাম। গুদামে থাকে নানারকম মেশিন বা যন্ত্রপাতি। বাগান থেকে চা পাতা তুলে গুদামঘরে আনা হয়। কাঁচা চা পাতায় যে জলীয় রস থাকে তা শুকোবার জন্য পাতাগুলো গুদামঘরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। রস শুকিয়ে এলে পাতাগুলো মেশিনে মলাই করা হয়। মলাই করা পাতা আবার বিছিয়ে দেওয়া হয়। এবার বাতাসের অক্সিজেনের ছোঁয়া লেগে পাতার রং সোনালি হয়ে আসে। এরপর 'ড্রায়ার' বা শুকনো করার মেশিনে কাঠ, কয়লা, তেল বা গ্যাসের তাপে পাতাগুলো একেবারে শুকিয়ে ফেলা হয়। সোনালি রং এবার হয় কালো। কালো চায়ের নানা অংশ এবার 'সর্টার' বা বাছাই মেশিনের সাহায্যে আলাদা করা হয়। এই আলাদা করা এক একটা অংশ এবার এক একটা নামে 'প্যাক' করে চালান দেওয়া হয়।

- চা বাগানে চা চাষের জমি ছাড়া আর কী থাকে?
- চা চালান দেবার আগে কী কী করা হয়?
- কোথাকার চা পৃথিবীতে খুব বেশি নাম করেছে?

আমাদের দেশে চা হয় দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশ ও আসামে এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দার্জিলিঙের সুগন্ধি চা সারা পৃথিবীতে খুব নাম করেছে।

(৩)

চা বাগানে প্রতিদিন প্রচুর শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিক হিসেবে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও কাজ করেন। বাগানে গেলেই দেখা যাবে মা-শ্রমিক কোলের শিশুকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে নিয়েছেন। তাঁর পিঠে রয়েছে কাপড়ের পুঁটলি বা বেতের ঝুড়ি। পাতা তুলে তাতে বোঝাই করছেন। এঁরা খুব সরল, সাদাসিধে আর পরিশ্রমী। ছুটির দিনে বা পরবের সময় এঁরা মাদল বাজিয়ে নাচগান করেন।

- চা বাগানের মেয়ে-শ্রমিকদের সম্বন্ধে বলো।
- চা বাগানের শ্রমিকরা কী কী কাজ করেন?
- চা-শ্রমিকরা আমাদের বন্ধু কেন?

শ্রমিকরাই চা বাগানের সম্পদ। রোদে বর্ষায় তাঁরা অকাতরে কাজ করেন। জঙ্গল সাফ করেন। পাতা তোলেন। মেশিন চালান। তাঁদের প্রতিদিনের কঠিন শ্রমেই চা আসে আমাদের ঘরে ঘরে। চা-শ্রমিকরা তাই আমাদের পরম বন্ধু। সুযোগ পেলে চা বাগানে গিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে এসো।

লেখক পরিচিতি : পরিতোষ দত্ত চা-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগমের তিনি সভাপতি। চা-এর বিষয় ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভাষা ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'করতোয়া থেকে তিস্তা', 'উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' প্রভৃতি। পরিতোষ দত্তের জন্ম ১ মে ১৯৩০।

শব্দার্থ

আলসেমি — অলস ভাব	প্রচলন — চল, ব্যবহার	বিস্তর — অনেক, প্রচুর
পানীয়— চুমুক দিয়ে খাওয়ার মতো পদার্থ	অধিবাসী —বাসিন্দা	নিকাশি — বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা
ভিক্ষু — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী	আদিম — খুব পুরোনো	সাফ — পরিষ্কার
পদ্ধতি — কায়দা, নিয়ম	মলাই — ডলা	অকাতরে — কাতর না হয়ে

মনে রেখো : *চা একটি চিনা শব্দ। ইংরেজরা এদেশে চা-চাষ শুরু করে। পাঠে আছে পাহাড়ি ঢালু জমিতে চা গাছের চারা লাগানো, তার যত্ন করা, জমির জমা জল সরিয়ে ফেলার নানা কথা। কেবল চা-বাগান নয়, বাগানের সঙ্গেই থাকে চা-পাতাকে পানের যোগ্য করে তোলার জন্য কারখানা। বাগান থেকে তোলা কাঁচা চা-পাতা কী ভাবে শুকিয়ে, গরম করে, নানা ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয় তার বিবরণও এখানে আছে। আর আছে চা-শ্রমিকদের কথা যাদের যত্নে ও পরিশ্রমে বাগানের চা-পাতা আসে আমাদের ঘরে ঘরে। রোজ সকালে সেই চা পান করেই আমরা আনন্দ পাই।*

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. চা কোন দেশে প্রথম পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

২. চা-এর চাষ এদেশে কারা শুরু করে?

৩. চা-চাষ কী রকম জমিতে হয়?

৪. চা-এর জমিতে ছায়াগাছ থাকে কেন?

৫. চা বাগানের শ্রমিকের কাজ কী?

৬. বাগানের কারখানায় পরপর কী হয়?

৭. চা পানে কী কী লাভ হয়?

৮. সব শেষে লেখক পড়ুয়াদের কী করতে বলেছেন?

লিখিত :

১. যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ চা খাওয়া মানে (চা-পাতা খাওয়া/জলে ফুটিয়ে চা-এর রস খাওয়া/চা-পাতা ও রস খাওয়া)।

১.২ চা-চাষের পক্ষে উপযুক্ত (পাহাড়ের সমতল/পাহাড়ের চূড়া/পাহাড়ের ঢালু অংশ)।

১.৩ চা বাগানে বড়ো বড়ো গাছ লাগানো হয় (বেশি রোদ যাতে না লাগে/ সৌন্দর্যের জন্য/এখানে গাছ বেশ বড়ো হয় বলে)।

১.৪ আমাদের দেশে সবচেয়ে নামকরা (আসামের চা/জলপাইগুড়ির চা/দার্জিলিঙের চা)।

১.৫ চা বাগানে সবচেয়ে বেশি দরকার (ম্যানেজারের/চা-শ্রমিকের/যন্ত্রপাতির)।

২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ চা-চাষের জন্য কী রকম জমি দরকার?

২.২ গুদামঘর কী কাজে লাগে?

২.৩ চা-পাতার সবুজ রং কীভাবে প্রথমে সোনালি, পরে কালো হয়ে যায়?

২.৪ চা বাগানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে তিনটি বাক্য লেখো।

৩. কোন্‌টি কী কাজে লাগে?

৩.১ ছায়াগাছ

৩.২ ড্রায়ার

৩.৩ সর্টার

৩.৪ বেতের ঝুড়ি

৩.৫ মাদল

৪. পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :

৪.১ চায়ের চাষ কীভাবে করা হয়?

৪.২ চা-পাতাকে পানের যোগ্য করে তোলার জন্য কী কী করা হয় লেখো।

৪.৩ চা-শ্রমিকদের পরিচয় দাও।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাও। প্রথমটি দেখে নাও :

১.১ কুঁড়েমি ..... আলসেমি।

১.২ অনেক আগেকার .....।

১.৩ একটি জায়গার .....।

১.৪ মধুর গন্ধযুক্ত .....।

১.৫ ছায়া দেয় যে গাছ .....।

১.৬ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী .....।

১.৭ অনেক .....।

১.৮ সোনার মতো .....।

১.৯ সহজ সরল .....।

১.১০ যে পরিশ্রম করে .....।

সুগন্ধ/আলসেমি/ স্থানীয়/ আদিম/ সাদাসিধে/বিস্তর/ ভিক্ষু/ সোনালি/ পরিশ্রমী/ছায়াগাছ

২. বিপরীতার্থক শব্দ বেছে নিয়ে লেখো : (পাহাড়ি/বুড়ো/আধুনিক)

২.১ কচি .....। ২.২ সমতল .....। ২.৩ আদিম .....।

৩. বাক্যগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে লেখো :

৩.১ চাল সুগন্ধি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। .....।

৩.২ তিনি অকাতরে সম্পত্তি তাঁর বিলিয়ে দিচ্ছেন। .....।

৩.৩ অরণ্য সম্পদ দেশের মস্ত বড়ো। .....।

৩.৪ চারা থেকে বীজ হয়। .....।

৩.৫ অক্সিজেন বাঁচতে না পারি নাহলে আমরা। .....।

৪. বন্ধনীর নির্দেশমতো শব্দের নীচে দাগ দিয়ে দেখাও :

৪.১ চা গাছ প্রচুর জল চায়। (ক্রিয়া দেখাও) ৪.২ চা খেলে আলসেমি কেটে যায়। (দুটি বিশেষ্য দেখাও)

৫. নীচের লেখাগুলো বাক্য হলে তার পাশে '✓' চিহ্ন দাও, না হলে '×' চিহ্ন দাও :

৫.১ বনের গাছ চা।

৫.২ চিনের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।

৫.৩ প্রচুর চা বাগানে কাজ প্রতিদিন করেন শ্রমিক।

৫.৪ চা পাতার ফলন বাড়াবার জন্য প্রচুর চাঁদের আলো দরকার।

৫.৫ রোদে বর্ষায় তাঁরা অকাতরে কাজ করেন।

সত্যমেব জয়তে

৬. নীচের ফাঁকা জায়গায় শব্দ বসিয়ে চার-শব্দের বাক্য লেখো :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৬.১ কারা কারা নদী .....। ৬.৫ আমি রোজ ....।

৬.২ ..... জলে মাছ .....। ৬.৬ ..... ঘুম থেকে .....।

৬.৩ .... নৌকা চলে। ৬.৭ .... খেলতে .....।

৬.৪ ..... জলে ....। ৬.৮ ....।

শ্রুতলিখন :

শ্রমিকরাই চা বাগানের সম্পদ। সুযোগ পেলে বাগানে গিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে এসো।

দেখব এবার জগৎটাকে

কাজী নজরুল ইসলাম

সামর্থ্য : ১. যথাযথ উচ্চারণ ও বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
২. কবিতার বক্তব্য বিষয় (প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে গিয়ে বিশ্বের বিচিত্র কর্মকাণ্ড আর অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ) নিজের কথায় বুঝিয়ে বলতে পারা।
৩. কবিতায় বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারা।
৪. পাঠের নতুন শব্দের বানান ও অর্থ জানা এবং সেইসব শব্দ বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ কে কে বাইরে বেড়াতে গিয়েছ?
- ❑ সেখানে কীভাবে গিয়েছ?
- ❑ সেখানে কী কী দেখেছ?
- ❑ আর কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?

- বীর ডুবুরি কী আনে?
- ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে কী চলছে?
- সাগর কী ভাবে উথলে ওঠে?

পাঠ :

- মানুষ যুগ যুগ ধরে কী করছে?
- লাখে লাখে বীর কী করছে?
- তারা কী বরণ করেছে?

(১)

থাকব নাকো বন্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে।
কীসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কীসের আশায় করছে তারা বরণ মরণযন্ত্রণাকে!

(২)

কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গ পানে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি—
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে উঠে জোয়ার বানে।

(৩)

কেমন করে মথলে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কীসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কীসের আশায়?
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,—
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

- লক্ষ্মী কোথা থেকে ওঠেন?
- মানুষ কোথায় অভিযানে চলেছে?
- তুহিন মেরু কী?
- কোন্ যান চড়ে চন্দ্রলোকে যেতে চায়?

(৪)

রইব নাকো বন্ধ খাঁচায়, দেখব এসব ভুবন ঘুরে
আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারায়, সাগর-জলে, পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশ দিকেতে পড়ব লুটে।
পাতাল ফেঁড়ে নামব আমি, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

- 'দেখব এসব'—বক্তা কী কী দেখতে চায়?
- সীমার বাঁধন টুটে সে কী কী করবে?
- বক্তা কোথায় উঠতে, আর কোথায় নামতে চায়?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কবি-পরিচিতি : কাজী নজরুল ইসলাম। জন্ম — ২৫.০৫.১৮৯৮। মৃত্যু — ২৯.০৮.১৯৭৬। মাতা—জাহেদা খাতুন। পিতা — কাজী ফকির আহমদ। জন্মস্থান—বর্ধমানের চুরুলিয়া। তিনি 'বিদ্রোহী' শীর্ষক একটি কবিতা লিখে 'বিদ্রোহী কবি' নামে বিখ্যাত হন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ

ঘূর্ণিপাকে—বার বার ঘোরার ঝোঁকে
বন্ধ—আটক
যুগান্তর—যুগের পরিবর্তন, অন্য যুগ বা আমল
বরণ—সাদরে গ্রহণ
সিন্ধু—সাগর
সিন্ধুযানে—জাহাজে
মথলে—ঘাঁটলে
দুঃসাহসী—বেপরোয়া
উথলে—উপছে
অচিনপুর—অচেনা জায়গা
টুটে—ছিঁড়ে
ফেঁড়ে—দু টুকরো করে
মেরু—পৃথিবীর একেবারে উত্তর ও দক্ষিণের অঞ্চল
তুহিন মেরু—বরফ-ঢাকা মেরু অঞ্চল
অভিযান—কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাত্রা
ইঙ্গিত—ইশারা
পাতাল—মাটির নীচের এলাকা

মনে রেখো :

কবি এই পাঠে তরুণদের মনের নানা ইচ্ছার কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তরুণরা এক জায়গায় বাঁধা পড়তে চায় না। তারা চায় পৃথিবীতে কোথায় কে কী করছে নিজের চোখে দেখতে। বীরেরা মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে না, ডুবুরি সাগরতল খুঁজে মুক্তো নিয়ে আসছে, বিমান-চালক আকাশে পাড়ি দিচ্ছে। যুদ্ধজাহাজ সাগরের ঢেউয়ের বাধা মানছে না, সাগরের নীচে থাকা মূল্যবান সম্পদ তুলে আনছে কেউ, আবার কেউ হিমালয়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে। কেউ বা দুর্গম মেরু অঞ্চলে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহ থেকে অজানা সংকেত আসছে। আকাশে, পাতালে অভিযান করার নেশা জেগেছে তরুণদের মনে।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. চন্দ্রের কথা কোন্ পঙ্‌ক্তিতে আছে? পঙ্‌ক্তিটি বলো।

২. থাকব নাকো, রইব নাকো— কথাগুলো যে বলেছে তাকে কেমন মনে হয়?

৩. বন্ধ খাঁচা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৪. বড়ো হয়ে তুমি কী করতে চাও?

৫. কবিতায় অচিনপুর বলা হয়েছে কাকে?

লিখিত :

১. প্রত্যেকটির কাজ সম্বন্ধে একটি বাক্য লেখো : [প্রথমটি দেখে নাও]

১.১ ডুবুরি — ডুব দিয়ে সাগরের তল থেকে মূল্যবান মুক্তা নিয়ে আসে।

১.২ উড়োজাহাজ — .....

১.৩ যুদ্ধজাহাজ — .....

১.৪ সমুদ্রের জল — .....

১.৫ রকেট (হাউই) — .....

২. বাক্স থেকে টুকরো-বাক্য বেছে নিয়ে ঠিকঠাক সাজিয়ে লেখো :

- মৃত্যুযন্ত্রণাকে ভয় করে না।
- এখনও মানুষ নামতে পারেনি।
- কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে।
- সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে।
- ধু ধু বরফ।

২.১ যুগ যুগ ধরে মানুষ .....

২.২ বীরেরা .....

২.৩ জোয়ার এলে .....

২.৪ মেরু দেশে আছে .....

২.৫ মঙ্গল গ্রহে .....

৩. তুমি নীচের কোন্ কোন্‌টি পছন্দ কর ✓ চিহ্ন দিয়ে তা বোঝাও :

৩.১ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো

৩.২ বীরের মতো মৃত্যুবরণ

৩.৩ সাগরতল থেকে মুক্তা আহরণ

৩.৪ সমুদ্রের জোয়ার

৩.৫ রকেটে চড়ে মহাকাশ যাওয়া

৩.৬ চাঁদে কী আছে দেখতে যাওয়া

৩.৭ হিমালয় অভিযান

৩.৮ দক্ষিণ মেরু অভিযান

৪. 'থাকব নাকো বন্ধ ঘরে'— বাইরে বেরিয়ে কে কী দেখতে চায়?
(যেমন : যুগে যুগে মানুষ কেমন করে নানা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।)

৪.১ বীরেরা .....

৪.২ দুঃসাহসী .....

৪.৩ মানুষ .....

৪.৪ সন্ধানী অভিযাত্রীরা .....

৪.৫ বক্তা হাউই বা রকেট চড়ে .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা-পরিচয়

১. একই অর্থের আর-একটি করে শব্দ লেখো :

১.১ জগৎ, ভুবন, বিশ্ব _____

১.২ সিন্ধু, সাগর, পাথার _____

১.৩ যুদ্ধ, সমর, রণ _____

২. নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার আগে ডানদিকের ক্রিয়া-বিশেষণ গুলি বসাও :

[প্রথমটি দেখে নাও]

২.১	আমি বসে থাকব না।	(বসে)
২.২	ডুবুরিরা ..... আসে।	(জলের তলায়)
২.৩	আমি ..... ছুটে বেড়াব।	(সব জায়গায়)
২.৪	তারা সব ..... দেখেছে।	(ঘুরে ঘুরে)
২.৫	তুমি ..... বসবে না।	(মাটিতে)

শ্রুতলিখন :

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ জুড়িয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : ১১

ছো নাচ

সামর্থ্য :
১. লেখাটা সরবে ও নীরবে পাঠ করতে পারা।
২. পশ্চিমবঙ্গের এবং আশপাশের রাজ্যের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলতে পারা।
৩. 'ছো' নাচ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারা।
৪. বাংলার কয়েকটি প্রাচীন নাচ সম্পর্কে বলতে পারা।
৫. ছো নাচকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন মুখোশ-শিল্প সম্পর্কে বলতে পারা।
৬. এই পাঠের নতুন শব্দের অর্থ জানতে পারা এবং শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ কে কে নাচতে পার?
- ❑ কে কে নাচ দেখেছ?
- ❑ নাচের সাজপোশাক সম্বন্ধে বলো।
- ❑ নাচের সঙ্গে কী কী বাজনা থাকে?
- ❑ শিক্ষিকা/শিক্ষক পাঠের ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন।

পাঠ :

(১)

বন্ধুত্ব হঠাৎ হঠাৎ হয়। মহিম আর করিমেরও তাই হল। মহিম ময়ূরভঞ্জের বারিপদার ছেলে আর করিম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চিল্কিগড়ের ছেলে। মহিমের মামা আর করিমের চাচা থাকেন পুরুলিয়ায়। মহিম মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে মামার বাড়ি; করিমও তেমনি আসে চাচার কাছে। অযোধ্যা পাহাড়ে ওরা বেড়াতে এসেছিল এবং সেইখানেই ওদের মধ্যে ভাব হল পাথরের জিনিস কেনবার সময়। ওদিকে ওদের মামা আর চাচাও বন্ধু হয়ে গেলেন।

- বন্ধুত্ব কেমন করে গড়ে ওঠে?
- মহিম ও করিমের বাড়ি কোথায়?
- কোন্ সময় ওদের ভাব হল?

(২)

একদিন ছো নাচের একটা আয়োজন হল পুরুলিয়ার একটি সরকারি অফিসের মাঠে। বড়ো দুই বন্ধুর সঙ্গে ছোটো বন্ধু-দুজনও এসেছে ছো নাচ দেখতে। ছো নাচ অবশ্য ওরা দুজনেই আগে দেখেছে। মহিম ময়ূরভঞ্জে আর করিম চিল্কিগড়ে। নাচ এক্ষুনি শুরু হবে।

মহিম—আমাদের ওখানে মুখোশ পরে নাচে না, রং মাখে মুখে। আর তোমাদের চিল্কিগড়ে?

করিম—ওখানে মুখোশ পরেও নাচে আবার রং মেখেও নাচে..... ওই যে মহিষাসুর আসছে!

- মহিম ও করিম দুজনের মধ্যে কে কোথায় প্রথম ছো নাচ দেখেছে?
- মহিমের দেখা ছো নাচে কীভাবে সাজ হয়?
- করিমের বাড়ির কাছে ছো নাচে কী কী ব্যবহার করা হয়?

মহিম—বাব্বা! কী ভয়ংকর লাগছে মহিষাসুরকে! কী প্রচণ্ড লাফ! নাকাড়ায় প্রচণ্ড আঘাত। সমস্ত গাছপালা বাড়িঘর কেঁপে উঠছে।

— কী পেল্লায় লাফ দিচ্ছে মহিষাসুর!

— মামার কাছে শুনেছি এ হচ্ছে বাঘের 'চাল'।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(৩)

কার্তিকের সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাজনাও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে।

— ওই যে গণেশ আসছেন।

— সত্যি ভাই, গণেশও তো কম বীর নয়!

— কিন্তু কার্তিক-গণেশ দুজনেই কুপোকাত!

এবারে আসছেন স্বয়ং দুর্গা। বাজনার বোলও গিয়েছে বদলে—

গেঁড়্ গেঁড়্ ঝে গেঝেনা ঝেন
নাকঝেন নাঝেন—

— এবারে আর জারিজুরি খাটল না।

— আহা, অসুরের কী দশা!

ওদের ফিরতে হল নাচ শেষ হবার আগেই।

- মহিষাসুরের সঙ্গে কার কার যুদ্ধ হল? যুদ্ধে ফলই বা কী হল?
- দুর্গা আসার পর অসুরের অবস্থা কেমন হয়েছিল?
- ওদের ফেরা কখন হল?

(৪)

মহিম — আমার তো মনে হল, এমন বীরত্বের ভাব ছো-এ আগে দেখিনি। মামা বলেন বাংলা, উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ডের এই নাচ সারা দেশের সম্পদ। এখন দেশ-বিদেশের নানা জায়গা থেকেই 'ছো' নাচ দেখাবার ডাক আসে। আমরাও দুজনে ছো নাচ নাচব।

- কোথাকার ছো নাচ দেশের সম্পদ?
- মুখোশ বানানোর জন্য কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয়?
- কে ভীম আর কে দুর্যোধন হবে বলে ঠিক হল?
- করিম শেষে কী বলেছিল?

করিম — নাচবি?

মহিম — হ্যাঁ, মুখোশ পরে নাচব।

করিম — মুখোশ পাবি কোথায়?

মহিম — বানাব। আমরা মুখোশ বানানো দেখেছি। মুখোশ বানিয়েই অনেকে সংসার চালান। মাটির ছাঁচ করে আগে। তারপর আগুনে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করে। এরপর আসলটার উপরে পড়ে ছাইয়ের প্রলেপ আর খবরের কাগজ আর ময়দার আঠা। চোখ নাক পরে ফোটানো হয় বাটালি দিয়ে।

করিম — আমিও দেখেছি।

মহিম — ঠিক আছে। আমরা নিজেদের বানানো মুখোশ পরেই নাচব। তুই হবি ভীম আর আমি দুর্যোধন।

করিম — দারুণ মজা হবে!

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF W

শব্দার্থ

আয়োজন — জোগাড়, উদ্যোগ

ভয়ংকর — ভয়ানক, দেখলে ভয় লাগে এমন

প্রচণ্ড — প্রবল, প্রবল বেগে

চাল — চলার ঢং

জারিজুরি — কৌশল

দুর্যোধন — মহাভারত মহাকাব্যে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ো ছেলে। কৌরব পক্ষের প্রধান, অহংকারী ও দুষ্ট বুদ্ধির অধিকারী।

নাকাড়া — চামড়ার বাদ্যযন্ত্র

পেল্লায় — ঢাউস, বড়ো

কুপোকাত — পরাজিত, ধরাশায়ী

ভীম — মহাভারত মহাকাব্যে পাণ্ডুরাজার মেজো ছেলে। বীরত্ব ও দৈহিক শক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত।

ছো—পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, পুরুলিয়া ইত্যাদি), উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝার এলাকায় এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ, রাঁচি জেলা এবং বিশেষত সিংভূম জেলার ধলভূম ও সেরাইকেলা মহকুমায় এই নাচ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এই এলাকার প্রাচীন অধিবাসী কুর্মি ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এই নাচ। আগে খরা বা অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রীষ্মকালে এই নাচের আয়োজন করতেন, তখন এতে কোনো পৌরাণিক কাহিনি থাকত না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোনো কোনো পণ্ডিত এই নাচকে 'ছৌ' নামে অভিহিত করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই নাচ ছো নামেই পরিচিত। সুতরাং এই নাচের নাম হিসেবে ছৌ-এর বদলে 'ছো' শব্দটিই গ্রহণযোগ্য। একটি কথা। ছো নাচ কোনো বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটি বিশেষত বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত। জাতি-ধর্ম-প্রদেশ-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই এ নাচ উপভোগ করে থাকেন।

মনে রেখো :

মহিম ও করিম ওদের মামা আর চাচার সঙ্গে দেখতে এসেছে পুরুলিয়ার ছো নাচ। দেখানো হচ্ছিল অসুর আর দুর্গার যুদ্ধ। সবাই অবশ্য মুখোশ পরা। প্রচণ্ড জোরে নাকাড়া মাদল বাঁশি বাজছে। তার তালে তালে চলছে মহিষাসুর, গণেশ, কার্তিক আর দুর্গার নাচ। ভীষণ যুদ্ধের নাচ। যুদ্ধের নাচে এমন বীরত্বের প্রকাশ মহিম ভুলতে পারে না। করিম আর মহিম ঠিক করে ফেলল তারাও ছো নাচ নাচবে। নিজেরাই শিখে নেবে কেমন করে মুখোশ বানাতে হয়। ওরা ঠিকই বলেছে বাংলা, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডে শুধু নয়, সারা দেশের সম্পদ এই অপূর্ব ছো নাচ।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. এই পাঠে কাদের কাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল ?
২. মহিম ও করিমের বাড়ি কোথায় কোথায় ?
৩. বাড়িঘর কেঁপে উঠছে কেন ?
৪. কোন্ ঘটনা নিয়ে নাচ হচ্ছে ?
৫. কোন্ কোন্ মুখোশ পরেছেন নৃত্যশিল্পীরা ?
৬. এই নাচের কোন্ ভাব মহিমকে মুগ্ধ করেছে ?
৭. নাচ দেখে মহিম আর করিম কী ঠিক করল ?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত :

১. ঠিক অংশ বেছে নিয়ে লেখো :
   ১.১ বন্ধুত্ব হয় (সব সময়/হঠাৎ হঠাৎ/বিপদের সময়)।
   ১.২ মহিষাসুর নাচছে (বাঘের চালে/এলোপাথাড়ি/ হেলে দুলে)।
   ১.৩ ছো নাচ (এখনও কেবল দেশেই সীমাবদ্ধ/ কেবল জেলাতেই দেখা যায়/ দেশে বিদেশেও যাচ্ছে)।
২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :
   ২.১ কোথায় গিয়ে কখন মহিম ও করিমের মধ্যে বন্ধুত্ব হল ?
   ২.২ ছো নাচের আসর কোথায় বসেছে ?
   ২.৩ চিল্কিগড়ের ছো আর ময়ূরভঞ্জের ছো-এর তফাত কোথায় ?
   ২.৪ মহিষাসুরের নাচ সম্বন্ধে লেখো।
৩. পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :
   ৩.১ 'হঠাৎ বন্ধুত্বের' ঘটনাটি লেখো।
   ৩.২ ছো নাচটির বর্ণনা করো।
   ৩.৩ মুখোশ কীভাবে বানায় লেখো।

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের সর্বনাম ঠিকমতো বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো :

১.১ মহিম আর করিমের বন্ধুত্ব হল।	..... অনেক কথা বলল।	ওরা
১.২ নাচ শুরু হবে।	..... সেদিকে তাকিয়ে আছে।	কেউ কেউ
১.৩ নাকাড়া বাজছে।	ওই ..... আসছে।	কারা
১.৪ ছো নাচ শুরু হচ্ছে।	..... সামনে এগিয়ে গেল।	সবাই

২. কোন্ বাক্যে কোন্ ভাব বোঝাচ্ছে?

২.১ চিল্কিগড়েও কি মুখোশ পরে নাচে?	(.....)।	প্রশংসা
২.২ কী প্রচণ্ড লাফ!	(.....)।	বিস্ময়
২.৩ এমন বীরত্ব আগে দেখিনি।	(.....)।	ইচ্ছা
২.৪ আমরা দুজনে ছো নাচব, কেমন?	(.....)।	প্রশ্ন
২.৫ পালাটা দারুণ জমেছে!	(.....)।	না-বোধকভাব

৩. প্রত্যেকটি বাক্যে দুটো করে বাক্য লুকিয়ে আছে। বাক্যগুলো আলাদা করে দেখাও। প্রথমটি দেখো : পুরুলিয়ায় সরকারি অফিসের মাঠে ছো নাচ হচ্ছে।

(১) পুরুলিয়ায় সরকারি অফিসের মাঠ আছে। (২) সেখানে ছো নাচ হচ্ছে।

৩.১ আমি মামার বাড়ি যাব আর আমার দিদি যাবে কাকার বাড়ি।

(১) .....। (২) .....।

৩.২ নাচ শেষ না হলেও তবু ওদের চলে যেতে হল।

(১) ..... (২) .....।

৩.৩ ছো নাচের ডাক আসে দেশ থেকে আর বিদেশ থেকে।

(১) .....। (২) .....।

৪. ডানদিকের ক্রিয়া বিশেষণ ঠিক জায়গায় বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো :

৪.১ তুমি বসে আছ কেন?	বিকেল
৪.২ সবাই উঠল।	বনে
৪.৩ বাঘ থাকে।	তাড়াতাড়ি
৪.৪ তুমি এসো।	ঘরের মধ্যে
৪.৫ টিকটিকি উঠে যাচ্ছে।	দেওয়াল বেয়ে

শ্রুতলিখন :

মহাভারতের পাণ্ডুরাজার মেজো ছেলে ভীম। বীরত্ব আর দৈহিক শক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : ১২

বাঁশের কেল্লা

সামর্থ্য : ১. তিতুমিরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারা।
২. তিতুমিরের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে বলতে পারা।
৩. তিতুমিরের বীরত্বের পরিচয় দিতে পারা।
৪. তিতুমিরের সময়কার বাংলার অবস্থা বলতে ও লিখতে পারা।
৫. পাঠের নতুন শব্দের অর্থ জানা ও শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ শিক্ষক কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নাম বলবেন, তাঁদের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলবেন।
- ❑ নেতাজি সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ করেছিলেন কেন?
- ❑ পলাশির যুদ্ধে কোন্ নবাব ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন?
- ❑ যুদ্ধের কয়েকটি অস্ত্রের নাম বলো।
- ❑ সৈন্যরা কোথায় থাকে?

পাঠ

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(১)

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নারকেলবেড়ে গ্রাম। একজন ইংরেজ সেনাপতি দুটি কামান, একশো গোরা সৈন্য, তিনশো দেশীয় সিপাহি নিয়ে এই গ্রামে পৌঁছোলেন। সূর্য তখন অস্ত গেছে। পাতলা অন্ধকার গ্রামখানাকে ঢেকে ফেলেছে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা চারদিকে। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল চারশো সৈন্যের পায়ের শব্দ। গ্রাম ব্যস্ত হয়ে উঠল। যারা বাইরে বেরিয়ে এল, তারা চমকে উঠল। এ যে রীতিমতো যুদ্ধের আয়োজন।

- নারকেলবেড়ে গ্রাম কোন্ জেলায় অবস্থিত?
- ইংরেজ সেনাপতি কী কী নিয়ে গ্রামে পৌঁছোলেন?
- বাঁশের কেল্লা কে তৈরি করেন?
- তিতুমিরের সেনাপতির নাম কী?

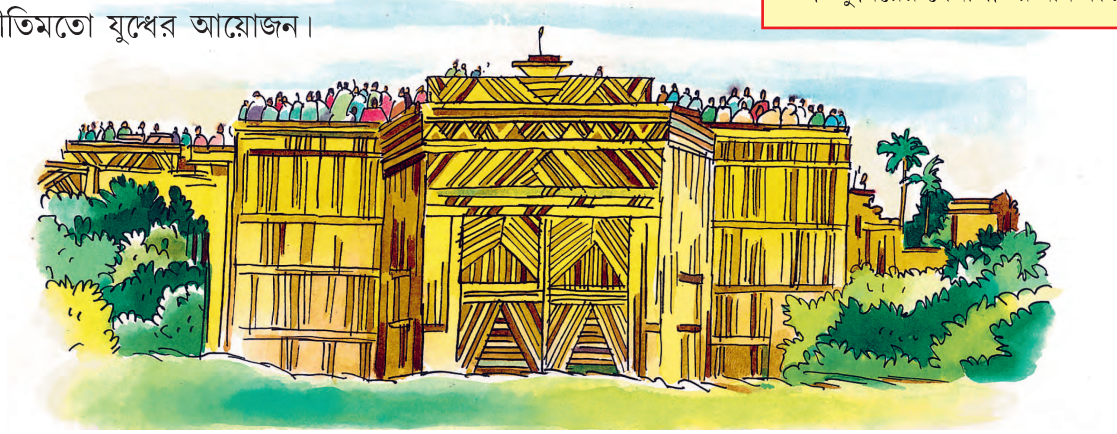

যুদ্ধই বটে! তিতুমির নারকেলবেড়ে গ্রামে বাঁশের এক কেল্লা তৈরি করে বসে আছেন। শত্রুরা তাঁকে আক্রমণ করতে এলেই তিনি বাধা দেবেন। সঙ্গে তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুম।

(২)

গৃহস্থ চাষির ছেলে তিতুমির। তাঁর প্রকৃত নাম মির নিশার আলি। জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতেন। জুলুম কি যে-সে জুলুম? কৃষ্ণদেব রায় নামে এক জমিদার প্রত্যেক প্রজার দাড়ির ওপর আড়াই টাকা করে কর বসিয়েছিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও কম ছিল না। তারা ইচ্ছামতো কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত। অনিচ্ছুক কৃষকদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করত। এই সব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিতুমির রুখে দাঁড়ালেন। হিন্দু মুসলমান কৃষক দলে দলে তিতুর পাশে এসে দাঁড়াল। তিতুর শক্তি বাড়তে লাগল। জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ হল।

- তিতুমিরের পরিচয় কী?
- কারা কারা জুলুম করত?
- তিতুর শক্তি কীভাবে বাড়ল?
- তিতু শাসনকর্তা হয়ে কী করলেন?

তিতুমির নিজেকে শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করলেন। ইংরেজরা অন্যায়ভাবে এদেশের রাজা হয়ে বসেছে। তিতু তাদের স্বীকার করতে রাজি নন। তিনি শাসনকর্তা হিসেবে স্থানীয় জমিদারদের কাছে খাজনা দাবি করলেন। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের হিন্দু মুসলমান কৃষক তাঁকে স্বাধীন বাদশাহ বলে মেনে নিল।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(৩)

ইংরেজ শাসকরা ভয় পেল। তাদের শাসনের মূলে তিতুমির আঘাত হানছে যে। এই অবস্থা ইংরেজরা সহ্য করতে পারল না। তাই তারা তিতুমিরকে শাসন করতে নারকেলবেড়েতে সৈন্য পাঠাল। এখানে তিতু তাঁর অনুচরদের নিয়ে অসংখ্য বাঁশ আর মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন বাঁশের দুর্গ। এই দুর্গে কয়েকটি কক্ষ। কোনো কক্ষে খাদ্য, কোথাও অস্ত্র। অস্ত্র বলতে তরবারি, বর্শা, শড়কি, লাঠি থেকে আরম্ভ করে কাঁচা বেল, ইট ইত্যাদি।

ইংরেজ সৈন্যের গ্রামে প্রবেশের কথা তিতুমির এর মধ্যে জেনে গেলেন। ইংরেজ সেনাপতি সেখানে উপস্থিত হলে তিতু আক্রমণ করলেন। রাতের অন্ধকারে আক্রান্ত হয়ে ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে লাগল।

- ইংরেজ শাসকরা ভয় পেল কেন?
- তিতুমির যুদ্ধে কী কী অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন?
- তিতু কখন ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করলেন?
- আত্মসমর্পণ করতে বলায় তিতু কী উত্তর দিলেন?

পরদিন ভোরবেলা ইংরেজ সেনাপতি আবার দুর্গের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তিতু ও তাঁর লোকজনকে সতর্ক করে বললেন—আত্মসমর্পণ করো। না হলে কেল্লা কামানের মুখে উড়িয়ে দেব।

মুখের মতো জবাব দিলেন তিতুমির—তোমরা অন্যায়ভাবে এদেশের রাজা হয়েছ। তোমাদের মানি না।

(৪)

ক্রুদ্ধ সেনাপতি দুর্গ আক্রমণের হুকুম দিলেন। সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে ফেলল। তিতুমিরও প্রস্তুত। ইংরেজ সৈন্য কেল্লার কাছাকাছি আসতেই তিতুর লোকজন ইট, বেল, তির ছুড়তে শুরু করল। কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য প্রাণ হারাল। প্রমাদ গুনলেন ইংরেজ সেনাপতি। তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজ সেনাপতির হুংকারে ভীত হয়ে তিতুমির আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু তিতুমির বীর। সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে তিতুমির প্রস্তুত। ইংরেজ সেনাপতি কামানের গোলাবর্ষণের নির্দেশ দিলেন। কামানের গোলার মুখে তিতু এবং তাঁর লোকজন বীরবিক্রমে লড়াই চালালেন। কিন্তু মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হল। কেল্লা চাপা পড়ে অনেকে প্রাণ হারাল। গোলার আঘাতে তিতুমির বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। সেই তারিখটা ছিল ১৪ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ। তিতুর সেনাপতি গোলাম মাসুম ইংরেজের হাতে ধরা পড়লেন, ভেঙে-পড়া বাঁশের কেল্লার সামনেই মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হল। ইংরেজের হাতে সেই নৃশংস খুনের দৃশ্য দেখেছিল গ্রামবাসী। তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল না। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণায় ক্ষোভে তারা ফেটে পড়ল। তাই তো সেদিন গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল আটশো গ্রামবাসীকে। এদের মধ্যে দেড়শো মানুষকে নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

- দুর্গ আক্রমণের হুকুম কে দিয়েছিল?
- গোলা বর্ষণের নির্দেশ কে দিয়েছিলেন?
- বাঁশের কেল্লা কীভাবে ভূমিসাৎ হল?
- তিতুমিরের মৃত্যুবরণের সাল ও তারিখ বলো।

কিন্তু তিতুমির আর দেশের এই সব মানুষ সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ গড়ে দিলেন। সেই পথই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়েছিল।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শব্দার্থ

গোরা—ইংরেজ	সিপাহি—সৈন্য	কেল্লা—দুর্গ
জুলুম—অত্যাচার	সতর্ক—হুঁশিয়ার, সাবধান	মুহুর্মুহু—বারবার
অনিচ্ছুক—যার ইচ্ছে নেই	বিরুদ্ধে—বিপক্ষে	গ্রেপ্তার—বন্দি
প্রমাদ গুনলেন—বিপদ বুঝতে পারলেন	নিষ্ঠুর—দয়াহীন, নৃশংস	আত্মসমর্পণ—পরাজয় মেনে নেওয়া
ক্রুদ্ধ—রাগি	কক্ষ—ঘর	সংগ্রাম—যুদ্ধ
হুকুম—নির্দেশ	হুংকার ছাড়া—গর্জন করা	
সংঘর্ষ—লড়াই	সংগ্রামের রাজপথে—যুদ্ধের প্রচলিত রীতিতে	

টীকা: তিতুমির — জন্ম ১৭৮২ সাল। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেন। তাঁর শেষ লড়াই ইংরেজদের বিরুদ্ধে। নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের দুর্গ তৈরি করে সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধেই ১৮৩১ সালে বীর তিতুমির মৃত্যু বরণ করেন। **নীল** — এক জাতীয় গাছ। নীল গাছের রস থেকে তৈরি হয় রঞ্জক দ্রব্য (রং করার জিনিস)। ইংরেজরা এই রঞ্জক দ্রব্য বিলেতে রপ্তানি করে প্রচুর লাভ করত। সেই লাভের লোভে তারা এদেশের চাষিদের নীলের চাষে বাধ্য করত। **নীলকর** — যারা ধানচাষের জমি কেড়ে নিয়ে সেই জমিতে নীলের চাষ করাত।

মনে রেখো :

মাতৃভূমি পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বহুবার যুদ্ধ হয়েছে। এমনি এক যুদ্ধের ঘটনা এই পাঠে আছে। তিতুমিরের তৈরি 'বাঁশের কেল্লা'র নাম বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই দুর্গ থেকেই তিতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বাংলার নীলকর সাহেবদের জোরজুলুমে কৃষকরা ভয়ংকর দুর্দশায় পড়েন। তিতুমির কৃষকদের উপর এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৩১ সালে তিতুর এই লড়াইয়ে তিতু জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু তিতু দেখালেন ইংরেজ যতই শক্তিশালী হোক তাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা যায়। তিতুর পরে ভারতের নানা জায়গায় তিতুর দেখানো পথেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়। তিতুর সাহস, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা আজও বাঙালি মনে রেখেছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. এই পাঠটির নাম কী?

২. এই নামে কী বোঝা যায়?

৩. নারকেলবেড়িয়া কোন্ জেলায়?

৪. চাষিদের উপর জুলুমের কথা বলো।

৫. নীলকররা কী অত্যাচার করত?

৬. তিতুমির দুর্গ তৈরি করলেন কেন?

৭. ইংরেজ সৈন্য নারকেলবেড়িয়ায় এল কেন?

৮. তিতুমির তাদের কীভাবে বাধা দিলেন?

৯. তিতুমিরের মৃত্যু কীভাবে হল?

১০. সেনাপতি গোলাম মাসুমের কী হল?

লিখিত :

১. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :

১.১ মির নিশার আলিই ছিলেন .....।

১.২ তাঁর তৈরি দুর্গটি ..... নামে বিখ্যাত।

১.৩ এটি ছিল ..... জেলার ..... গ্রামে।

১.৪ এই দুর্গ থেকে যুদ্ধ পরিচালিত হয় ..... বিরুদ্ধে।

১.৫ যুদ্ধটি হয়েছিল ..... খ্রিস্টাব্দে।

২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ তিতুমির প্রথমে জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কেন?

২.২ তিতুমিরকে গরিব চাষিরা ভালোবাসত কেন?

২.৩ তিতুমিরের দুর্গটিকে বাঁশের কেল্লা কেন বলা হয়?

৩. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে পাঠে কী বলা হয়েছে?

৩.২ বাঁশের কেল্লার বিবরণ দাও।

৩.৩ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘটনাটি লেখো।

৩.৪ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিতুর বীরত্বের কথা লেখো।

৩.৫ যুদ্ধের শেষে কী ঘটেছিল?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ভাষা-পরিচয়

১. দাগ দেওয়া শব্দের বদলে পাশের ঘর থেকে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি আবার লেখো। প্রথমটি দেখে নাও (তিনি নিজের কক্ষে আছেন। —তিনি নিজের ঘরে আছেন।) :

১.১ ১৮৫৭ সালে সৈন্যবিদ্রোহ হয়।

১.২ দিল্লির লাল দুর্গ খুবই পুরোনো।

১.৩ তিতু বললেন—এ অত্যাচার বন্ধ করো।

১.৪ পুলিশ অপরাধীকে বন্দি করল।

১.৫ এখন ভেতরে যাবার আদেশ নেই।

হুকুম
লালকেল্লা
গ্রেপ্তার
জুলুম
সিপাহি-বিদ্রোহ

২. শূন্যস্থানে উপযুক্ত যোজক শব্দ বসাও :

২.১ স্বদেশি জিনিস বেশি পছন্দ ..... ?

২.২ এখনও তারা এল .....।

২.৩ আমি ..... তোমাকে ভয় পাব ভেবেছ ?

২.৪ ..... ইংরেজদের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা এখনো জানা যায়নি।

২.৫ এই সামান্য কারণে তুমি ভয় পেয়ো না .....।

বুঝি
না তো
কি
তবে
হে

৩. আরও দু-তিনটি শব্দ যোগ করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো :

৩.১ তিতুমির ইংরেজদের বিরুদ্ধে .....।

৩.২ আজ থেকে আমরা ক্রিকেট .....।

৩.৩ স্যার, পড়াটা আমায় .....।

৩.৪ এই বিশু দাঁড়া, আমি তোর সঙ্গে .....।

৩.৫ আমাদের আমগাছে অনেক .....।

৪. যে শব্দে গুণ, দোষ, অবস্থা বোঝায় তাকে বলে বিশেষণ। চিহ্নিত শব্দগুলো বিশেষণ—ভালো ছেলে। গরম দুধ। নীল আকাশ। সাত দিন। তুমি ডানদিকের বিশেষণ ঠিক জায়গায় বসাও।

৫.১ ..... তিতুমির। ৫.২ ..... সেনাপতি।

৫.৩ ..... অত্যাচার। ৫.৪ ..... সৈন্য।

৫.৫ ..... জায়গা। ৫.৬ ..... বাক্য।

ভীষণ / ক্রুদ্ধ

পাহাড়ি / দুঃসাহসী

অনেক / পাঁচটি

শ্রুতলিখন :

মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

মূল্যায়ন : ২

মৌখিক :

১. নীচের অংশটি শিক্ষিকা/শিক্ষক দুবার পড়ে শোনাবেন। পড়ুয়ারা মন দিয়ে শুনবে, তারপর প্রশ্নের উত্তর দেবে।

বালক

উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং 'পরে—ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপসি মাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
(অংশবিশেষ) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.১ কবিতাটির নাম কী?
১.২ এটি কে লিখেছেন?
১.৩ এটিতে দিনের কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?
১.৪ পায়রারা কী করত?
১.৫ তপসি মাছের কথা কী বলা হয়েছে?

২. বানান করো (যে-কোনো ৩টি):
অনুসরণ / আকাঙ্ক্ষা / ক্রোশ / দায়িত্ব / প্রশ্ন / বিপরীত / হঠাৎ / যন্ত্রণা

৩. অর্থ বলো (যে-কোনো ৩টি) :
ফসল / বিরুদ্ধে / পতঙ্গ / প্রবাসী / বিশ্ব / শক্তি / মুশকিল / মঙ্গল / সর্দার

৪. প্রত্যেকটি সম্বন্ধে একটি-দুটি বাক্য বলো (যে-কোনো ২টি) :
৪.১ নাগরদোলা ৪.২ সুন্দরবন ৪.৩ দার্জিলিং ৪.৪ ডুবুরি ৪.৫ ছো নাচ ৪.৬ বাঁশের কেল্লা

লিখিত :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

১. ঠিক শব্দ শূন্যস্থানে বসাও :
১.১ 'জল ছুটছে' পাঠটিতে ..... ছেলেবেলার কথা আছে।
১.২ ..... সুগন্ধি চা সারা পৃথিবীতে নাম করেছে।
১.৩ ..... জলের তলা থেকে মূল্যবান সম্পদ তুলে আনতে পারে।
১.৪ 'বাঁশের কেল্লা' পাঠে ..... সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের কথা আছে।

২. দুই-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :
২.১ 'ভালোবাসি' কবিতায় প্রজাপতি সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?
২.২ জলের পা নেই, তবু জল ছোটে—এটা কী ভাবে বোঝানো যায়?
২.৩ চা-চাষের জমিতে নিকাশি নালা রাখতে হয় কেন?
২.৪ দুজন দেশপ্রেমিকের সম্বন্ধে একটি করে বাক্য লেখো।
২.৫ বড়ো হয়ে তুমি কী করতে চাও লেখো।

৩. চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো :
৩.১ একটি ছো নাচের দৃশ্য বর্ণনা করো।
৩.২ তুমি এক কাপ চা করতে চাও। তার জন্য কী কী করবে পর পর লেখো।
৩.৩ বাঁশের কেল্লার যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে লেখো।

৪. ডানপাশের গদ্যাংশ থেকে দুটি করে বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো :

বিশেষ্য	(i) .....।	(ii) .....।	দাঁড়িয়ে আছে কে? তুই ভোলা না? ছোটো পুঁটুলি কার? কেমন আছিস ভোলা? বাবা কোথায়? তোদের বাড়িটা সুন্দর। সামনে আছে খোলা মাঠ। মিষ্টি রোদ শীতের সকালে এসে পড়ছে।
সর্বনাম	(i) .....।	(ii) .....।	
ক্রিয়া	(i) .....।	(ii) .....।	
বিশেষণ	(i) .....।	(ii) .....।	

পাঠ একক : ১৩

আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সামর্থ্য : ১. যথাযথ উচ্চারণে পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
২. কবিতার বক্তব্য (ক. ছোটোদের সঙ্গে ছোটো ফুলের তুলনা করা, খ. ছোটোদের অবজ্ঞা বা তুচ্ছ না করা) বুঝিয়ে দিতে পারা।
৩. নতুন শব্দের অর্থ জানা এবং শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ ঘাসের ফুল হয় কি?
- ❑ দেখতে কী রকম?
- ❑ কয়েকটি ফুলের নাম বলো।
- ❑ ফুলগাছে হাওয়া লাগলে গাছগুলো কী করে?
- ❑ কখন মনে হয় বড়োরা ছোটোদের বন্ধু নয়?

পাঠ:

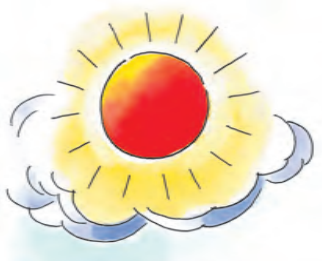

আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

- ‘আমরা’ কারা?
- ঘাসের ফুল হাওয়াতে কী করে?
- ঘাসের ফুল মানুষকে কী করতে বারণ করে?
- ‘দোলো না’ অর্থ কী?

শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।।

- ঘাসের ফুল কী দেখে খুশি থাকতে বলেছে?
- হাসতে হাসতে তারা কী করে?

ধরার বুকের স্নেহকণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।।

- ঘাসকে কী মনে করা হচ্ছে?
- তাদের হাসির রং কী?
- যখন তারারা ফোটে তখন ওরা কী করে?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT OF WEST BENGAL

কবি-পরিচিতি : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনার শীতলাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু গানের জগতেই তিনি বিশেষ পরিচিত। তাঁর 'নবজীবনের গান' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র মারা যান।

শব্দার্থ

ধরার — পৃথিবীর। কিরণ — আলো। স্নেহকণা — একটু আদর, সামান্য মমতা।

মনে রেখো :

ছোটোদের মনের নানা কথা তুলে ধরা হয়েছে এই পাঠে। ছোটোরা যেন ফুল। প্রকৃতির স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়া তাদের জীবন। সূর্যের আলো তাদের মুখে হাসি ফোটায়। আনন্দে মাথা দোলায় ওই ছোটো ঘাসফুলের দল। আকাশ থেকে ভেসে আসে বাঁশির সুর আর তাই শুনে দোল খায় শিশু ঘাসফুল।

এই ছোটোদের একটি অনুরোধ—বড়োরা যেন ঘাস বলে তাদের মাড়িয়ে চলে না যায়, দূর থেকেই যেন তাদের দেখে।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. আমরা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

২. হেসে ওঠার কথা যে পঙ্ক্তিতে আছে সেটি বলো।

৩. প্রকৃতির স্নেহের কথা কী বলা হয়েছে?

৪. ফুলেরা বড়োদের কী বলেছে?

সত্যমেব জয়তে
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত :

১. কার সঙ্গে কার সম্পর্ক ধরা হয়েছে — ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ছোটোদের সঙ্গে	নীল আকাশ
১.২ ছোটোদের হাসির সঙ্গে	ঘাসের ফুল
১.৩ পৃথিবীর স্নেহের সঙ্গে	সূর্যের আলো
১.৪ ঘাসের দোলার সঙ্গে	শান্ত বাতাস
১.৫ বাঁশির সঙ্গে	ঘাস

২. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ ঘাসের ছোটো ফুল কী অনুরোধ জানাচ্ছে?

২.২ কী দেখে ওরা বড়োদের খুশি থাকতে বলেছে?

২.৩ রাতে তারা ফুটলে ঘাসের ফুলেরা কী করে বুঝিয়ে দাও।

২.৪ দুপায়ে মাড়িয়ে গেলে ঘাসের কী ক্ষতি হবে লেখো।

৩. তুমি তোমার দাদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছ। সেখানে অনেক ঘাস। ঘাস সম্বন্ধে দাদাকে ৪টি প্রশ্ন করো।

ভাষা-পরিচয়

১. প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে একটি বর্ণ বা শব্দ লাগিয়ে প্রত্যেক শব্দের অন্তত তিনটি করে রূপ লেখো। (প্রথম উদাহরণটি দেখে নাও)

১.১ হাওয়া — হাওয়ায় — হাওয়ার — হাওয়া থেকে — হাওয়া দিয়ে

১.২ মাথা — .... — .... — .... — ....

১.৩ ফুল — ..... — ..... — ..... — .....

১.৪ পাতা — ..... — ..... — ..... — .....

২. ডানদিকের পঙ্‌ক্তি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :

২.১ জোর ..... গাছের ডাল দুলছে। (হাওয়াতে দোলাই মাথা)

২.২ অনেক কথাই ..... আসে তবে সব কিছু বলতে পারি না। (শুধু দেখো আর খুশি হও মনে)

২.৩ তোমরা ..... আছ, ভালো তো? (কেমন আমরা হেসে উঠি আর)

২.৪ বর্ষার জলে বিলে শালুক ফুল ..... । (ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে)

২.৫ রাতের আকাশে ..... ঝিকমিক করছে। (যখন তারারা ফোটে)

৩. বাক্য রচনা করো :

৩.১ ছোটো ছোটো .....

৩.২ নরম নরম .....

৩.৩ দুলে দুলে .....

৩.৪ লাল লাল .....

৩.৫ হাসি হাসি .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৪. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো :

৪.১ হাসি ..... ৪.২ ছোটো ..... ৪.৩ নরম ..... ৪.৪ শান্ত .....
৪.৫ বিশ্রী .....

শ্রুতলিখন :

আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি নিখিল মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।

টেলিভিশন

সামর্থ্য : ১. পাঠটি যথাযথভাবে পড়তে পারা।
২. নতুন শব্দের অর্থ জানা ও শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।
৩. পাঠটির বিষয়বস্তু (টেলিভিশন বস্তুটি কী আর তা কীভাবে কাজ করে সে-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলতে পারা, সেইসঙ্গে এর উপযোগিতার কথা) বুঝতে পারা ও বুঝিয়ে দিতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ কে কে রেডিয়ো বা ট্রানজিস্টার শুনেছ?
- ❑ ওখানে কী কী অনুষ্ঠান শোনা যায়?
- ❑ টিভি কে কে দেখেছ?
- ❑ টিভি আর রেডিয়োর কী তফাত দেখতে পাও?
- ❑ টিভির সঙ্গে চেহারার মিল আছে এমন আর কী আছে?

পাঠ :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BE

(১)

ছক্কা! সৌরভ ছক্কা মেরেছেন। বলটা কীভাবে বাউন্ডারি টপকে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে পড়ল তা স্পষ্টভাবে দেখা গেল। এমনকি বল সজোরে এসে ব্যাটে লাগার শব্দটুকুও শোনা গেল। সেই সঙ্গে দেখা গেল দর্শকদের উল্লাস। এ সবই ঘরে বসে দেখলাম আমরা টিভিতে। ফিরোজ শা কোটলা মাঠটাই এল আমাদের ঘরের মধ্যে। সবই টেলিভিশনের দৌলতে। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আর কাকে বলে! 'টেলি' মানে দূর বা দূরের আর 'ভিশন' মানে দেখা—দূরের দৃশ্য দেখা, যাকে এখন আমরা বলছি দূরদর্শন!

- সৌরভের বলটা কোথায় গিয়ে পড়ল? সেটা কোথায় দেখলে?
- টেলি অর্থ কী?
- ভিশন মানে কী?
- দূরদর্শনের কী বৈশিষ্ট্য?

(২)

টেলিভিশন বললে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সুন্দর সুন্দর নক্‌শার বিশেষ ধরনের বাক্‌সো। তার স্ক্রিন বা পর্দার নীচের দিকে বা পাশে থাকে কতকগুলো বোতাম। কোনো বোতাম ঘোরালে বা টিপলে পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে, আর ছবির সঙ্গে থাকে কথা। শব্দ কমবেশি হলে তা ঠিক করার জন্য বা অস্পষ্ট হলে তা স্পষ্ট করার

জন্য বা বিভিন্ন চ্যানেল ধরার জন্য আলাদা আলাদা বোতাম আছে। তবে এখন তো দূরে বসে রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপেই টিভি চালু করতে বা ইচ্ছেমতো চ্যানেল ধরতে বা শব্দও কমবেশি করতে পারা যায়।

- টেলিভিশন বললে চোখের সামনে কী কী ফুটে ওঠে?
- স্ক্রিন বা পর্দার নীচের দিকে বা পাশে কী থাকে? ওগুলো দিয়ে কী হয়?
- রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম কী

(৩)

কিন্তু ছবি-কথার এই আশ্চর্য জগৎটা আমাদের কাছে আসে কী করে? সাধারণ ক্যামেরা ছবি তোলে আর টিভি ক্যামেরা ছবিকে সংকেতে পরিণত করে আর এই সংকেতগুলোকে বেতার তরঙ্গের মারফত পাঠানো হয়, ঠিক যেমন বেতারে শব্দ পাঠানোর ক্ষেত্রে ঘটে। এ যেন খানিকটা জলকে বাষ্প করা, আবার সেই বাষ্পকে জলের চেহারা দেওয়া। টিভি সেট যখন অ্যান্টেনার মাধ্যমে সংকেতগুলো গ্রহণ করে ছবিতে পরিণত করে তখন সেই ছবি আমরা দেখি টিভি সেটের পর্দায়। আজকাল অ্যান্টেনার পরিবর্তে কেব্‌লের মাধ্যমেও দেশবিদেশের সংকেত গ্রহণ করা যাচ্ছে। টেলিভিশনে আমরা ছবিগুলোকে চলন্ত দেখলেও আসলে সেগুলো স্থির। স্থির ছবিগুলোকে এত দ্রুত দেখানো হয় যে সেগুলো আমাদের চোখে চলন্ত মনে হয়।

- টিভি ক্যামেরার কাজ কী?
- সংকেত কীভাবে পাঠানো হয়?
- কেব্‌ল কী কাজ করে?
- স্থির ছবি চলন্ত হয় কীভাবে?

(৪)

টেলিভিশন সেটের একটি খুবই জরুরি অংশ পিক্‌চার টিউব বা ছবি-নল। এই নলের মধ্যে থাকে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা নিমেষে ছড়িয়ে দেয় ইলেকট্রন নামে কণারাশি। এই কণারাশি মূল পর্দাটিকে আলোকিত করে ছবি ফুটিয়ে তোলে। টিভি সেটে লাউডস্পিকার যেমন থাকে তেমনি শব্দ ও ছবিকে ঠিকমতো যুক্ত করারও ব্যবস্থা থাকে।

- টেলিভিশনের জরুরি অংশটি কী?
- এই অংশটির মধ্যে কী থাকে?
- ভারতে টিভি প্রথম শুরু হয় কোথায়?
- টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেন?

রঙিন ছবির টিভির যান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও জটিল, তবে মূল বিষয়টি একইরকম। প্রধানত লাল নীল সবুজ এই তিনটি রংই মিলেমিশে রঙিন ছবি ফুটিয়ে তোলে টিভির পর্দায়।

ভারতে টেলিভিশন প্রথম শুরু হয় দিল্লিতে ১৯৫৯ সালে। কলকাতায় ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট।

গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্গত স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন লোগি বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। পরে অন্যান্য বিজ্ঞানী এই আশ্চর্য আবিষ্কারটিকে আরও উন্নত মানের করে তোলেন।

মনে রেখো :

টেলিভিশন বা টিভি একটি বাক্‌সো। এতে সামনে আছে পর্দা, পেছনে আছে নানা যন্ত্র। বিদ্যুতের সাহায্যে যখন যন্ত্র চালু হয় তখন পর্দায় দেখা যায় একেবারে জীবন্ত ছবি। শোনা যায় সব আওয়াজ। সিনেমায়ও এমনটি দেখা যায়।

টিভি বাক্‌সের নীচের দিকে থাকে বোতাম। বোতাম ঘুরিয়ে ছবি দেখাবার কেন্দ্র বা চ্যানেল বদল করা যায়। আবার রিমোট কন্ট্রোলে বোতাম টিপে চ্যানেল বদলানো যায়। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে পাঠানো আওয়াজই আমরা শুনি রেডিয়োতে ও টিভিতে। আবার কেব্‌ল-এর সাহায্যে পাঠানো ছবিগুলোই আমরা দেখি টিভির পর্দায়। প্রতি সেকেন্ডে একটা ছবিকে ৩০টা হিসেবে দেখানো হয় বলে ছবিগুলো জীবন্ত মনে হয়।

ইলেকট্রনকণা, লাউডস্পিকার প্রভৃতি অতি ছোটো নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে টিভিতে দেখা যায় এতসব অবাক করা কাণ্ড। এটা যেন সেই কল্পনার আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ।

মনে রেখো টেলিভিশন আবিষ্কার করেন স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন লোগি বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে। ভারতে টিভি চালু হয় ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে, কলকাতায় ১৯৭৫ সালে। টিভির মতো দেখতে আর একটা যন্ত্র হচ্ছে কম্পিউটার।

শব্দার্থ

ছক্কা — ছয় রান	পরিবর্তে — বদলে	যান্ত্রিক — যন্ত্র বিষয়ে
স্পষ্ট — পরিষ্কার	চলন্ত — চলছে, গতিশীল	নিমেষে — পলকে
উল্লাস — আনন্দ, ফুর্তি	স্থির — নিশ্চল	জটিল — জট পাকানো, দুর্বোধ্য
দৌলতে — সহায়তায়	দ্রুত — তাড়াতাড়ি	বিজ্ঞানী — বিজ্ঞান জানেন যিনি
আশ্চর্য — অবাক	জরুরি — খুব দরকারি	আবিষ্কার — নতুন কিছু তৈরি করা
ক্যামেরা — ছবি তোলার যন্ত্র	স্ক্রিন (Screen) — পর্দা	সংকেত — ইশারা

টীকা :

সৌরভ — সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের ক্রিকেট দলের অন্যতম বিখ্যাত খেলোয়াড় ও সফল অধিনায়ক।

ছক্কা — ক্রিকেটে ছ-এর মার। মাটি না ছুঁয়ে বল মাঠের সীমানার বাইরে গিয়ে পড়লে ছয় রান পেয়ে যায় ব্যাটসম্যান।

বাউন্ডারি — ক্রিকেট-মাঠের চৌহদ্দি।

ফিরোজ শাহ্ কোটলার মাঠ — দিল্লির গ্যালারি-ঘেরা ক্রিকেট-মাঠ।

চ্যানেল — টিভিতে অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য দেশের মধ্যেকার ও বাইরেকার নানা কেন্দ্র।

রিমোট কন্ট্রোল — দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র। টিভি সেটের গায়ের বোতাম না ছুঁয়ে একটু তফাতে বসে হাতে ধরা এই ছোটো যন্ত্র দিয়ে চ্যানেল বদলানো যায়।

বেতার তরঙ্গ — যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে বাতাসে ছড়িয়ে দিলে বাতাস কেঁপে ওঠে। এতে বাতাসে ঢেউ তৈরি হয়। এটাই বেতার প্রচারের তরঙ্গ। এই তরঙ্গ তিন রকম : দীর্ঘ, মাঝারি, হ্রস্ব।

অ্যান্টেনা — আকাশতার। এই সরঞ্জামটির সাহায্যে বেতার-সংকেত ধরা হয়।

কেব্‌ল — যে মোটা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে সংকেত পাঠানো যায়।

ইলেকট্রন — পরমাণুর সবচেয়ে ছোটো আর হালকা কণিকা।

লাউডস্পিকার — শব্দকে খুব জোরে দূরে ছড়িয়ে দেবার সরঞ্জাম।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. টিভি দেখতে কেমন?
২. টিভিতে কোন্ খেলা দেখানো হচ্ছে?
৩. কী করলে টিভির পর্দায় ছবি ফুটে উঠবে ও শব্দ শোনা যাবে?
৪. রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে কী করা হয়?
৫. সাধারণ ক্যামেরা আর টিভির ক্যামেরার তফাত কী?
৬. বেতারে শব্দ পাঠানোকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়?
৭. অ্যান্টেনা কী কাজে লাগে?

৮. কী কৌশলে স্থির ছবিকে চলন্ত ছবি করা যায়?

৯. কোন্ প্রধান ৩টি রং মিলেমিশে টিভিতে নানা রকম রং হয়ে যায়?

১০. টিভি কে আবিষ্কার করেন?

লিখিত :

১. যেটি ঠিক সেটি বেছে নাও :

১.১ টিভিতে দূরের (শব্দই শোনা যায়/ছবিই দেখা যায়/শব্দ ও ছবি দুই-ই হয়)।

১.২ বেতার তরঙ্গ তৈরি হয় (শব্দের সাহায্যে/জলের সাহায্যে/ঝড়ের ফলে)।

১.৩ টিভিতে (কেবল কাছের/দূরের কাছের/শুধু দূরের) অনুষ্ঠান দেখা ও শোনা যায়।

১.৪ টিভির পর্দাকে আলোকিত করে (ইলেট্রিক আলো/টর্চের ব্যাটারি/ইলেকট্রন কণা)।

১.৫ আবিষ্কর্তা জন লোগি বেয়ার্ড (স্কটল্যান্ডের/ইংল্যান্ডের/আমেরিকার) মানুষ।

২. নীচের ছক অনুযায়ী টিভি ও রেডিয়োর তুলনা করো :

	টিভি	রেডিয়ো
২.১	এতে পর্দা	এতে পর্দা .....
২.২	এতে শব্দ	এতে শব্দ .....
২.৩	এতে ছবি	এতে ছবি .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩. প্রত্যেকটির কাজ সম্বন্ধে একটি করে বাক্য লেখো :

১.১ টিভির পর্দা .....

১.২ টিভির ক্যামেরা .....

১.৩ কেব্‌ল .....

১.৪ পিক্‌চার টিউব .....

১.৫ ইলেকট্রন কণা .....

৪. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ টিভির পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে কীভাবে?

২.২ ছবি-নলের দরকার কী জন্য?

২.৩ টিভিতে শব্দ কীভাবে শোনা যায়?

২.৪ টিভি কথাটার অর্থ কী?

৫. পাঁচ-ছটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ টিভির কাজকর্ম কীভাবে হয়?

৩.২ টিভি, রেডিয়ো, সিনেমা—এই তিনটির মধ্যে কয়েকটি মিল ও অমিল দেখাও।

৩.৩ টিভি আমাদের কোন্ কাজে লাগে?

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের নির্দেশ অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১ টিভির আবিষ্কার করেন .....। (নাম বসাও)

১.২ ..... ছিলেন স্কটল্যান্ডের লোক। (সর্বনাম বসাও)

১.৩ কলকাতায় টিভি ..... ১৯৭৫ সালে। (ক্রিয়া বসাও)

১.৪ .....পরে অন্য বিজ্ঞানীরা এই ..... আবিষ্কারটি ..... মানের করেন। (বিশেষণ বসাও)

১.৫ টিভিতে ..... ছবি দেখা যায় ..... তার শব্দও শোনা যায়। ('যেমন — তেমনি' বসাও)

২. যে দুটো অংশ জুড়ে শব্দটি তৈরি হয়েছে সেই অংশ দুটো ডানদিক থেকে নিয়ে লেখো :

২.১ উল্লাস — ..... + ...

২.২ অন্তর্গত — ..... + ...

২.৩ আবিষ্কার — ..... + ...

২.৪ সংকেত — ..... + ...

সম্ - কেত
অন্তঃ - গত
আবিঃ - কার
উৎ - লাস

৩. ডানদিকের শব্দ ঠিকমতো বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো :

৩.১ লোগি বেয়ার্ড ছিলেন একজন (যিনি বিজ্ঞান জানেন)।

৩.২ টিভিতে (যা চলছে এমন) ছবি দেখি।

৩.৩ সৌরভ (জোরের সঙ্গে) বাউন্ডারি মারলেন।

৩.৪ টিভিতে (আবছা) ছবিও স্পষ্ট দেখানো যায়।

৩.৫ ছবি দেখে (যারা দেখছে তাদের) উল্লাস উঠল।

অস্পষ্ট
বিজ্ঞানী
সজোরে
দর্শকদের
চলন্ত

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শ্রুতলিখন :

টেলিভিশন এ যুগের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। এটি বিজ্ঞান-সাধনার বিস্ময়কর নিদর্শন।

'কম্পিউটার'

মিথ্যে কথা

শঙ্খ ঘোষ

সামর্থ্য : ১. কবিতাটির যথাযথ পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
২. কবিতাটির বক্তব্য (ক. বড়োদের বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে ছোটোদের কল্পনা-প্রবণতার অমিল হবার জন্য ছোটোদের বিড়ম্বিত হবার কথা; খ. ছোটোদের কল্পনা করার ঘটনা) প্রকাশ করতে পারা।
৩. পাঠের নতুন শব্দ জানা ও সেগুলো বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ আকাশে অনেক রঙের মেঘ দেখা যায়। এমন কয়েকটি রঙের নাম বলো।
- ❑ মেঘগুলো কি সব সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে?
- ❑ ওগুলো এরকম হয় কেন?
- ❑ ঘরের দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি কে কে দেখেছ?
- ❑ তুমি কি একদিকে একমনে তাকিয়ে থাকলে কোনো ছবি দেখতে পাও? (যেমন— আকাশে, গাছের ডালে, মাটিতে)
- ❑ ওই ছবিগুলো কে আঁকে?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ :

(১)

লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলনসই—
দোষের মধ্যে একটু না কি মিথ্যে কথা কই।
ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন ছুটেছে যখন
মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকম্ বকম্,
হঠাৎ দেখি মাঠের মধ্যে চলন্ত সব গাছে
এক-একরকম ভঙ্গি ফোটে এক-একরকম নাচে।
'ও মা, দেখো নৃত্যনাট্য'—যেই বলেছি আমি
মা বকে দেয় 'বড্ড তোমার বেড়েছে ফাজলামি!'

- শিশুটি নিজের কোন্ দোষের কথা বলছে?
- ঘাটশিলায় যেতে ট্রেন থেকে সে কি দেখল?
- কাকে সে নৃত্যনাট্য বলল?
- মা কী বলল?

(২)

চিড়িয়াখানায়, নাম জান তো আমার সেজোমেসোর?
আদর করে দেখিয়েছিলেন পশুরাজের কেশর।
কদিন পরে চুনখসানো দেয়াল জুড়ে—এ কী
ঠিক অবিকল সেই রকমই মূর্তি যেন দেখি!

- সেজো মেসো চিড়িয়াখানায় কী দেখিয়েছিলেন?
- শিশুটি পশুরাজের কেশর আর কোথায় দেখেছে?

ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে
'জানিস? আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে'—
শুনতে পেয়ে দিদিমণি অম্‌নি বলেন, 'শোনো,
এসব কথা আবার যেন না-শুনি কক্ষনো।'

- ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে—আসলে কী বলতে চেয়েছে শিশুটি?
- দিদিমণি কী বলেছিলেন?

(৩)

বলি না তাই সেসব কথা, সামলে থাকি খুব,
কিন্তু সেদিন হয়েছে কী—এম্‌নি বেয়াকুব—
আকাশপরে আবারও চোখ গিয়েছে আট্‌কে,
শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে!

- এরপর থেকে শিশুটি কী করল?
- সেদিন আকাশে কী দেখতে পেল?

কবি পরিচিতি : শঙ্খ ঘোষ। জন্ম ১৯৩২ সাল। এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা জেলার চাঁদপুর গ্রামে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই—আমন ধানের ছড়া, আমন যাবে লাট্টু পাহাড়, সকাল বেলার আলো, সুপুরি বনের সারি, শব্দ নিয়ে খেলা ইত্যাদি।

শব্দার্থ

দিব্যি—সুন্দর, চমৎকার
চলনসই—কাজ চালানো গোছের
ঘাটশিলা—জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ঝাড়খণ্ডের এই শহর বিখ্যাত
বকম্ বকম্—(পায়রার মতো) এক নাগাড়ে বকে যাওয়া
ভঙ্গি—ঢং, ধরন, হাবভাব
নৃত্যনাট্য—নাচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা অভিনয় (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' ইত্যাদি)
ফাজলামি—বাচালতা
চিড়িয়াখানা—যেখানে বনের পশুপাখি রেখে প্রতিপালন করা হয়
পশুরাজ—সিংহ
কেশর—পশুর ঘাড়ের লম্বা লোম
অবিকল—একেবারে একরকম, হুবহু
সুরঞ্জনা—ক্লাসের একটি সহপাঠী মেয়ের নাম
বেয়াকুব—বেকুব, বোকা, নির্বোধ
শরৎমেঘ—শরৎকালের মেঘ

মনে রেখো :

পাঠের নামটি 'মিথ্যে কথা' রাখা হয়েছে। এর কারণ ছোটোরা তাদের কল্পনার সাহায্যে অনেক কিছু দেখতে পায়। এই দেখার চোখ বড়োদের নেই, তাই তারা ছোটোদের এসব কথাকে মিথ্যে কথা বলে দোষ দেয়। শিশুটি চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছে বাইরে গাছগুলো যেন নাচের ভঙ্গিতে ট্রেনের উলটোদিকে ছুটছে। আবার দেয়ালে চুনের প্রলেপ এমনভাবে খসে পড়েছে যাতে মনে হয় যেন একটি কেশর ফোলানো সিংহের ছবি। এগুলোকে বড়োরা মিথ্যে বলেই ভাবছে। তাই সে তার নিজের এসব দেখার কথা বড়োদের বলে না। কিন্তু তার কল্পনাশক্তি তো নষ্ট হয় না। তাই একদিন শরতের আকাশে ভেসে থাকা মেঘের চেহারা দেখে তার মনে হয় সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আঁকা রয়েছে।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. পাঠের ছবি আর নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে উত্তর দাও :

১.১ কে কে ট্রেনে চড়েছ?

১.২ ট্রেন চলার সময় জানালা থেকে বাইরের গাছপালাকে দেখতে কেমন লাগে?

১.৩ শিশুটি কোন্ দৃশ্যটিকে নৃত্যনাট্য বলেছে?

১.৪ বাড়ির দেয়ালে সিংহ কীভাবে দেখা যায়?

১.৫ যে চরণে দিদিমণির বকুনি দেবার কথা আছে সেটি বলো।

১.৬ আকাশে কী দেখে শিশুটির চোখ আটকে গেল?

১.৭ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাও।

লিখিত :

১. একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

১.১ ঘাটশিলা সুন্দর একটি বেড়াবার জায়গা। এরকম আর একটি বেড়াবার জায়গার নাম বলো।

১.২ চিড়িয়াখানা কাকে বলে?

১.৩ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো চিড়িয়াখানাটির নাম কী?

১.৪ সিংহকে কেশরী বলে কেন?

১.৫ মা কোন্ কথাকে ফাজলামি বলেছেন?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ শিশুটি কাকে নৃত্যনাট্য বলেছে?

২.২ 'এসব কথা আবার যেন না-শুনি কক্ষনো'—কথাটি কী?

২.৩ 'কিন্তু সেদিন হয়েছে কী'—সেদিন কী হয়েছিল?

৩. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ মায়ের শিশুটিকে বকুনি দেবার ঘটনাটি লেখো।

৩.২ শিশুটি 'আমার ঘরে সিংহ বাঁধা আছে' বলেছিল কেন বুঝিয়ে দাও।

৩.৩ কবিতা পড়ে বড়োদের আর ছোটোদের দেখার মধ্যে কী তফাত সেটা বুঝিয়ে দাও।

৩.৪ শিশুটির মিথ্যে কথাগুলো আদৌ মিথ্যা কথা কি না বুঝিয়ে দাও।

ভাষা-পরিচয়

১. ডানদিকের ঠিক শব্দ বাঁদিকের ফাঁকা জায়গায় লেখো :

১.১ মোটামুটি চলে— .....

১.২ পায়রার মতো বলা — .....

১.৩ নাচের ভঙ্গিতে নাটক — .....

১.৪ ঠিক একই রকম — .....

১.৫ সিংহের আর এক নাম — .....

পশুরাজ
নৃত্যনাট্য
চলনসই
অবিকল
বকম্ বকম্

২. শূন্যস্থানে ডানদিকের ঠিক শব্দ বসাও :

২.১ ..... ট্রেনটি আসছিল ..... হুস্ করে বেরিয়ে গেল। (যে ..... সেটি)

২.২ আমি দেখলাম ..... একটা পাখি বসে আছে। (যে)

২.৩ মাঠটির একদিক খোলা ..... তিন দিক ঘেরা। (কিন্তু)

২.৪ আমার ..... আছে ..... তোমায় দিয়ে দেব। (যা ..... তা)

২.৫ দুই বন্ধুর মধ্যে ..... ভাব! (কী)

৩. একই অর্থের শব্দগুলো ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে বসাও :

৩.১ মা — (i) ..... (ii) .....

৩.২ বড্ড — (i) ..... (ii) .....

৩.৩ সিংহ — (i) ..... (ii) .....

৩.৪ বেয়াকুব — (i) ..... (ii) .....

পশুরাজ	কেশরী
জননী	মাতা
বোকা	নির্বোধ
বড়ো	অত্যন্ত

শ্রুতলিখন :

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

পাঠ একক : ১৬

কঙ্কা

সামর্থ্য : ১. কেরালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে পারা।
২. কেরালার একটি প্রধান উৎসবের কথা বলতে পারা।
৩. জাতি বর্ণ ধর্মের ভেদ ভুলে মানুষে মানুষে প্রীতির উদাহরণ দিতে পারা।
৪. সাহসের কাজ করতে মেয়েরাও ছেলেদের চেয়ে কম নয় একথা বুঝতে ও বলতে পারা।
৫. বিপদ থেকে উদ্ধারের একটি ঘটনা বলতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ তুমি কোথায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছ?
- ❑ সেখানে কী দেখেছ বলো।
- ❑ কয়েকটি উৎসবের নাম বলো।
- ❑ উৎসবে কী কী দেখা যায় বলো।

পাঠ : (১)

পশ্চিমঘাট পর্বত ঘেঁষে কেরালা। যে জায়গায় যা দরকার তাই দিয়ে যেন সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। খুব উঁচু জায়গাও যেমন আছে তেমনই আছে মাঝারি ধরনের জায়গাও, তেমনই আছে খুব নীচু ধরনের জায়গাও। তার মানে মালভূমিও আছে তৃণভূমিও আছে। আর আছে নদী। এ-নদী, সে-নদী, কত নদী। আর দেশের সম্পদই তো নদী। প্রান্তদেশ, তাই ব্যাবসা-বাণিজ্য তো বেশ ভালোই। নৌকো আর ছোটো ছোটো জাহাজের দরকার খুবই। আর যে-কথাটা না বললে কিছুই বলা হয় না সে-কথা হচ্ছে গাছেদের নিয়ে। গাছপালা যে কত রকমের, কত বিচিত্র তাদের সৌন্দর্য, তা ঠিক বলে বোঝানোর নয়। আর রং-বেরঙের পাখিরা সারাদিন কিচিরমিচির করতে করতে গাছগুলোকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। নদীপ্রধান দেশ, তাই সেখানে নৌকো তো চলবেই। নৌকো বানানোও হবে, নৌকো নিয়ে নানারকম খেলাও হবে। খেলা মানে নৌকো বাইচ, আর বাইচ মানেই তো খেলা।

- কেরালার কাছের পর্বতটির নাম কী?
- কেরালা কেমন জায়গা?
- কেরালার গাছগুলোর বৈশিষ্ট্য কী বলো।
- নৌকো বাইচ মানে কী?

(২)

কেরালার সবচেয়ে বড়ো উৎসব হচ্ছে 'ওনাম'। এই উৎসবে দেশটার সমস্ত মানুষ যেন জেগে ওঠে এক মুহূর্তে। ভেবে পায় না, কী করে আনন্দ প্রকাশ করবে। ওনাম উৎসবে আছে নতুন জামাকাপড়, নৌকায় নতুন রং — এক কথায় ঝলমলে সব ব্যাপার। আমরা পম্পা নদীর কথা বলছি। ওখানকার উৎসবই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাণমাতানো। আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেই হবে। তা হচ্ছে, এ-উৎসবে সব ধর্মের সব জাতের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এত বড়ো মিলন-উৎসব বোধ হয় আর কোথাও হয় না।

- কেরালার সবচেয়ে বড়ো উৎসব কী?
- এই উৎসবের সময় কেরালাবাসী কী করে?
- এ উৎসবের বড়ো বৈশিষ্ট্যটি কী?
- এখানে কোন্ নদীর কথা আছে?

(৩)

সাধারণত বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে হয় কেরালার ওনাম উৎসব। বৃষ্টিভেজা গাছপালা ঝলমল করছে। নদীগুলো টইটুম্বুর। আমাদের চোখে পড়ছে একটি মস্ত নৌকো। সেখানে ছোটো বড়ো অনেকে আছে আর সবাই নানা ভঙ্গিতে হাততালি দিচ্ছে।

(৪)

একটি নৌকায় পাশাপাশি বসে আছে দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। বিষ্ণু আর কঙ্কা। আর একটি ছেলে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে খেলার ছলে নৌকোটিকে মৃদু মৃদু দোলাচ্ছে। এই ছেলেটির নাম মনসুর। ওরা তিন জন এক পাড়াতেই থাকে। একসঙ্গেই ওরা বড়ো হয়েছে। হঠাৎ দুটি নৌকোয় লাগল ধাক্কা। নৌকোটি কাত হয়ে পড়ল। মনসুর জলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচাবার জন্য কঙ্কাও জলে ঝাঁপ দিল। বড়োরা সবাই হইহই করে উঠল। কিছুক্ষণ দুজনকেই দেখা গেল না। উৎসবে যেন ভাটা পড়ে গেল। কিন্তু না, ওই তো কঙ্কা মনসুরকে বুক দিয়ে ঠেলে নৌকোর কাছ ঘেঁষে এসেছে। মাঝিরা দাঁড় বাড়িয়ে দিল। ওরা দুজনেই নিরাপদে নৌকোয় উঠে এল। কিন্তু মস্ত একটা বিপদ তো হতেই পারত। নৌকো বাইচ শেষ হলে মনসুরের বাবা-মা কঙ্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মনসুর ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়। তবে এমন ধরনের খেলা তো মরণখেলাই হয়ে উঠতে পারে কঙ্কারা যদি না থাকে।

- ছেলেমেয়েগুলো কে কে?
- ওরা কী করছিল?
- সবাই হই হই করে উঠল কেন?
- মস্ত বিপদটি কী?
- বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘটনাটি বলো।

শব্দার্থ / টীকা

মালভূমি — উঁচু সমতল ভূমি
প্রাণবন্ত — জীবন্ত
প্রান্তদেশ — সীমান্তঘেঁষা (এখানে সমুদ্রঘেঁষা জায়গা)
ওনাম উৎসব — কেরালার একটি বড়ো উৎসব। বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে এ উৎসব হয়ে থাকে।
বিপজ্জনক — বিপদ হতে পারে এমন
নিরাপদে — কোনো বিপদ না হয়ে
মরণখেলা — যে খেলায় মরণ ডেকে আনে

মনে রেখো :

এই পাঠে কেরালা রাজ্যের ওনাম উৎসবের কথা আছে। নৌকো বাইচ এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। কেরালার নদীগুলো বর্ষার জলে পূর্ণ থাকে। তখন নৌকা বাইচ খেলার আনন্দে মেতে ওঠে কেরালার সব ধর্মের, সব জাতের মানুষ। পাঠে একটি ঘটনা বলা হয়েছে। একই পাড়ার ছেলেমেয়ে বিষ্ণু, মনসুর আর কঙ্কা। ওরা নৌকো বাইচ দেখছিল নৌকোয় বসে। হঠাৎ একটি নৌকো ওদের নৌকোকে ধাক্কা দিল। অমনি মনসুর জলে পড়ে গেল। কঙ্কা ঝাঁপিয়ে পড়ে মনসুরকে জল থেকে তুলে আনল। কঙ্কার এই কাজের জন্য মনসুরের বাবা-মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. পাঠটির নাম কী?

২. এই পাঠে কোন্ রাজ্যের কথা আছে?

৩. প্রান্তদেশ বলতে কোন্ ধরনের রাজ্য বোঝায়?

৪. এই রাজ্যের নদীগুলো সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

৫. এখানে কোন্ উৎসবের কথা আছে?

৬. এই উৎসবের বড়ো দিকটা কী?

৭. নৌকো বাইচ মানে কী?

৮. নৌকো বাইচের সময় কী বিপদ হয়েছিল?

৯. মনসুরের বাবা-মা কঙ্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল কেন?

লিখিত :

১. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসাও :

১.১ এই পাঠে রাজ্যটির নাম .....

১.২ পর্বতটির নাম .....

১.৩ নদীটির নাম .....

১.৪ উৎসবটির নাম .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২. প্রত্যেকটি বাক্যের সঙ্গে একটি-দুটি উপযুক্ত বাক্য যোগ করো :

২.১ কেরালা একটি প্রান্তদেশ তাই .....

২.২ গাছে রং-বেরঙের পাখি। তারা .....

২.৩ ওনাম উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সবাই নতুন জামাকাপড় পরে, নৌকোয় নতুন .....

২.৪ আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেই হবে। সেটা হচ্ছে .....

২.৫ একটি নৌকোয় যে দুটি ছেলেমেয়ে পাশাপাশি বসে আছে তারা .....

২.৬ মনসুর হঠাৎ জলে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে .....

৩. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৩.১ কেরালার গাছগুলোর কী বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে?

৩.২ নদীপ্রধান এই প্রান্ত দেশটির সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

৩.৩ ওনাম উৎসবে কী কী হয়?

৩.৪ এই উৎসব যাদের নিয়ে তাদের কথা কী বলা হয়েছে?

৩.৫ ভারতের তিনটি প্রধান উৎসব সম্বন্ধে একটি-দুটি করে বাক্য লেখো।

৪. পাঁচ-ছটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৪.১ কেরালার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

৪.২ কেরালার প্রধান উৎসবটির পরিচয় দাও।

৪.৩ জলে পড়ে যাওয়া আর সে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘটনাটি লেখো।

৪.৪ বাংলার একটি প্রধান উৎসবের বর্ণনা দিয়ে পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো।

ভাষা - পরিচয়

১. নীচের বাক্যগুলো থেকে ৫টি বিশেষ্য ও পাঁচটি বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো :

পশ্চিমঘাট পর্বত ঘেঁষে আছে কেরালা। এখানে উঁচু জায়গা অনেক আছে। আছে সুন্দর সুন্দর গাছ। বিচিত্র তাদের সৌন্দর্য। পম্পা একটি নদী। প্রধান উৎসব ওনাম। মনসুর ওদের দোলাচ্ছে। সে-ই আবার জলে পড়ে গেল।

বিশেষ্য : (১) ..... (২) ..... (৩) ..... (৪) ..... (৫) .....

বিশেষণ : (১) ..... (২) ..... (৩) ..... (৪) ..... (৫) .....

২. শূন্যস্থানে একটি করে সর্বনাম বসাও :

২.১ মণি ..... বন্ধু।

২.২ ..... কাছেই থাকে।

২.৩ ওর বাবা ..... খুঁজছেন, ... দোকানে পাঠাবেন।

২.৪ ..... আসুন। ওদিকে ..... বসে আছে।

২.৫ ..... যেখানে যাবে, ... সেখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩. একই অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে পাশে পাশে লেখো :

৩.১ জায়গা — ....., — .....

৩.২ সমস্ত — ....., — .....

৩.৩ গাছ — ....., — .....

অরণ্য/বৃক্ষ/তরু/শাখা
স্থান/ঘরবাড়ি/থাকা/ঠাঁই
সব/সময়/সকল/সদাই

৪. নির্দেশ অনুযায়ী বন্ধনীর শব্দ যোগ করে দুটি বাক্যকে একটি বাক্যে লেখো :

৪.১ কেরালায় অনেক উঁচু জায়গা আছে। অনেক নীচু জায়গা আছে। (আবার)

৪.২ নৌকো দরকার। ছোটো জাহাজ দরকার। (আর)

৪.৩ ওরা কীভাবে আনন্দ করবে। ওরা ভেবে পায় না। (সেটা)

৪.৪ এবার নদীটির কথা বলব। নদীটির নাম পম্পা। (যে ..... সেই)

৪.৫ মনসুরকে বাঁচাবে। কঙ্কা জলে ঝাঁপ দিল। (তাই)

শ্রুতলিখন :

ছিপখান তিন দাঁড় তিন জন মাল্লা,
চৌপর দিনভর দেয় দূর পাল্লা।

পাঠ একক : ১৭

অতি কিশোরের ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সামর্থ্য : ১. ছোটোদের বিচিত্র স্বভাবের কথা বলতে পারা।
২. দুষ্টুদেরও যে কিছু ভালো দিক আছে সেটা দেখাতে পারা।
৩. সঠিক উচ্চারণে কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে পারা।
৪. নতুন শব্দের অর্থ জানা ও বাক্যে ব্যবহার করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?
- ❑ তোমার পাঠ্য বইগুলোর নাম বলো।
- ❑ তুমি কী কী গল্পের বই পড়েছ?
- ❑ একটি টক ও একটি মিষ্টিফলের নাম বলো।
- ❑ তুমি কীরকম ছেলেকে খারাপ ছেলে বলবে?

পাঠ

(১)

তোমরা আমায় নিন্দে করে দাওনা যতই গালি।
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো, বলতে পারি ছড়া,
পাসের পড়া পড়ি না ছাই, পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি এবং টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের শখ।

- ছেলেটিকে নিন্দে করা হচ্ছে কেন?
- সে কী বই পড়তে ভালোবাসে? পাঠ্য বই না গল্পের বই?
- সে কীরকম ওষুধ খেতে চায় না?

(২)

বাবা দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ,
ভালো হয়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
পড়তে বসে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক।
হুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্য ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।

— *(সংক্ষেপিত)*

- ছেলেটি সম্বন্ধে বাবা দাদার ধারণা কী?
- কীসের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব লেগেই আছে?
- হুলের পরোয়া না করে সে কীসের জন্য ছোটে?

কবি-পরিচিতি : সুকান্ত ভট্টাচার্য। জন্ম ১৫.০৮.১৯২৬। মৃত্যু ১৩.০৫.১৯৪৭। জন্মস্থান কলকাতা। মাত্র ২১ বছর বেঁচেছিলেন এই কবি। তারই মধ্যে কাব্য রচনা করে অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ

নিন্দে—বদনাম
ছাই—ভস্ম (এখানে কিছুমাত্র)
দ্বন্দ্ব—ঝগড়া, বিভেদ
গালি—কটুবাক্য
শখ—খেয়াল
ঝোঁক—আগ্রহ
চুনকালি মাখা—বদনাম মেনে নেওয়া
গোঁয়ার—একগুঁয়ে
হুল—পতঙ্গের মুখের বা পেছনের দিকের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ অংশ
কেয়ার—পরোয়া
অতি কিশোর—বালক

মনে রেখো :

এই পাঠে এমন একটি ছেলের পরিচয় পেলাম যে বড়োদের কাছে ভালো ছেলে নয়। কিন্তু এই ছেলেটিরও কয়েকটি গুণের কথা কবি দেখিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ ভালো ছেলের মতো এই ছেলেটি শুধু পাঠ্যবই পড়ে পাস করতে চায় না। সে চায় ছড়া বলতে, গল্পের বই পড়তে। কেবল বাঁধাধরা পাঠ্যবই পড়া তার কাছে যেন তেতো গেলার মতো। বাবা দাদার কাছে সে ভালো ছেলে নয়। স্কুলের পড়ায় তার মন বসে না, পথে নানা লোকের আসা-যাওয়া বেশি আকর্ষণীয় তার কাছে। আনন্দ পাবার জন্য সব রকম কষ্টসহ্য করতে পারে সে। প্রকৃতপক্ষে ছোটোরা সংসারের বাঁধা নিয়মে চলতে বিরক্তি বোধ করে। তারা চায় অবাধে চলাফেরা করতে। তাতেই তাদের তৃপ্তি ও আনন্দ। তোমাদেরও মাঝে মাঝে নিশ্চয় এই ছেলেটির মতো হতে ইচ্ছে করে।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. ঠিক অংশ বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ চুনকালির বিশেষ অর্থ (চুনের সঙ্গে কালি মেশানো / বদনাম/ দেয়ালে চুনকাম)।

১.২ ছেলেটি শুধু পড়তে চায় (পরীক্ষার পড়া / সংবাদপত্র / গল্পের বই)।

১.৩ ছেলেটিকে বড়োরা (ভালোবাসে না / ভালোবাসে / কম ভালোবাসে)।

১.৪ ছেলেটির মনোযোগ (বইয়ের পাঠে / পথের মানুষের প্রতি / গাছপালার প্রতি)।

১.৫ হুল থাকে (মৌমাছির / মৌচাকের / মধুর)।

২. কবিতাটির একটি স্তবক মুখস্থ বলো।

লিখিত :

১. একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

১.১ অন্যেরা ছেলেটির সম্বন্ধে কী বলে ?

১.২ কী রকম পড়া সে পড়ে ?

১.৩ সে কী রকম খাবার পছন্দ করে ?

১.৪ পড়তে বসে সে কী করে ?

১.৫ কোথায় ছুটে যেতে চায় সে ?

২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ ছেলেটি পারে এমন একটি কাজ, আর পারে না এমন একটি কাজের কথা লেখো।

২.২ তুমি নিজে করতে পার এমন ২টি কাজের কথা লেখো।

২.৩ তুমি পার না এমন ৩টি কাজের কথা লেখো।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২.৪ তোমার মতে যে ভালো ছেলে তার ৩টি গুণের কথা লেখো।

২.৫ এই কবিতায় হুল এবং মধু-র কথা বলা হয়েছে কেন?

৩. পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :

৩.১ ছেলেটিকে বড়োরা ভালোবাসে না কেন?

৩.২ কিশোর বয়সে ছোটোদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।

৩.৩ ছোটোদের আর বড়োদের সম্বন্ধে এই কবিতায় যা যা জানতে পারলে সেগুলো নিজের মতো করে লেখো।

ভাষা-পরিচয়

১. বিপরীত অর্থের শব্দ ডানদিকের বাক্যগুলি থেকে বেছে নাও :

১.১ নিন্দে –
১.২ মিষ্টি –
১.৩ মন্দ –
১.৪ কম –
১.৫ ফেল –

যে অন্যের প্রশংসা করে তাকে অন্যরা প্রশংসা করে।
তুমি কি আমার চেয়ে বেশি লম্বা?
সে পরীক্ষায় পাস করেছে।
তুমি ভালো গল্প বলতে পার।
ওষুধটা খুব তেতো।

২. যার কথা বাক্যে বলা হয় বাক্যের সেই অংশকে বলে উদ্দেশ্য। নীচের বাক্যগুলিতে উদ্দেশ্য অংশ নেই। ডানদিক থেকে উদ্দেশ্য বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় লেখো :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২.১ ..... গালে রং মেখেছি। (আমি)
২.২ ..... শুধু দুষ্টুমিই করে না। (দুষ্টু ছেলেরা)
২.৩ ..... টক খেতে খুব ভালো বাসে। (আমার বন্ধুরা কেউ কেউ)
২.৪ ..... হুল ফোটায়। (মৌমাছিরা)
২.৫ ..... বসে আছে। (লোকজন সবাই)

৩. বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলে বিধেয়। নীচের বাঁদিকের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলিতে বিধেয় বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো :

ডানদিক থেকে বিধেয়গুলো বেছে নিতে হবে।

৩.১ আমি ..... (ছড়া বলতে পারি)
৩.২ বড়োরা সবাই ..... (আমাকে বকাবকি করে)
৩.৩ একটা মৌমাছি ..... (তাকে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে)
৩.৪ ..... বৃষ্টি..... (সকাল থেকে ..... পড়েই চলেছে)
৩.৫ ..... সুকান্ত ভট্টাচার্য (এই কবিতাটি লিখেছেন)

শ্রুতলিখন :

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।
তারপর হব ইতিহাস।

পাঠ একক : ১৮

পেটে ও পিঠে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামর্থ্য :
১. এই পাঠটির সঙ্গে তুলনায় অন্য পাঠগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারা।
২. পাঠের গল্পটি সংক্ষেপে বলতে/লিখতে পারা।
৩. পাঠের শিরোনামটির অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারা।
৪. এই পাঠের বক্তব্য সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলতে/লিখতে পারা।
৫. ছোটো নাটক লিখতে পারা।
৬. অন্যের কথাবার্তা ও হাবভাব নকল করতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ তুমি কোনো নাটক দেখেছ?
- ❑ কী নাটক দেখেছ?
- ❑ নাটকের চরিত্রের কথাবার্তাকে বলে সংলাপ। এরকম সংলাপ তুমি বলতে পার কি?
- ❑ তুমি নাটক করতে পার?

পাঠ :

(১)

প্রথম দৃশ্য

[বাড়ির সম্মুখে পথে বসে পা ছড়িয়ে বনমালী পরমানন্দে সন্দেশ আহার করছে। বয়স ৭। তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স ১৫। সন্দেশের প্রতি সলোভে দৃষ্টিপাত করে]

তিনকড়ি। কী হে বটকৃষ্ণ, কী করছ?

[বনমালী নিরুত্তরে অবাক হয়ে থাকে]

তিনকড়ি। উত্তর দিচ্ছ না যে? তোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়?

বনমালী। (সংক্ষেপে) না।

তিনকড়ি। অবিশ্যি বটকৃষ্ণ। যদি হয়? আচ্ছা, তোমার নাম কী বলো।

বনমালী। আমার নাম বনমালী।

- বনমালী বাড়ির সামনে বসে কী করছিল?
- বনমালী কার কথা শুনে অবাক হয়েছিল?
- দুজনের মধ্যে কে বয়সে বড়ো?
- সে বনমালী আর বটকৃষ্ণের সম্বন্ধে কী বলেছিল?
- বনমালীর বাবা তাকে কী নামে ডাকে?

তিনকড়ি। (হেসে উঠে) ছেলেমানুষ, কিচ্ছু জান না। বনমালীও যা বটকৃষ্ণও তাই, একই। বনমালীর মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। বনমালী মানে বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণর মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। বটকৃষ্ণের মানে বনমালী। আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখনো আদর করেও ডাকে না বটকৃষ্ণ?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। ছি ছি? আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, মোধোর বাবা মোধোকে বলে বটকৃষ্ণ— তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলে না। ছি ছি!

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

[পার্শ্বে উপবেশন]

বনমালী। (সগর্বে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।

(২)

তিনকড়ি। আচ্ছা ভুতুবাবু, তোমার ডান হাত কোনটা বলো দেখি।

বনমালী। (ডান হাত তুলে) এইটে ডান হাত।

তিনকড়ি। আচ্ছা, বাঁ হাত কোনটা বলো দেখি।

বনমালী। (বাম হাত তুলে) এইটে...।

তিনকড়ি। (খপ করে পাত থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিজের মুখের কাছে ধরে) আচ্ছা ভুতুবাবু, এইটে কী বলো দেখি।

[বনমালীর শশব্যস্ত হয়ে কেড়ে নেবার চেষ্টা]

তিনকড়ি। (সরোষে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করে) এত বড়ো ধেড়ে ছেলে হলি, এইটে কী জানিস নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়। [তিনকড়ির মুখে সন্দেশের দ্রুত অন্তর্ধান]

বনমালী। (পিঠে হাত দিয়ে) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। ছি ছি ভুতুবাবু, তোমার জ্ঞান হবে কবে বলো দেখি।
এইটে জান না যে, পেটে খেলে পিঠে সয়?

[আরেকটা সন্দেশ মুখের ভিতর পূরণ]

- তিনকড়ি বনমালীকে কী করতে বলেছিল?
- 'এইটে কী জানিস নে?'—জিনিসটা কী?
- জিনিসটা নিয়ে তিনকড়ি কী করল?
- 'তবে এই স্থির হল'—কী স্থির হল?

বনমালী। (দ্বিগুণ বেগে) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিঠে সয় না? এই দেখো-না কেন, পেটে খেলে (আরেকটা সন্দেশ খেয়ে) পিঠে সয়।

[বনমালীর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত]

সয় না?

বনমালী। (সরোদনে চিৎকার করে) না ন্না ন্না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করে) তা হবে। তোমার তা হলে সয় না দেখছি। যার যেমন ধাত। তবে থাক, তবে আর কাজ নেই। তবে এই স্থির হল, কারও বা পেটে সমস্তই সয়, কারও-বা পিঠে কিছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।

(৩)

[সহসা বনমালীর পিতার প্রবেশ]

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পিতা। কী রে ভুতু কাঁদছিস কেন?

[পিতাকে দেখে বনমালীর দ্বিগুণ ক্রন্দন]

তিনকড়ি। (বনমালীর পৃষ্ঠে হাত বুলিয়ে অতি কোমল স্বরে)
বাবা জিগ্‌গেস করছেন, কথার উত্তর দাও।

বনমালী। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোনো দোষ নেই—সন্দেশগুলি খেয়ে ভুতুবাবু ঠোঙাটি নিয়ে খেলা করছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু, কে মেরেছে রে?

বনমালী। (তিনকড়িকে দেখিয়ে) ও মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খুব মেরেছি বটে। কার না রাগ হয় বলুন দেখি। ছেলেমানুষ খেলা করছে—খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙাটা কেড়ে নাও কেন বাপু? আপনি থাকলে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাকলে তার দুখানা হাড় একত্তর রাখতাম না। যত সব ডানপিটে ছেলে এ পাড়ায় জুটেছে!

বনমালী। বাবা, ও আমার সন্দেশ—

তিনকড়ি। (নিবৃত্ত করে) আরে আরে, ওকথা আর বলতে হবে না।

পিতা। কী কথা?

তিনকড়ি। আজ্ঞে, কিছুই নয়। আমি ভুতুবাবুকে আনা দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা। সে কি আর বলবার বিষয়?

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কী বাপু?

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিতা। ঠাকুরের নাম?

তিনকড়ি। খুদিরাম মুখোপাধ্যায়।

- পিতা এসে কী কী দেখলেন?
- বনমালী বাবাকে কী বলতে চাইছিল?
- তিনকড়ি ওঁকে কী বুঝিয়েছে?
- পিতা পাড়ার ছেলেটার উপর রেগে কী বলেছিলেন?
- সন্দেশ সম্বন্ধে তিনকড়ি পিতাকে কী বলেছিল?

[তিনকড়ির ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম]

পিতা। চলো বাবা, বাড়ির ভিতর চলো। জলখাবার খাবে। আজ পৌষ-পার্বণ, পিঠে না খাইয়ে ছাড়ব না।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাকবে। কাল মধ্যাহ্নভোজন করে বাড়ি যেয়ো।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

(৪)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অন্তঃপুরে তিনকড়ি পিষ্টক আহারে প্রবৃত্ত]

তিনকড়ি। (স্বগত) ডান হাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চলছে ভালো।

ভুতুর মা। (পাতে চারটে পিঠে দিয়ে) বাবা, চুপ করে বসে থাকলে হবে না, এ চারখানাও খেতে হবে।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে। (আহার)

[ভুতুর বাপের প্রবেশ]

পিতা। ও কী ও! পাত খালি যে। ও রে, খান আষ্টেক পিঠে দিয়ে যা।

[পিঠে-দেওন]

বাবা, খেতে হবে। এরই মধ্যে হাত গুটোলে হবে না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে। (আহার)

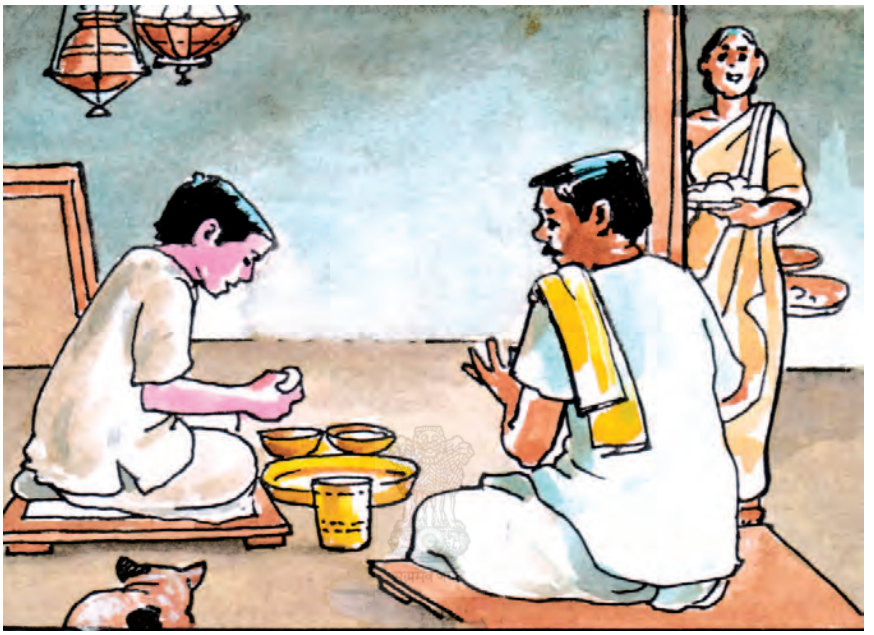

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

[পিসিমার প্রবেশ]

পিসিমা। (ভুতুর মার প্রতি) ও বউ, তিনকড়ির পাত খালি যে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ওকে খান দশেক পিঠে দাও। লজ্জা কোরো না বাবা, ভালো করে খাও।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

[পিসেমহাশয়ের প্রবেশ]

পিসেমহাশয়। বাপু, তোমার খাওয়া হল না দেখছি। দিয়ে যা, দিয়ে যা, এদিকে দিয়ে যা। পাতে খান পনেরো পিঠে দে। তোমাদের বয়সে আমরা খেতুম হাঁসের মতো। সবগুলো খেতে হবে, তা বলছি।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

- এবার নাটকের কোন্ দৃশ্য শুরু হচ্ছে?
- তিনকড়ি কী খাচ্ছিল?
- কে কে আদর করে পিঠে খাওয়াচ্ছিল?
- 'পিঠে আর খাবে?'—উত্তরে তিনকড়ি কী বলেছিল?

[দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। (ভুতুর মার প্রতি অন্তরালে) ও বউ, পিঠে তো সব ফুরিয়ে গেছে, আর একখানাও বাকি নেই।

ভুতুর মা। কী হবে?

দিদিমা। কী আর হবে।

[তিনকড়ির পাশে গিয়ে পরিহাস করে পিঠে এক কিল মেরে]

পিঠে আর খাবে!

তিনকড়ি। আজ্ঞে না।

দিদিমা। সে কী কথা। আর দুটো খাও।

[আর দুটো কিল]

তিনকড়ি। (গাত্রোত্থান করে) আজ্ঞে না। আর আবশ্যক নেই।

(৫)

তৃতীয় দৃশ্য

[পরদিন তিনকড়ি শয্যাগত। পাশে বনমালী]

তিনকড়ি। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ভুতুবাবু, তোমার বাবা কোথায় হে?

বনমালী। বদ্যি ডাকতে গেছে।

তিনকড়ি। (কাতরস্বরে) আর বদ্যি ডেকে কী হবে। ওষুধ খাব যে তার জায়গা কোথায়?

বনমালী। তোমার পেটে কী হয়েছে তিনকড়িদা?

তিনকড়ি। যাই হোক গে, কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিলুম মনে আছে কি?

বনমালী। আছে।

তিনকড়ি। কী বলো দেখি।

বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।

তিনকড়ি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো—'পিঠে খেলে পেটে সয় না'।

- তৃতীয় দৃশ্যে কে কে আছে?
- তিনকড়ির কাতর স্বর কেন?
- কাতর স্বরে সে কী বলেছিল?
- আজ আর একটা শেখাব।— কথাটা কী?
- কাল কী শিখিয়েছিল?

SCHOOL EDUCATION DEPAR
GOVERNMENT OF WEST BE

নাট্যকার-পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি বলে বিখ্যাত হয়ে আছেন। কবিতাগ্রন্থ (ইংরেজি) 'গীতাঞ্জলি'র জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছিলেন ১৯১৩ সালে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ছাড়াও তিনি ছোটোদের জন্য অনেক হাসির নাটক লিখেছেন। তাঁর 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' নাটকের বই দুটিতে অনেকগুলো হাসির নাটক আছে।

শব্দার্থ

পরমানন্দে—মনের সুখে
আহার—খাওয়া
সলোভে—খুব ইচ্ছা হয়েছে এমনভাবে
দৃষ্টিপাত—দেখা
নিরুত্তর—চুপ
গাত্রোত্থান—উঠে পড়া
শশব্যস্ত—খুব ব্যস্ত হয়ে
চপেটাঘাত—চড়
সরোষে—রেগে
ধেড়ে—বড়ো
অন্তর্ধান—অদৃশ্য
পার্বণ—পর্ব, উৎসব
ক্ষীণ কণ্ঠে—খুব আস্তে
ঠাকুরের নাম—বাবার নাম
সরোদনে—কাঁদতে কাঁদতে
পূরণ—গিলে ফেলা
নিঃশেষ—একেবারে শেষ
ধাত—স্বভাব
সয়—সহ্য হয়
যে আজ্ঞে—আচ্ছা
পিঠে—এর দুটো অর্থ। একটি—খাবার (যেমন পৌষ-পার্বণের পিঠে) অন্যটি —পৃষ্ঠদেশে।
হাত-গুটোনো—বন্ধ করা
কোমল—নরম
পৃষ্ঠে—পিঠে
একত্তর—একত্র
সন্তোষে—খুশি হয়ে
অন্তঃপুরে—বাড়ির ভিতরে
মধ্যাহ্নভোজ—দুপুরের খাওয়া

মনে রেখো :

এই পাঠে 'পিঠে' শব্দটির দুটি অর্থ মনে রাখবে। 'পিঠে সয়' মানে পিঠে মারধর সহ্য হয় আর 'পিঠে সয় না' মানে পিঠে খেলে অসুখ করে। এখানে দেখেছ চালাক তিনকড়ি বোকা বনমালীর সন্দেশ নিয়ে নিয়েছে। বাবাকে উলটো বুঝিয়েছে তিনকড়ি। তাকে বাবা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পৌষ-পার্বণের পিঠে খাইয়েছেন। প্রথমে পেটুক তিনকড়ি পিঠে পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু সবাই মিলে এত পিঠে তাকে জোর করে খাওয়াল যে সে অসুখে পড়ে গেল। আর তখনই সে বুঝতে পারল তার পেটে পিঠে সহ্য হয় না।

অনুশীলনী

মৌখিক :

১. নাটিকাটির নাম কী?

২. এটি কে লিখেছেন?

৩. বটকৃষ্ণ আর বনমালী— শব্দ দুটো সম্বন্ধে তিনকড়ি কী বলেছিল?

৪. তিনকড়ি বনমালীর সন্দেশ খাবার সময় তাকে কী কী বলেছিল?

৫. বাবা পাড়ার ছেলেকে কী শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন?

৬. নাটিকায় কোন্ মাসের কথা লেখা আছে?

৭. এমাসের উৎসবটির বৈশিষ্ট্য কী?

৮. পেটুক বনমালী কীভাবে জব্দ হয়েছিল?

৯. পিঠে খেলে পেটে সয় না— কথাটির অর্থ কী?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত :

১. কোন্‌টি কে বলেছিল?

১.১ পেটে খেলে পিঠে সয়।

১.২ বদ্যি ডাকতে গেছে।

১.৩ তোমাদের বয়সে আমরা হাঁসের মতো খেতুম।

১.৪ পিঠে আর খাবে?

২. কারণগুলো সংক্ষেপে লেখো :

২.১ তিনকড়ি বনমালীকে তার দুহাত দেখাতে বলেছিল, কারণ.....

২.২ বনমালী চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল, কারণ.....

২.৩ তিনকড়ি বলে যে সে পাড়ার ডানপিটে ছেলেটিকে মেরেছিল, কারণ.....

২.৪ বনমালী বাবাকে তিনকড়ির বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারছিল না, কারণ.....

২.৫ তিনকড়ির পেটে ওষুধ খাবারও জায়গা নেই, কারণ.....

৩. তিনকড়ি ভুতুর বাবাকে কী কী মিথ্যে কথা বলেছিল?

৪. ভুতুর বাবা তিনকড়িকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

৫. তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে তিনকড়ি শয্যাশায়ী। সে শয্যাশায়ী কেন?

৬. কোন্‌টির কী অর্থ বুঝিয়ে দাও :

৬.১ পেটে খেলে পিঠে সয়।

৬.২ পিঠে খেলে পেটে সয় না।

৭. নাটিকাটির কোন্ ঘটনাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে লেখো।

৮. সন্দেশ এক রকমের মিষ্টি। আরও পাঁচ রকম মিষ্টির নাম লেখো।

৯. এটি কী জাতীয় লেখা মাথায় ✓ (টিক) চিহ্ন দিয়ে দেখাও :

গল্প/কবিতা/নাটিকা/বর্ণনা

১০. নীচে রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা আছে। এদের মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্য পাঠের রচনাটি সম্পর্কে খাটে সেগুলো চিহ্নিত করো :

— এতে একটি ঘটনা সাধারণভাবে লেখা হয়েছে।

— ঘটনাগুলো সংলাপের (দু জনের মধ্যে সরাসরি কথা) আকারে লেখা হয়েছে।

— ঘটনা একটানা বলা হয়েছে।

— ঘটনা তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।

— কোন্ জায়গায় কোন্ ঘটনা ঘটেছে সেগুলো বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

— সবাই কেবল কথাই বলে গেছে।

— সবাই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজও করেছে।

— এটি অভিনয় করা যায়।

— এটি দুঃখের নাটিকা।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

১১. নীচের ঘটনা নিয়ে তুমি একটি ছোটো নাটক লেখো। নাটকটি তিন বন্ধু মিলে অভিনয় করবে।

একটা মিষ্টির দোকান—দোকানি ভিতরে কী কাজে গেছে—বাইরে আছে ছেলে বিশু—পেটুক মটকার প্রবেশ—বিশুর সঙ্গে খাবারের কথা বলতে বলতে থালা থেকে মিষ্টি তুলে খাচ্ছে—বিশু বাবাকে ডেকে নালিশ করছে—বাবা জিজ্ঞেস করছে কে খাচ্ছে—মটকা বলল: বলো মাছি। বাবা তা শুনে বলল: খাক গে, একটু জোরে পাখা কর্—অনেকক্ষণ পরে বাবা বাইরে এসে দেখে মিষ্টি নেই—মটকাও উধাও।

ভাষা-পরিচয়

১. দুটি অংশ যোগ করে শব্দগুলো লেখো : শব্দগুলো এই পাঠেই দেখেছ।

১.১ মহা + আশয় — .....

১.২ চপেটা + আঘাত — .....

১.৩ পরম + আনন্দ — .....

১.৪ গাত্র + উত্থান — .....

২. ডানদিকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :

২.১ বনের মালী - .....

২.২ শশের (খরগোশের) মতো ব্যস্ত - .....

২.৩ নাই উত্তর - .....

২.৪ বিনয়ের সঙ্গে - .....

২.৫ কাতর যে স্বর - .....

২.৬ জল (হালকা) যে খাবার - .....

নিরুত্তর কাতরস্বর
বনমালী শশব্যস্ত
জলখাবার সবিনয়ে

৩. দুই অংশ যোগ করে প্রথমে শব্দ তৈরি করো। তারপর ওই শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করো :

৩.১ চল্ + অন — চলন। ৩.২ ঢাল্ + আও — ..... ৩.৩ বাঁধ্ + উনি — .....

৩.৪ ঘাট্ + তি — ..... ৩.৫ ঝরন + আ — ..... ৩.৬ কাট্ + আরি — .....

৩.৭ প্রী + তি — ..... ৩.৮ দা + তা — ..... ৩.৯ নগ + র — .....

৩.১০ শীত + ল — ..... ৩.১১ দোকান + দার — ..... ৩.১২ দেশ + ই — .....

৪. পুরুষ ও স্ত্রীলোক বোঝায় এমন শব্দ বসাও :

৪.১	পুরুষ বোঝায়	স্ত্রীলোক বোঝায়	পুরুষ বোঝায়	স্ত্রীলোক বোঝায়
	বাবা	মা	দাদু	.....
	ছেলে	.....	বালক	.....
	পিসেমশাই	.....	ছাত্র	.....
	কিশোর	.....	বর	.....
৪.২	পুরুষ-বাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষ-বাচক	স্ত্রীবাচক
	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	.....	বাঘিনি
	.....	কুমারী	.....	জননী
	.....	শ্রীমতী	.....	রানি
	.....	লেখিকা	.....	শিক্ষিকা

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৫. দুটো বাক্য যুক্ত হয়ে নীচের বাক্যগুলো তৈরি হয়েছে। তুমি বাক্য দুটো ভাগ করে দেখাও :

৫.১ এই স্থির হল যে কারো কারো পেটে সব সয়।

(I) এই স্থির হল। (II) কারো কারো পেটে সব সয়।

৫.২ কারো পেটে পিঠে সয় কিন্তু কারো পেটে পিঠে সয় না।

(I) ..... (II) .....

৫.৩ সে সবই দেখল আর মুচকি হাসল।

(I) ..... (II) .....

৫.৪ তুমি এখানে থাকো কিংবা আমার সঙ্গে চলো।

(I) ..... (II) .....

৫.৫ যদিও খুব মেঘ করেছিল তবু বৃষ্টি হয়নি।

(I) ..... (II) .....

৫.৬ আমি জানি যে তুমি ভালো করবে।

(I) ..... (II) .....

শ্রুতলিখন :

ভুবন। দিদিমণি, গাছ লাগালে কী হয়?

শিক্ষিকা। পরিবেশ সুন্দর হয়।

পাঠ একক : ১৯

মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম

১.

মা বাবা নেই তো কী হয়েছে?
আমিই তোকে মানুষ করব।

২.

পড়াশোনায় ওর খুব উৎসাহ।
দেখো, ও ভালো হবে। বড়ো হবে।

১৮৮৯ সালে ৩ ডিসেম্বর ক্ষুদিরামের জন্ম। শৈশবেই তার মা বাবা দুজনেই মারা যান। ক্ষুদিরাম মানুষ হতে থাকে দিদি অপরূপা দেবীর কাছে।

ক্ষুদিরাম থাকে দিদির সঙ্গে মেদিনীপুরের তমলুকে। সেখানে সে ভরতি হয় হ্যামিলটন স্কুলে।.....

৩.

কোথায় চললে ক্ষুদিরাম?
—জনার্দনপুরে। সেখানে খুব বন্যা।

৪.

এখন কোথায় যাচ্ছ ক্ষুদিরাম?
— ব্যায়াম সমিতিতে।

কিশোর বয়সে ক্ষুদিরামেরা ছুটে যেত মানুষের বিপদে আপদে। নিয়মিত শরীরচর্চা করে শরীরকে সুস্থ সতেজ রাখত।

৫.

কী চাও তুমি?
—আমি দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন।..... ক্রমশ সে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য স্বদেশি কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে।

৬.

— সোনার বাংলা! সোনার বাংলা পড়ুন!

ইংরেজ শাসন-বিরোধী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিক্রি করছিল সে এক মেলায়। সেখানে পুলিশ তাকে ধরে।.....

৭.

ওই তো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল!

অত্যাচারী শাসক কিংসফোর্ডকে মারার জন্য পাঠানো হল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকিকে। ক্ষুদি আর প্রফুল্ল যাচ্ছে তাকে মারতে।

৮.

—ওই কিংসফোর্ডের গাড়ি। ছুড়ে দাও!

কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ করে ক্ষুদিরাম বোমা ছোড়ে। কিন্তু কিংসফোর্ড সেদিন ওই গাড়িতে ছিলেন না। মারা পড়েন অন্য দুজন ইংরেজ মহিলা।

৯.

—বিচারের রায় তুমি শুনেছ?

—হ্যাঁ। আমার ফাঁসি হবে।

বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হল না ক্ষুদিরাম।.....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

১০.

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী।

১১ আগস্ট ১৯০৮ দেশকে স্বাধীন করার জন্য ফাঁসিতে প্রাণ দিল বালক ক্ষুদিরাম।

নির্দেশ : মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরামের ছবি ও সূত্রগুলির অনুসরণে শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়ুয়াদের আগে মুখে বলিয়ে পরে গল্পটি লিখতে বলবেন।

আমাদের জাতীয় সংগীত :

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!.....জয় জয় জয় জয় হে!

পাঠ একক : ২০

চিঠি লেখা

সামর্থ্য : ১. চিঠি লেখার উদ্দেশ্য বলতে পারা।
২. চিঠি কী ভাবে পাঠানো যায় সে সম্বন্ধে জানাতে পারা।
৩. চিঠির বিভিন্ন অংশ দেখাতে পারা।
৪. পুরো চিঠি লিখতে পারা।

মৌখিক :
- ❑ চিঠি কে কে দেখেছ?
- ❑ খাম আর পোস্ট কার্ড—দুটোর তফাত কী?
- ❑ চিঠি যে বাক্সে ফেলা হয় সেটাকে কী বলে?
- ❑ ডাকঘরে কী কাজ হয়?
- ❑ বাড়ি বাড়ি চিঠি পৌঁছে দেয় কে?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

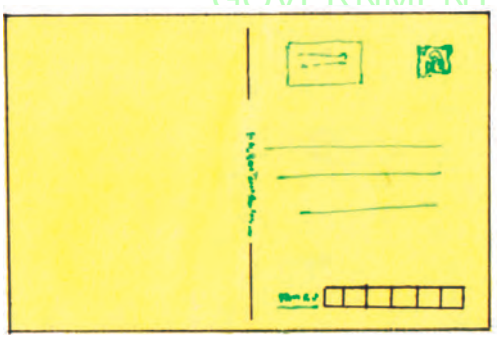

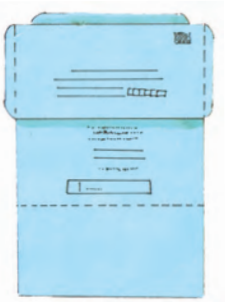

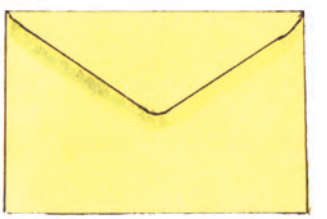

পাঠ :

(১)

ছোটো বড়ো সবাইকে নানা দরকারে চিঠি লিখতে হয়। নানা জায়গায় ডাকে চিঠি পাঠানো যায়।

তুমি দূর বিদেশেও চিঠি পাঠাতে পার। চিঠি লিখতে পার পোস্ট কার্ডে, ইনল্যান্ড লেটারে, খামে কিংবা এরোগ্রামে–এরোপ্লেনে। সাধারণত পোস্ট কার্ড, খাম ইত্যাদিতে স্ট্যাম্প বা ডাকটিকিট ছাপা থাকে। তবে সাদা খামেও ডাকটিকিট লাগিয়ে চিঠি পাঠানো যায়। আজকাল তো ফ্যাক্স্ পদ্ধতিতেও চিঠি পাঠানো যায়। তুমি এদেশে বসে চিঠি লিখে ফ্যাক্স্ মেশিনে ঢুকিয়ে দিলে। মুহূর্তের মধ্যে খুব দূরের কোনো জায়গায় ওখানকার ফ্যাক্স্ মেশিনে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে তোমার হাতের লেখা চিঠিটা।

নীচের চিঠিটা দেখো।

(২)

২২ জানুয়ারি ২০০৬
লালবাগ
পোস্ট অফিস: লাল বাগ
জেলা: মুর্শিদাবাদ
পিন .....

প্রিয় বন্ধু,

আমাকে মনে পড়ছে তোমার? সেই যে তোমরা বেড়াতে এসেছিলে। তোমরা হাজারদুয়ারি দেখতে যাচ্ছ আর আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার নাম মনিরুল। তোমার নামও আমার মনে আছে, তপু—তপন বসু।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

তারপর তুমি বললে তোমাদের সঙ্গে থাকতে। এখানকার সব কিছু আমার চেনা। আমার বাড়ি তো এখানে। আমরা দেখতে লাগলাম লালবাগ, মতিঝিল, সিরাজের সমাধি। আমি সব বলে দিচ্ছিলাম কোথায় কী ছিল। অস্ত্রাগারে নবাবের সাতনলা বন্দুক দেখে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

সব ঘুরে এসে আমরা একসঙ্গে গঙ্গার পাড়ে বসে কত কিছু খেলাম। তোমার মা আমাকে বলেছিলেন—লজ্জা কোরো না বাবা, খাও। তোমার বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমি কোন্ বাড়িতে থাকি, কোন্ ক্লাসে পড়ি। তারপর চলে যাবার সময় তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দিয়েছিলে। তাই দেখে আমি তোমাকে লিখছি।

তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম জানাই। তুমি আমার ভালোবাসা জেনো। আবার এসো। চিঠির জবাব দিয়ো।

ইতি
তোমার বন্ধু
মনির

তপন বসু
C/O ডা. তাপস বসু
পো: নবনগর
জেলা: বীরভূম
পিন-৭৩১ ১০১

(৩)

এই চিঠিতে কী কী দেখলে?

একেবারে উপরে ডানদিকে ছোটো করে লেখা আছে যেখান থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে তার নাম।

তারপর দেখছ 'প্রিয় বন্ধু'। এটা দিয়ে শুরু হয়েছে চিঠি।

বন্ধুর কাছে লেখার সময় শুরুতে এরকম শব্দ লিখতে হয় : প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু

ছোটোদের কাছে লিখতে হয়— স্নেহের, আদরের

বড়োদের কাছে লেখার শব্দ—পূজনীয় / পূজনীয়া, শ্রদ্ধেয় / শ্রদ্ধেয়া

স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে লেখার জন্য—মাননীয় / মাননীয়া

তারপর শুরু হল চিঠি :

প্রথম অংশে চিঠির লেখক চিঠির প্রাপককে কিছু কথা জিজ্ঞেস করছে।

পরের দুটি অংশে লেখা হয়েছে শেষ কয়েকটি কথা—আরও, কিছু করার অনুরোধ।

সব শেষের অংশে শেষের দু-একটি কথা—'ইতি তোমার বন্ধু' ও 'লেখকের নাম'।

আর একেবারে নীচে বাঁদিকে একটা খোপে দেখানো হয়েছে প্রাপকের ঠিকানা। এই ঠিকানা কিন্তু লিখতে হবে ঠিকানা লেখার নির্দিষ্ট জায়গায়।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(৪)

তাহলে চিঠির কাঠামোটা হবে এরকম :

(১) প্রেরকের (যে পাঠাচ্ছে) নাম ও ঠিকানা

(২) প্রাপকের (যে চিঠিটা পাবে) নাম ও ঠিকানা

(৩) চিঠি পাঠাবার তারিখ

(৪) চিঠির বক্তব্য

(ক) প্রেরকের ঠিকানা তারিখ ..... (খ) সম্বোধন (গ) বক্তব্য : গ ১. নিজের কথা জানানো গ ২. প্রাপকের কথা জানতে চাওয়া (ঘ) সমাপ্তি : ঘ ১. ইতি (এখানেই শেষ করছি) ঘ ২. তোমারই / আপনারই ঘ ৩. প্রেরকের নাম	(ঙ) প্রাপকের ঠিকানা

১৩ মার্চ ২০০৬

রুবি দত্ত

প্রযত্নে: শ্রীঅমর দত্ত

গ্রাম: দক্ষিণ রামনগর

পো: রামনগর

জেলা : বাঁকুড়া

পিন .....

পূজনীয়া পিসিমা,

তুমি ও পিসেমশাই আমার প্রণাম নিয়ো। টুকুদিকে আমার ভালোবাসা দিয়ো।

আমরা ভালো আছি। দিদার পিঠে একটু ব্যথা হয়েছিল। এখন অনেকটা সেরে গেছে। আমাদের আমগাছে বোল ধরেছে। এবার অনেক আম হবে। গরমের ছুটিতে তোমরা আসবে কিন্তু। টুকুদিকে বোলো আমার জন্য একটা গল্পের বই আনতে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

আর বিশেষ কী!

ইতি

তোমার স্নেহের

রুবি

শ্রীমতী অণিমা রায়

প্রযত্নে: শ্রী সুজন রায়

১২০/৪ সত্যেন রায় রোড

বেহালা

কলকাতা-৭০০ ০৩৪

মাননীয় প্রধান শিক্ষক
ভেদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
ভেদিয়া

মান্যবর,

আমার দিদির বিবাহ উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে আত্মীয় অনেকেই আসবেন। সেজন্য আমাকে কাজকর্ম করতে হবে।

তাই ৪ জুন ও ৫ জুন ২০০৮ আমি স্কুলে আসতে পারব না।

ওই দুদিন আমাকে অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুর করলে বাধিত হব।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

আপনার অনুগত ছাত্র,
শুভ্র বারুই
৪র্থ শ্রেণি
রোল নম্বর ৬

স্বাক্ষর
সুধাংশু বারুই
(অভিভাবক)
২০ ঝিল রোড, পো : ভেদিয়া
জেলা : বর্ধমান
২ জুন ২০০৮

শব্দার্থ ও টীকা

পোস্ট কার্ড (Post Card) — হলদেটে রঙের ছোটো কার্ড। তাতে চিঠি লেখা যায়। পোস্ট কার্ড কম দামেই পাওয়া যায়।

ইনল্যান্ড (Inland) — দেশের মধ্যে চিঠি পাঠাবার সবুজ রঙের পাতলা কাগজ। চিঠি লিখে ভাঁজ করে ডাকে দেওয়া হয়।

এরোগ্রাম (Aerogram) — নীলচে রঙের পাতলা কাগজ, অনেকটা ইনল্যান্ড আকারের। বিমানে পাঠানো হয় বলে এগুলোতে বেশি খরচ পড়ে।

খাম — কাগজে চিঠি লিখে এর মধ্যে পুরে মুখ বন্ধ করা হয়। উপরে ঠিকানা লিখে ডাকে দেওয়া হয়।

পিন — ডাক বিভাগের এলাকার নম্বর। এটি ইংরেজিতে PIN. এটি ইংরেজি Postal Index Number—এই তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি।

মুহূর্তের মধ্যে — এক নিমেষে।

হাজারদুয়ারি — মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় এই বাড়িটির অসংখ্য দরজা। লালবাগ, মতিঝিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমলের জায়গা।

চিঠির প্রেরক — যে চিঠি পাঠায়। চিঠির প্রাপক — চিঠি যে পায়। সমাপ্তি — যেখানে শেষ হয়।

মনে রেখো :

নিজের কথা অন্যকে লিখে জানাবার জন্য চিঠি লেখা হয়। অন্যের খোঁজখবর জানবার জন্যও চিঠি লেখা হয়। খাম, ইনল্যান্ড লেটার, পোস্ট কার্ড ইত্যাদিতে লিখে চিঠি পাঠানো যায়। ছোটোদের কাছে, বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখার ধরন ও শব্দ আলাদা। আবার দরখাস্তলেখা হয় অন্যভাবে।

অনুশীলনী

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

মৌখিক :

১. একটি চিঠি পড়ে শোনাও। (শিক্ষিকা/শিক্ষক একটি চিঠি পড়ুয়াকে পড়তে দেবেন)

২. চিঠি কী জন্য লেখা হয়?

৩. কীভাবে চিঠি লিখে পাঠানো হয়?

৪. চিঠি আনা-নেওয়ার কাজ কোথায় চলে?

৫. ডাকপিয়োনের কাজ কী?

লিখিত :

১. ঠিক অংশটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ আমি চিঠি (কখনো দেখিনি / দু-একটা দেখেছি / অনেক দেখেছি)

১.২ চিঠি আর গল্প (দুটোই একরকম / দুটো আলাদা / দুটোর মধ্যে কিছু মিল আছে)

১.৩ আমি চিঠি লিখতে (জানি / একটু একটু জানি / কখনও লিখিনি)

১.৪ চিঠিতে (কেবল নিজের কথাই জানানো হয়/ কেবল অন্যের কথাই জানতে চাওয়া হয় / নিজের কথা জানানো ও অন্যের কথা জানতে চাওয়া হয়)

২. দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ চিঠি কীসে লিখে পাঠানো যায়?

২.২ চিঠি ফেলার বাক্সের নাম কী?

২.৩ চিঠি কে পৌঁছে দেয়।

২.৪ প্রেরক কে?

২.৫ প্রাপক কে?

৩. শব্দগুলো চিঠির কাঠামোতে ঠিক জায়গায় দেখাও :

(১) প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ (২) প্রাপকের সম্বোধন (৩) সমাপ্তি

৪. তুমি কাউকে চিঠি লিখতে চাও। প্রেরকের ঠিকানার জায়গায় তোমার ঠিকানাটি এভাবে লিখে দেখাও।

তারিখ : .....

প্রেরকের নাম : .....

[দরকারমতো] প্রযত্নে (অভিভাবকের নাম) : .....

পাড়া / রাস্তার নাম : .....

গ্রাম / শহরের নাম : .....

ডাকঘর : .....

জেলা : .....

পিন : .....

৫. যার কাছে চিঠি লিখবে সেই প্রাপকের ঠিকানা লেখো :

প্রাপকের নাম : .....

[দরকারমতো] অভিভাবকের নাম : .....

তার পাড়া / রাস্তার নাম : .....

গ্রাম / শহরের নাম : .....

ডাকঘর : .....

জেলা : .....

পিন : .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৬. ডানদিকের অংশগুলো চিঠির ছকে বসাও :

I. ৫.২.০৬
সোমা টুডু
অরবিন্দ নগর
পো: ও জেলা: জলপাইগুড়ি
পিন: ৭৩৫ ১০১

II. প্রিয় সুবলা

III. তোর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।

IV. ইতি তোরই সোমা

V. সুবলা বণিক
প্রযত্নে শ্রীসুমন্ত বণিক
১৩, পূর্বপাড়া
ডাকঘর: কালনা
জেলা: বর্ধমান
পিন:

সত্যমেব জয়তে
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ঠিকানা

৭. তুমি একটি গল্পের বই পড়েছ। বইটির কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো।

৮. মামার অসুখ করেছিল। এখন কেমন আছেন জানতে চেয়ে তাঁকে চিঠি লেখো।

৯. তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে। সেজন্য একদিন স্কুলে যেতে পারবে না। ওই একদিন অনুপস্থিতির ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের / শিক্ষিকার কাছে দরখাস্ত লেখো।

একটি ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীর লেখা

জানলার বাইরে রোজ যা দেখি

আমার ঘরের দক্ষিণমুখো জানলার বাইরে তাকালেই একটা অন্য জগৎ দেখা যায়, — যা আমাদের সকলেরই চেনা।

প্রথমেই দেখা যায় একটা খোলা নীল আকাশ। সে আকাশে প্রতিদিন সূর্য ওঠে ও ডোবে। সেই জানলার সোজাসুজি একটা তালগাছ আছে, সেখানে একটি বাবুই পাখি ও তার ছানা থাকে — সারাদিন কিচিরমিচির করে। তারপরই দেখা যায় সবুজ অফুরন্ত মাঠ। সেই মাঠটা একটা মিডিল স্কুলের মাঠ আছে। সেই মাঠে সকাল-সন্ধ্যে ছোটো-ছোটো বাচ্চারা খেলাধুলা করে। আমাদের বাড়ির সামনের দিকেই আছে চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তার দু'পাশে আছে বড়ো-বড়ো বাড়ি। সেই রাস্তা দিয়ে সারাক্ষণ লোক যায়-আসে। রাস্তা পেরোলেই আছে একটি পুকুর। পুকুরের পাশেই আছে একটা ছোটো আমবাগান।

আমার ঘর থেকে বেশি ভালো লাগে বিকাল বেলায় জানলার সামনে দাঁড়াতে — কেননা ঐ সময় পাখিরা ঘরে ফিরে যায় এবং তা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

—— আমার ঘরের জানলার বাইরে এই সুন্দর জগৎ দেখা যায়, যা সকলের চেনা জগৎ হলেও প্রত্যেকদিন মনে হয় এক অন্য জগৎ।

সুব্রত বণিক
চতুর্থ শ্রেণি, রোল নং-২৮
দম দম বৈদ্যনাথ
ইনস্টিটিউশন

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

জানলার বাইরে রোজ যা দেখি

(আগের পৃষ্ঠার লেখাটি পড়ে নাও। এবার তুমি যা রোজ দেখ, তা লাইন বরাবর লিখবে)

নাম .....

শ্রেণি ..... শাখা ..... রোল নম্বর .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পরিশিষ্ট (১)

নমুনা মূল্যায়ন পত্র

(মৌখিক ২০ + লিখিত ৮০) পূর্ণমান — ১০০

মূল্যায়ন গ্রহণের সময় কিছু পরামর্শ :

১. মৌখিক অংশের সবগুলো প্রশ্ন সব পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সেজন্য প্রথম দিন মৌখিক এবং লিখিত দ্বিতীয় দিন করা ভালো।

২. শ্রুতলিখন সবাই একসঙ্গে করতে পারে।

৩. 'পড়ো'—অংশটির জন্য একটি গল্পের বই থেকে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পড়ুয়াকে পড়তে দিলে ভালো হয়।

মৌখিক :

১. বলো :

১.১ তোমার নাম কী? (১)

১.২ তোমার ঠিকানা কী? (২)

১.৩ তোমার দুটো প্রিয় খাবারের নাম বলো। (২)

১.৪ দুটি দেশের নাম বলো। (২)

২. পড়ো :

সন্ধ্যার আকাশ সুন্দর। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ ওঠে। তখন জ্যোৎস্নার আলো দেখা যায়। (২)

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩. উত্তর দাও : ২ × ২ = (৪)

৩.১ পাহাড় আর সমুদ্র—দুটোর মধ্যে কী তফাত দেখা যায়?

৩.২ নদীতে কী কী দেখা যায়?

৪. তোমার গ্রাম সম্বন্ধে ৩টি বাক্য বলো: (৩)

৫. শ্রুতলিখন : (৪)

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম।

লিখিত :

১. যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ বর্ষাকালে সূর্য (মোটেই দেখা যায় না/মাঝে মাঝে দেখা যায়/সব সময় দেখা যায়)। (১)

১.২ টেলিভিশনে (কেবল ছবিই দেখা যায়/ কেবল শব্দই শোনা যায়/ছবিও দেখা যায়, শব্দও শোনা যায়)। (১)

১.৩ শ্রুতলিখন মানে (শুনে শুনে লেখা/ দেখে দেখে লেখা/মুখস্থ লেখা)। (১)

১.৪ আমার দাদা বয়সে (আমার সমান সমান/আমার চেয়ে ছোটো/আমার চেয়ে বড়ো)। (১)

২. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ ওনাম উৎসব কোন্ সময়ে হয়? (৩)

২.২ তোমার স্কুলটি কখন গেলে দেখা যাবে? (৩)

২.৩ শীত আর গ্রীষ্মের পার্থক্য কী? (৩)

৩. তিন-চারটি বাক্যে লেখো :

৩.১ হাটে গেলে কী কী দেখা যায়? (৪)

৩.২ যাঁরা চাষ করেন তাঁদের কাছে চাষ সম্বন্ধে জানতে চাও। এজন্য ৩টি প্রশ্ন করো। (৪)

৩.৩ তুমি বড়ো হয়ে কোথায় কোথায় যেতে চাও? (৪)

৪. আম সম্বন্ধে পাঁচ-ছটি বাক্য লেখো। (৬)

৫. বাক্যগুলো পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাড়ির সম্মুখে পথে বসে পা ছড়িয়ে বনমালী পরমানন্দে সন্দেশ আহার করছে। বয়স ৭। তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স ১৫। সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত।

প্রশ্ন :

১. দুটি ছেলের মধ্যে কে বড়ো? (২)

২. প্রথম ছেলেটি কোথায় বসেছিল? (২)

৩. তাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল কেন? (২)

৪. দ্বিতীয় ছেলেটি কী করেছিল? (২)

৬. ডানদিক থেকে দুটি স্বরবর্ণ ও দুটি যুক্তাক্ষর বেছে নিয়ে লেখো :

স্বরবর্ণ — (I) ..... (II) ..... (ওই তো সুন্দরবন। হিংস্র জন্তুর আবাস।) (২)

যুক্তাক্ষর — (I) ..... (II) ..... (২)

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৭. কী করতে হবে ডানপাশে দেখে নাও :

৭.১ আর্যশ্চ — ..... (অবাক) — অর্থ অনুযায়ী বর্ণগুলো ঠিকমতো সাজাও। (৪)

৭.২ ..... গ্রাম — (পাড়া গাঁ) — আরও একটি শব্দ বসাও।

৭.৩ স ..... (একটি মিষ্টিখাবার) — শব্দটি সম্পূর্ণ করো।

৭.৪ কর ..... (একটি তেতো সবজি)

৮. স্ত্রী/পুরুষ রূপটি লেখো : (৪)

৮.১ ছাত্র — ..... ৮.২ সুন্দরী — .....

৮.৩ মহাশয় — ..... ৮.৪ ঠাকুরদা — .....

৯. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো : (৪)

৯.১ সুন্দর — ..... ৯.২ উপরে — .....

৯.৩ দুষ্টু— ..... ৯.৪ কম — .....

১০. একই অর্থের দুটি করে শব্দ লেখো : (৪)

১০.১ বৃক্ষ — (I) ..... (II) .....

১০.২ মস্ত — (I) ..... (II) .....

১১. এক কথায় কী হবে লেখো : (৫)

১১.১ যিনি চাষ করেন — ..... ।

১১.২ হাট ও বাজার — ..... ।

১১.৩ ধানের খেত — ..... ।

১১.৪ কাঁচা কিন্তু মিঠে — ..... ।

১১.৫ হাতে পরার ঘড়ি — ..... ।

১২. পাশের অংশ ঠিকমতো যোগ করে শব্দ বানাও : (৪)

বাসা
ব
দার
তা

১২.১ স্বাধীন + ... = ...

১২.২ মান + ... = ...

১২.৩ দোকান + ... = ...

১২.৪ ভালো + ... = ...

১৩. কী করতে হবে তা ডানদিকে দেখে লেখো :

১৩.১ আমরা ..... । (আরও দু-তিনটি শব্দ বসিয়ে বাক্য শেষ করো) (২)

১৩.২ আজ হবে স্কুল আমাদের ছুটি। (শব্দ ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য করো) (২)

১৩.৩ আমি যাচ্ছি। আবার আসব। (তবে বসিয়ে দুটি বাক্যকে একটি বাক্য করো) (২)

১৩.৪ ..... বসে থাকো। (আরও দু-তিনটি শব্দ বসিয়ে বাক্য শেষ করো) (২)

১৩.৫ যদি বাড়ি যাও সব দেখতে পাবে। (এই বাক্যটি ভেঙে দুটি বাক্য করো) (২)

১৩.৬ ..... (মায়ের কাছে এক গ্লাস জল চাও—তার জন্য বাক্যটি কী হবে লেখো) (২)

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পরিশিষ্ট(২)

।। একটি পাঠ এককের শিখন-পরিকল্পনার নমুনা ।।

পাঠ একক : বিবেকানন্দের ছেলেবেলা

উপ-একক	পিরিয়ড	কাম্য সামর্থ্য	শিখন-প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ	মূল্যায়ন ও সংশোধন	উপকরণ
১. ভিতজরিপ	(১)	● কোন্ সামর্থ্য অর্জিত, কোন্ সামর্থ্য আয়ত্ত করতে হবে তা দেখা।	● মৌখিক ● শোনা, বলা, পড়ার কাজ করা।	● ভিতজরিপ থেকে ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও ঘাটতি পূরণের কাজ-সারণি নির্মাণ।	● ভিতজরিপপত্র
২. ঘাটতি পূরণ	(১)	●চিহ্নিত ঘাটতি পূরণের জন্য উপযুক্ত কাজ করে নেবেন শিক্ষক/শিক্ষিকা।	● ঘাটতি পূরণের কাজ দেখে পিছিয়ে পড়া, মাঝারি এবং এগিয়ে থাকা পড়ুয়াদের দল গঠন।	● সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ	●পড়া শেখার কাজ: বর্ণ কার্ড, শব্দ কার্ড, বাক্য কার্ড।
৩. পাঠের ১ম অংশ	(১)	● ঠিক উচ্চারণে পড়তে ও বলতে পারা। ● বিরামচিহ্ন অনুযায়ী পড়তে পারা। ● শব্দার্থ বলতে পারা। ● সুষ্ঠু হাতের লেখা লিখতে পারা। ● বানান ঠিক করে লিখতে পারা। ● দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নচিহ্ন দিতে পারা। ● শুদ্ধ বাক্য লিখতে পারা। ● বিশেষ্য সম্বন্ধে ধারণা।	●পড়তে বলা। ● নিজে পড়ে বোঝার চেষ্টা করা। ● দলের সহপাঠীর সাহায্য নিয়ে নিজের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা। ● প্রশ্নের উত্তর বলা। ● প্রশ্নের উত্তর লেখা। ● এই অংশ থেকে দু-এক লাইন শ্রুতলিখন।	● প্রয়োজনমতো ভুল-ত্রুটি শুধরে দেওয়া।	● ১ম অংশের শেষে প্রশ্নাবলি। দরকার মতো আরও প্রশ্নপত্র। ● ব্ল্যাক বোর্ড ● বিভিন্ন কার্ড
৪. পাঠের ২য় অংশ	(১)	● আগের উপ-এককের মতো সবগুলো। ● বিশেষ্য ও সর্বনাম সম্বন্ধে ধারণা।	● প্রথম উপ-এককের মতো।	● প্রথম উপ-এককের মতো।	● প্রথম উপ-এককের মতো।
৫. পাঠের ৩য় অংশ	(১)	● আগের উপ-এককের মতো। ● ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা।	● আগের উপ-এককের মতো।	● আগের উপ-এককের মতো।	● আগের উপ-এককের উপকরণ। ● ভাষা শেখার আরও কাজ।
৬. অনুশীলনী— মৌখিক অংশ ও শ্রুতলিখন অংশ	(১)	● মৌখিক সামর্থ্যসমূহ (শুনে বুঝতে পারা, বলে বোঝাতে পারা, ঠিকমতো পড়তে পারা, শুনে লিখতে পারা)।	● (বেশি পড়ুয়া হলে) দু-একটি বাক্য পড়তে বলা, সম মানের অন্য বই থেকে উত্তর দিতে বলা প্রত্যেক পড়ুয়াকে। ● প্রশ্ন করতে বলা। ● শ্রুতলিখন দেওয়া ও দেখে দেওয়া।	● মৌখিক ঘাটতি পূরণের জন্য বাড়তি মৌখিক কাজ।	● অনুশীলনীর মৌখিক অংশ। ● দরকারমতো আরও প্রশ্নপত্র। ● 'কিশলয়' ছাড়া সম মানের অন্য বই।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৭. অনুশীলনী— লিখিত অংশ	(১)	● লিখিত সামর্থ্যসমূহ (ঠিক বানান, সুষ্ঠু হাতের লেখা, দুই শব্দের মধ্যে ফাঁক, শব্দ, বাক্য)।	● প্রত্যেক পড়ুয়া লিখিত অনুশীলনীর উত্তর খাতায় লিখবে।	● প্রত্যেকের প্রয়োজন-মতো ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়া।	● খাতা, পেনসিল, কলম।

শিক্ষিকা/শিক্ষকের প্রতি বিশেষ পরামর্শ :

১. কাম্য সামর্থ্য প্রত্যেক পাঠের ঠিক উপরেই লেখা আছে। আপনি পাঠ অনুশীলনীর কাজের সহায়ক আরও সামর্থ্য চিহ্নিত করতে পারেন।

২. পাঠের অংশ-সংলগ্ন প্রশ্নগুলোর সঙ্গে দরকারমতো আরও প্রশ্ন করবেন।

৩. পরিশিষ্ট (৩) অংশে ভাষা শেখার বিভিন্ন কাজের উল্লেখ আছে। আপনি পড়ুয়ার প্রয়োজনমতো আরো কাজ দিতে পারেন।

৪. ভিতজরিপের একটি নমুনা- প্রশ্নপত্র পরিশিষ্ট (৪) অংশে দেওয়া আছে। আপনি অনুরূপ জরিপ পত্র দরকারমতো তৈরি করে নেবেন।

পরিশিষ্ট(৩)

।। ভাষা শেখার কাজ : সক্রিয়তাভিত্তিক ।।

১. মূকাভিনয় : চারা লাগানো— জল দেওয়া— চারা বাড়ছে— ডালপালা গজাচ্ছে (হাত তুলে) — ফল ধরছে (মাটি থেকে গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে) — ফল পাড়া — খাওয়া (একজন পড়ুয়া ভঙ্গিগুলো পর পর করে যাবে। যা যা করছে সেটা অন্যরা মনে রাখবে। তারপর তারাও সেরকম করবে। কী কী দেখলে খাতায় লিখবে)।

২. আওয়াজ শুনে বলা : একজন পশু/পাখির ডাক ডাকবে। সবাই ডাক শুনে পশুপাখির নাম বলবে, লিখবে। বোর্ডে লিখেও খেলা যেতে পারে। (মিউ/ঘেউ/কা কা ইত্যাদি)

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩. বর্ণ সাজিয়ে শব্দ : কল্লিম — মল্লিক। বোর্ডে লিখে খেলা। পড়ুয়া নিজেও ও রকম বানাবে।

৪. মেলা/হাট বসানো : খদ্দের-পড়ুয়া বিক্রেতা-পড়ুয়াকে জিজ্ঞেস করবে — এটা কী/কত দাম ইত্যাদি।

৫. ছবি আঁকা থাকবে — ছবি সম্বন্ধে শব্দ লিখবে। পড়ুয়া নিজেও ছবি আঁকতে পারে।

৬. কোনো জিনিসের নাম বলবে একজন — আর একজন বলবে তা দিয়ে কী হয়/কী কাজে লাগে ইত্যাদি। (বই — আমরা বই পড়ি। বাক্যটি লিখবে)

৭. চুপ করে থাকার খেলা : চুপ করো। যা বলি তাই করো। কোনো রকম আওয়াজ হলেই নাকচ।

৮. শিক্ষিকা/শিক্ষক বলে যাবেন আর পড়ুয়া শুনবে। হঠাৎ থামবেন — শেষে শব্দটি কী বলেছেন পড়ুয়াকে বলতে হবে।

৯. শিক্ষিকা/শিক্ষক এক পড়ুয়াকে কানে কানে একটা শব্দ বলবেন। সে আর একজনকে। ও আর একজনকে। শেষ যাকে বলবে সে উঠে জানিয়ে দেবে শব্দটি কী।

১০. এক মিনিটে ক-টা শব্দ লিখতে পারে সেটা দেখা।

১১. একটি জিনিস দিয়ে অনেক রকম করে দেখানো (যেমনঃ লাঠি দিয়ে বাঁশি/ছিপ/ব্যাট/বন্দুক/আঁকশি)।

১২. হাতের মুঠোয়/পকেটে/বইয়ের নীচে কী আছে অনুমান করে বলতে বলা। বলার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া (যেমন : গোল/কাঁচ আছে/সংখ্যা লেখা আছে/কাঁটা আছে = ঘড়ি)।

১৩. শব্দ গঠন — বোর্ডে লিখে — ঘ ঘট ঘটক

১৪. অসম্পূর্ণ শব্দ সম্পূর্ণ করা — অন্ধকা — (র), পশ্চি — (ম)

১৫. অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করা — আমি এখন .....। (আমি এখন যাব।)

১৬. বর্ণ দিয়ে শব্দ গড়া (চকের সাহায্যে) : ম হা ভা র ত

এই ছক থেকে বর্ণ দিয়ে ক-টা শব্দ তৈরি করতে পার দেখো।

যেমন, মহা, হার — এভাবে করে যাবে।

১৭. অন্ত্যাক্ষর দিয়ে শব্দ গঠন — রস-সদর-রসিক।

১৮. ছবি দেখে গল্প বলা/লেখা।

১৯. একজন একটি বাক্য বলবে। তার সঙ্গে সংগতি রেখে পরের জন আরেকটি বাক্য বলবে। পরের জন আরো একটা—এভাবে (আমি একটি ফল দেখেছি। ফলটির নাম আম। আম বৈশাখে পাকে।) ইত্যাদি।

২০. একটি অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ শিক্ষক বলবেন/লিখে দেবেন। পরের অংশ পড়ুয়া বলবে/লিখবে।

২১. কোনো একটি ফুল, পাখি, জীবজন্তুর কথা ভেবে নিয়ে — তার সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেবে। ইঙ্গিত অনুযায়ী তার নাম বলতে হবে। (ওড়ে। ডানায় যেন ছবি আঁকা আছে। ফুলে ফলে বসে। — প্রজাপতি)

২২. একজন বলবে — আমি একটি জন্তু দেখেছি, তার নাম বলো। অন্যরা জিজ্ঞেস করে করে জেনে নেবে। যেমন, তার কটা পা? সে কি ঘাস খায়? সে কি দুধ দেয়? প্রশ্নগুলোর উত্তরে প্রথম জন কেবল হ্যাঁ বা না বলবে। সেই ইঙ্গিত ধরে জন্তুটির নাম বলতে হবে।

২৩. বোর্ডে লিখে শব্দ গঠনের খেলা : কো। কোকি — কোকিলে — কোকিলের। যে শেষ করবে সে হেরে যাবে। সেজন্য প্রত্যেকে চাইবে শব্দটি বড়ো করতে।

২৪. প্রত্যেকে চট করে বাইরে গিয়ে কিছু দেখে আসবে। ফিরে এসেই বলবে সে যা দেখেছে সে রকম একটি জিনিসের নাম, সেটা বোর্ডে/খাতায় লিখবে। এ রকম পরপর করবে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২৫. কাগজের টুকরোয় প্রত্যেকে একটা কিছু করার কথা লিখে কাগজের টুকরোগুলো ভাঁজ করে একটি টেবিলের উপর রাখবে। প্রত্যেকে এসে কাগজ দেখবে, সেই মতো করে দেখাবে। (একটু হাসো/গালে হাত দাও/নাচো)।

২৬. শব্দগুলো শুনে অনুমান করে বলতে হবে : (খাতা/ক্লাস/ব্ল্যাকবোর্ড/ছুটি) = ইস্কুল। (ফুল/পাতা/ফল) = গাছ।

২৭. আত্মীয়দের নাম বলতে হবে। একজন করে বলে যাবে। (মা-বাবা-ভাই-বোন)।

২৮. প্রত্যেকে নিজের খাতায় ছবি আঁকবে। তার খাতাটি পাশের জনকে দেবে। সে ছবির নীচে একটি বাক্য লিখে দেবে। খাতা ফেরত দেবে। সবাই তার খাতায় লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।

২৯. বোর্ডে একটি যুক্তাক্ষর লিখুন। সেটির সঙ্গে অন্য বর্ণ যোগ করে শব্দ লেখা। (চ্ছ-তুচ্ছ-গুচ্ছ-পুচ্ছ)।

৩০. বোর্ডে আঁকুন বা ছাপা ছবি পকেট বোর্ডে লাগিয়ে দিন। প্রত্যেককে ওই ছবি সম্বন্ধে একটি করে বাক্য বলতে বলুন।

৩১. নিজে একটি বাক্য ভাবুন। বাক্যের একটি শব্দ বাদ দিয়ে বোর্ডে লিখুন। শব্দটি কী হবে পড়ুয়াকে বলতে বলুন।

৩২. 'আমার পকেটে (বা ব্যাগে) একটি জিনিস আছে। জিনিসটি কী বলো।' প্রত্যেকে বলবে। শেষ পর্যন্ত আপনি জিনিসটি বের করে দেখাবেন। এমনও হতে পারে পকেটে (বা ব্যাগে) কিছুই নেই।

৩৩. বোর্ডে একটি বাক্য লিখুন। এটির সঙ্গে প্রত্যেককে একটি করে বাক্য বলতে বলুন। সবকটি বাক্য খাতায় লিখতে বলুন।

৩৪. পাঠ্যগ্রন্থ থেকে বা আগের শেখা কোনো কবিতা স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করতে বলুন।

৩৫. কোনো একজন শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় সংগীত গাইতে বলুন।

(যে কোনো পাঠের অনুশীলনকালে শিক্ষিকা/শিক্ষক উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলির যে কোনো এক বা একাধিক কাজ-এর ব্যবহার করতে পারেন। এতে পাঠটি জীবন্ত, সক্রিয় ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ও প্রয়োজনমতো উদ্ভাবন করে নিয়ে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন।)

পরিশিষ্ট (৪)

।। ভিতজরিপ-পত্র (নমুনা) ।।

শিক্ষিকা/শিক্ষকের প্রতি

১. এরকম ভিতজরিপ-পত্র তৈরি করে কোন্ পড়ুয়া কোন্ সামর্থ্যের স্তরে আছে জেনে নিন।

২. যে শ্রেণিতে অনুশীলনী হবে তার কিছুটা আগের স্তর থেকে শুরু করে সহজ থেকে কঠিন এমন ক্রমান্বয়ে প্রশ্নপত্র সাজাতে হবে।

৩. এতে নম্বর দিয়ে বা গ্রেড দিয়ে সামর্থ্যের মান নির্ণয় করতে পারবেন।

৪. প্রত্যেকের ঘাটতি চিহ্নিত করে ঘাটতির পরিমাণ ও রকম অনুযায়ী শ্রেণিতে পড়ুয়াদের তিন-চারটি দলে ভাগ করে নিতে পারেন।

মৌখিক

(শোনা ও বলার সামর্থ্য ও ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য)

		ভালো (৩)	কম ভালো (২)	একটু ভালো (১)
১. বলো :		(১)		
১.১ তোমার নাম	১.১			
১.২ তোমার গ্রামের/শহরের নাম	১.২			
১.৩ আজ সকালে কী কী দেখেছ/করেছ	১.৩			
১.৪ (একটি ছবি/দৃশ্য দেখিয়ে) পড়ুয়া কী কী দেখছে বলবে	১.৪			
১.৫ একটি কবিতা/ছড়া শোনাবে	১.৫			

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(শব্দ পড়ার সামর্থ্য ও ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য)

২. পড়ো :		(২)		
২.১ শত শত	২.১			
২.২ ঘন ঘন	২.২			
২.৩ সব ঘর	২.৩			
২.৪ টক জল	২.৪			
২.৫ ভাষা জানা	২.৫			
২.৬ কাটা ছাড়া	২.৬			
২.৭ দিদির চিঠির	২.৭			
২.৮ অমৃতভূষণ চৌধুরী	২.৮			
২.৯ নৈহাটির রেখা মাসি	২.৯			

		নির্ণীত মান		
		ভালো (৩)	কম ভালো (২)	একটু ভালো (১)
২.১০ মৌলবি সৌকত আলি	২.১০			
৩. (বাক্য পড়ার সামর্থ্য ও ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য)			(৩)	
৩.১ বাড়ি এসো।	৩.১			
৩.২ এখন পড়তে বসব।	৩.২			
৩.৩ জিলিপি কখন ভাজবে?	৩.৩			
৩.৪ শ্রীধর মণ্ডল শিক্ষক।	৩.৪			
৩.৫ দন্ত চিকিৎসার ডাক্তার।	৩.৫			
৪. (অনুচ্ছেদ পড়ার সামর্থ্য/ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য)			(৪)	
৪.১ এক বাঘ ছিল।	৪.১			
৪.২ তার নাম ছিল বাঘাই।	৪.২			
৪.৩ শ্রী ব্যাঘ্রের সুন্দর স্বভাব।	৪.৩			
৪.৪ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন।	৪.৪			
৪.৫ প্রত্যহ নৌকাযাত্রীদের আশীর্বাদ করতেন।	৪.৫			
৫. (অনুচ্ছেদ পড়ার সামর্থ্য/ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য)			(৫)	
৫.১ তিনি সুন্দরবনে থাকেন এবং সেখানে একটি ইস্কুল খুলেছেন।	৫.১			
৫.২ সেটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তার নাম প্রাণীশিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়।	৫.২			
৫.৩ সুন্দরবনে অনেক বন্য জন্তুর বাস ও তাদের সন্তানেরা সেখানে পড়ে।	৫.৩			
৫.৪ অনেকে এখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে এবং তারা পরীক্ষা দিচ্ছে।	৫.৪			
৫.৫ এই স্কুলের পণ্ডিতের নাম ব্যাঘ্রসুন্দর, তিনি এখন বিখ্যাত।	৫.৫			

সত্যমেব জয়তে
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

লিখিত

১. (বর্ণস্তরের সামর্থ্য/ঘাটতি যাচাই করার জন্য)

১.১ শূন্যস্থানে ঠিক পরের বর্ণটি বসাও : ১.১

| অ | | এ | | উ | | ও | | ই | |

১.২ একটি করে স্বরবর্ণ বসিয়ে শব্দ করো ১.২

| বই | ....তু | ....ম | টা....... | ....লি | লা....... |

১.৩ শূন্যস্থানে ঠিক পরের বর্ণটি বসাও : ১.৩

| ক | | ঝ | | শ | | ট | | ত | | ব | |

নির্ণীত মান

	ভালো (৩)	কম ভালো (২)	একটু ভালো (১)
১.৪			
১.৫			
২.১			
২.৩			
২.৪			
২.৫			

১.৪ ব্যঞ্জনবর্ণ বসিয়ে শব্দ বানাও :

গ ম | ন..... | ব..... | ম..... | সা..... | পা.....

১.৫ আকার, ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার, একার, ঐকার, ওকার, ঔকার বসাও

চা - চা | ঘ - | ক -

ক - | দ - | স -

হ্ - | গ - | ন -

২. (শব্দ স্তরের সামর্থ্য/ঘাটতি যাচাই করার জন্য)

২.১ ছবিতে কী দেখেছ নীচে নীচে লেখো : (যে কোনো ছবি দেখিয়ে)

সত্যমেব জয়তে

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২.২ দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা, য-ফলা, রেফ, ন-ফলা, ধ-ফলা ডানদিক থেকে পর পর যুক্ত করে শব্দগুলো আবার লেখো :

প্রথমটি করে দেখানো হল।

পত - পত্র। (র-ফলা) জন - .....। বন - .....।

কণ - .....। রত - .....। বন - .....।

২.৩ ঠিকমতো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:

উতিন্ন - উন্নতি। প্রজ্ঞাতি - .....। মশ্চিপ - .....।

শ্রাবিম - .....। উরত্ত - .....। সনম্মা- .....।

২.৪ একই অর্থের একটি শব্দ লেখো :

বিদ্যালয় - স্কুল। ছুড়ে দেওয়া - .....। খুব বড়ো - .....।

পড়ুয়া - .....। অবাক - .....। অসুন্দর- .....।

২.৫ বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো :

দিন -.....। কম -.....। আসা -.....।

বিশ্রী -.....। উত্তর দিক -.....। খোলা- .....।

নির্ণীত মান

	ভালো (৩)	কম ভালো (২)	একটু ভালো (১)

৩. বাক্যস্তরের সামর্থ্য ঘাটতি যাচাই করার জন্য :

৩.১ একটি করে শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরি করো : ৩.১

ভোর .....। সূর্য .....। ফুল .....।

কাক .....। আমি .....।

৩.২ দুটি করে শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরি করো : ৩.২

সীমা গান গায়। মিনি .....।

আবু .....। হাসিনা .....।

৩.৩ তুমি কোন্‌টা দিয়ে কী কর : ৩.৩

কলম - .....। মুখ - .....।

চোখ - .....। বল - .....।

পা - .....। হাত - .....।

৩.৪ ধরো, বর্ষার দিনে তুমি পথের দিকে তাকিয়ে আছ। কী কী দেখতে পাচ্ছ? ছয়টি বাক্যে লেখো : ৩.৪

ঝম্ ঝম্ করে .....। একটি .....।

সে .....। আকাশে .....।

.....। .....।

৩.৫ গাছের দিকে তাকিয়ে দেখেছ আম। আরও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছ। যা যা দেখছ সেসব নিয়ে লেখো : ৩.৫

(I) .....

(II) .....

(III) .....

(IV) .....

(V) .....

(VI) .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পরিশিষ্ট (৫)

অভিধান

[যেসব শব্দের একাধিক অর্থ আছে, সেই সব শব্দের ক্ষেত্রে সেমিকোলন (;) দিয়ে বিভিন্ন অর্থ আলাদা করা হয়েছে। প্রথম অর্থটি পাঠে ব্যবহৃত অর্থ।]

অ

অংশগ্রহণ করা—যোগ দেওয়া

অকাতরে—অনায়াসে, বিনা কষ্টে

অঙ্গ—দেহ, শরীর; অংশ

অচিনপুর—অচেনা জায়গা বা দেশ

অতিকিশোর—নিতান্তই কিশোর (এগারো থেকে পনেরো বছরের ছেলে)

অত্যাচার—জুলুম, পীড়ন

অধিবাসী—বাসিন্দা

অনুকূল—পক্ষে, সহায়ক
[বিপরীত — প্রতিকূল]

অনুচ্ছেদ—গদ্যরচনার এক এক অংশ, প্যারাগ্রাফ

অনুরোধ—মিনতি, প্রার্থনা

অনুশীলন—চর্চা, অভ্যাস

অনুসরণ করে—অনুসারে, অনুযায়ী

অন্তঃপুর—বাড়ির ভিতর, অন্দরমহল

অন্তরালে—আড়ালে

অন্তর্ধান—উধাও, অদৃশ্য
[বিপরীত — আবির্ভাব]

অফুরন্ত—যা ফুরোয় না, অফুরান, অনন্ত

অবগতি—জানা, জ্ঞান

অবজ্ঞা—ছোটো মনে করা, তুচ্ছজ্ঞান

অবিকল—হুবহু, একেবারে একরকম

অভিবাদন—নমস্কার, বন্দনা

অভিযান—অজানাকে জানার জন্য যাত্রা

অভ্যস্ত—অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত; স্বভাবগত
[বিপরীত — অনভ্যস্ত]

অলৌকিক—পৃথিবীতে যা সাধারণত ঘটে না, অপ্রাকৃত

অশান্তি—শান্তির অভাব, জ্বালা

অ্যান্টেনা—আকাশতার, এর সাহায্যে বেতার সংকেত ধরে টিভি সেটে পাঠানো সম্ভব হয়

আ

আঁখি—চোখ

আকর্ষণ—টান
[বিপরীত — বিকর্ষণ]

আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা, বাসনা

আকাশপারে—আকাশের বুকে

আগ্রহ—ইচ্ছা, ঔৎসুক্য
[বিপরীত — অনাগ্রহ]

আজগুবি—অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, বানানো
[বিপরীত — বিশ্বাসযোগ্য]

আত্মসমর্পণ—নিজেকে সঁপে দেওয়া

আদর্শ—অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত

আদিবাসী—আদিম জাতি

আদিম—অনেক আগের, খুব প্রাচীন

আদ্যিকালের—অনেক আগেকার

আনন—মুখ

আনুষ্ঠানিক—অনুষ্ঠান সম্পর্কিত; নিয়মমাফিক

আবদার—বায়না, অন্যায় দাবি

আবশ্যক—দরকার, প্রয়োজন

আবিষ্কার—নতুন কিছু উদ্ভাবন

আমোদপ্রিয়তা—আমোদ-ফুর্তির দিকে ঝোঁক

আয়োজন—জোগাড়, উদ্যোগ, অনুষ্ঠান

আলসেমি—কুঁড়েমি
[বিপরীত — তৎপরতা]

আশ্চর্য—আজব, অদ্ভুত, বিস্ময়কর

আহরণ—সংগ্রহ, সংকলন

আহার—খাওয়া, ভোজন

আহ্লাদে—আনন্দে

উ

উৎসুক—উদ্‌গ্রীব

উত্তর—জবাব, সাড়া; দক্ষিণ দিকের বিপরীত
[বিপরীত — প্রশ্ন; দক্ষিণ]

উথলে ওঠে—উপছে পড়ে, ছাপিয়ে ওঠে

উপজাতি—পাহাড়ি বা বনবাসী আদিবাসী

উপবেশন—বসা, আসন গ্রহণ

উপযোগিতা—প্রয়োজনীয়তা

উল্লাস—আনন্দ, স্ফূর্তি।

উষা—রাতের শেষ আর দিনের শুরু, ভোরবেলা

ও

ওসার—চওড়া, প্রস্থ

ওস্তাদ—পটু, দক্ষ; গুরু

ক

কক্ষ—ঘর

কবি—যিনি কবিতা লেখেন

কমল—পদ্ম

করঞ্জা—করমচা

কর্মকাণ্ড—বড়ো বড়ো কাজ, কাজকর্ম

কলকবজা—যন্ত্রপাতি

কলি—ফুলের কুঁড়ি

কল্পনা—মনে মনে ভেবে নেওয়ার কাজ

কল্পনাপ্রবণতা—নিজের থেকে চিন্তা বা ভেবে নেওয়ার ঝোঁক

কষ্টেসৃষ্টে—খুব কষ্ট করে

কাত—একপাশে হেলে যাওয়া অবস্থা

কাতরস্বর—ব্যাকুল গলার আওয়াজ, আর্তনাদ

কায়দাকানুন—নিয়মকৌশল

কারিগরি—ক্রিয়াকৌশল, তৈরি করার দক্ষতা

কালি—কালো, কালো রং

কুঁত কুঁত করা—ঘাবড়ে যাওয়া

কিরণ—আলো

কুপোকাত—পরাজিত, বিধ্বস্ত

কুমোর—মাটির পাত্র ও মূর্তি ইত্যাদি বানায় যে

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কেব্‌ল—মোটা তার যার সাহায্যে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানো যায় (Cable)

কেয়ার (ইংরেজি শব্দ)—পরোয়া (Care)

কেশর—পশুর ঘাড়ের লম্বা ঘন লোম

কোঁতকা—মোটা লাঠি

কৌতুক—মজা

ক্যামেরা—ছবি বা ফোটো তোলার যন্ত্র (Camera)

ক্রন্দন—কান্না, রোদন

ক্রুদ্ধ—রাগি

ক্রোশ—তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরত্ব

ক্ষীণকণ্ঠে—দুর্বল স্বরে, খুব আস্তে [বিপরীত — উচ্চকণ্ঠে]

খ

খামকা—শুধুশুধু, অকারণে

খুঁট—কাপড়ের কোনা

খোশমেজাজে—খুশি মনে

গ

গণ্ডি—সীমানা, ঘের

গাত্রোত্থান—গা তোলা, উঠে পড়া

গালগল্প—বানানো বা অবাস্তব কথা

গালি—কটুবাক্য, গালাগাল

গিন্নি—গৃহিণী, স্ত্রী

গুরুত্ব—আমল, প্রাধান্য

গোল্লা পাকিয়ে—চোখ গোল গোল করে

গোঁয়ার—একগুঁয়ে

গৌরব—সম্মান, গরিমা, মহিমা

গ্রাহ্য—মানা, মেনে নেওয়া

গ্রেপ্তার—বন্দি, আটক

চ

চপেটাঘাত—চড়, চাপড়, থাপ্পড়

চরণধূলি—পায়ের ধুলো, আশীর্বাদ

চলৎশক্তি—চলবার ক্ষমতা, গতিশীলতা

চলনসই—কাজ চালানো গোছের

চলন্ত—চলমান, যা চলে, গতিশীল

চাঁদনি—জ্যোৎস্নায় ভরা

চাখতে চাখতেই—আস্বাদ নিতে নিতেই

চাল—ছাদ; চাউল; গতি, রীতি, কৌশল; মিথ্যে বড়াই

চালু—প্রচলিত

চিড়িয়াখানা—যেখানে বনের পশুপাখি খাঁচায় রেখে প্রতিপালন করা হয়

চিৎকার—চ্যাঁচানি, জোরে বলা

চুনকালি মাখা—বদনাম মেনে নেওয়া

চুনখসানো—চুনকামের চুন খসে গিয়েছে যেখানে

চুবড়ি—চাঙাড়ি, বেত বা বাঁশের তৈরি ছোটো ঝুড়ি

চ্যানেল—টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য দেশবিদেশের নানা কেন্দ্র (Channel)

ছ

ছক্কা—ক্রিকেটে ছ-এর মার

ছাই—ভস্ম; এখানে 'কিছুমাত্র' বা 'একটুও'

ছেলেমানুষ—শিশু

ছোঁড়া—ছেলে (তাচ্ছিল্যে)

ছোড়া—নিক্ষেপ করা

জ

জটিল—সহজে বুঝতে পারা যায় না যা, দুরূহ [বিপরীত — সরল]

জরুরি—দরকারি

জায়গা—ঠাঁই, ফাঁক; স্থান, পাত্র; জমি

জারিজুরি—কৌশল, চালাকি

জিজ্ঞেস—জানতে চাওয়া, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা [বিপরীত — জবাব]

জিপগাড়ি—এক ধরনের মোটর গাড়ি

জীবনধারণ—বেঁচে থাকা

ঝ

ঝোঁক—আগ্রহ

ট

টইটুম্বুর—কানায় কানায় ভরা

ড

ডানপিটে—দুরন্ত, দস্যি [বিপরীত — লক্ষ্মী]

ডানহাতের ব্যাপার—খাওয়া, আহার, ভোজন

ডিঙিয়ে—লাফ দিয়ে পার হয়ে

ডুবুরি—যারা জলের তলায় ডুব দিয়ে কিছু খোঁজ করে

ডোবা—ছোটো পুকুর; ডুবে যাওয়া

ঢ

ঢিলে—আলগা, শিথিল [বিপরীত — আঁটসাঁট]

ত

তরুতল—গাছের নীচের জায়গা

তরুলতা—গাছে জড়িয়ে থাকা লতা, গাছপালা

তুচ্ছ—অপ্রয়োজনীয়, অতি সামান্য

তুহিন মেরু—বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চল

তৃণভূমি—ঘাসে ঢাকা জমি

দ

দলগত—দল বেঁধে, সম্মিলিত

দলতে—পিষ্ট করতে, মাড়াতে

দশা—অবস্থা

দাঁড়িপাল্লা—ওজন করার সরঞ্জাম

দায়িত্ব—কর্তব্যভার, দায় নেওয়া

দুর্গ—কেল্লা

দুর্দশা—খারাপ অবস্থা, দুরবস্থা

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা

দুঃসাহসী—বেপরোয়া, অকুতোভয়
[বিপরীত — ভীরু, ভীতু]

দূর্বা—নরম ঘাস

দৃশ্যের অতীত—চোখের আড়ালে, নজরের বাইরে

দৃষ্টিপাত—তাকানো, দেখা

দেশাত্মবোধ—নিজের দেশকে ভালোবাসা, দেশকে নিজের বলে ভাবা

দোলাই—নাড়াই, দোল দিই

দোলো না—দলে যেয়ো না, মাড়িয়ে যেয়ো না

দৌলতে—সহায়তায়, সাহায্যে

দ্বন্দ্ব—বিরোধ, ঝগড়া, বিভেদ
[বিপরীত — মিলন]

দ্বিগুণ বেগে—ডবল জোরে

দ্রুত—খুব তাড়াতাড়ি, ক্ষিপ্রভাবে
[বিপরীত — ধীর, মন্থর]

ধাত—স্বভাব, মেজাজ

ধেড়ে—বেশ বয়েস হয়েছে এমন, বড়ো
[বিপরীত — কচি]

নন্দন—পুত্র, ছেলে

নাকাড়া—চামড়ার বাদ্যযন্ত্র

নাসপাতি—মিষ্টি রসালো ফল

নিঃশেষ—একেবারে শেষ, যার আর কিছু বাকি নেই, সাবাড়

নিকাশি—বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা

নিথর—যা নড়েচড়ে না, নিশ্চল
[বিপরীত — কম্পমান]

নিদেনপক্ষে—অন্তত, খুব কম করেও

নিন্দা—বদনাম

নিবৃত্ত—আটকানো, নিরস্ত
[বিপরীত — প্রবৃত্ত]

নিমেষে—চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই, পলকে

নিয়মিত—নিয়ম করে

নিরাপদে—কোনো বিপদে না পড়ে, নির্বিঘ্নে

নিরুত্তরে—জবাব না দিয়ে, বাক্যহারা হয়ে, চুপচাপ করে

নিশুতি—গভীর রাত্রি

নিশ্চয়—ঠিকই, নিঃসন্দেহে

নিষ্ঠুর—দয়াহীন, নির্দয়
[বিপরীত — সদয়]

নীলিমা—আকাশ

নৃত্যনাট্য—নাচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা অভিনয়

প

পঙ্‌ক্তি—লাইন, ছত্র, চরণ

পতঙ্গ—পাখাওয়ালা পোকা

পরমানন্দে—খুব খুশি হয়ে, অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে, মনের সুখে

পরিবর্তে—বদলে

পরিবেশ—চারপাশের জগৎ

পর্বত—পাহাড়

পশুরাজ—সিংহ

পাঁচালি—পয়ার ছন্দে লেখা প্রাচীন গীতিকাব্য

পার্বণ—পর্ব, উৎসব

পিঠে—চাল-বাটা নারকেল ক্ষীর এসব দিয়ে তৈরি মিঠাই

পিস্টক—পিঠে

পৃষ্ঠে—বুকের উলটো দিকে, দেহের পিছন দিকে

পেল্লায়—ঢাউশ, বড়ো
[বিপরীত — ক্ষুদ্রকায়]

পাত্তা—খোঁজ; আমল, গুরুত্ব

পার্শ্বে—পাশে, কাছে

পিতৃপিতামহ—বাপ-ঠাকুর্দা, পূর্বপুরুষ

পো—ছেলে

প্রকৃতি—চারপাশের জগৎ, নিসর্গ; স্বভাব

প্রখ্যাত—নামি, নামকরা
[বিপরীত — অখ্যাত]

প্রচলন—চল, ব্যবহার, প্রবর্তন

প্রতিভা—বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করার অসাধারণ ক্ষমতা

প্রধানত—মূলত, প্রধানভাবে, মুখ্যত

প্রবাসী—বিদেশবাসী
[বিপরীত — স্বদেশবাসী]

প্রবৃত্ত—রত, ব্যাপৃত
[বিপরীত — নিবৃত্ত]

প্রমাদ—বিপদ

প্রাণদণ্ড—মৃত্যুদণ্ড

প্রাণবন্ত—সজীব, জীবন্ত, স্ফূর্তিময়,

প্রান্তদেশ—কিনারা

প্রান্তে—ধারে, কিনারায়

ফ

ফসল—শস্য

ফাজলামি—বাজে কথা বলার অভ্যাস, বাচালতা, ইয়ার্কি

ফিঙে—লেজ -চেরা কালো রঙের পাখিবিশেষ

ফিরোজশাহ কোট্‌লার মাঠ—ভারতের রাজধানী দিল্লির গ্যালারিঘেরা মাঠ যেখানে বড়ো বড়ো ক্রিকেট খেলা হয়

ফুঃ ফুঃ—অবজ্ঞা বোঝাবার শব্দ

ব

বকম্ বকম্—পায়রার মতো এক নাগাড়ে বকে যাওয়া, পায়রার ডাক

বদ্যি—কবিরাজ, ডাক্তার, বৈদ্য

বন্ধ—রুদ্ধ, আটক, বন্দি
[বিপরীত — মুক্ত]

বন্ধনী—() {} [] এই সব চিহ্ন, ব্র্যাকেট; বাঁধবার দড়ি বা শিকল

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বপন—বোনা

বরণ—সাদরে গ্রহণ, স্বেচ্ছায় স্বীকার

বসুধা—পৃথিবী

বাইচ—নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা

বাউন্ডারি—ক্রিকেট মাঠের চৌহদ্দি পার করে বল পাঠানো

বাঁশরি—বাঁশি

বাদশা—মুসলমান সম্রাট

বারি—জল, বৃষ্টি; হাতি বাঁধবার দড়ি বা জায়গা

বাস্তববুদ্ধি—সত্য মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা

বিচলিত—ঘাবড়ে গিয়েছে এমন, অস্থির

বিচিত্র—নানারকম, বিভিন্ন; বিস্ময়কর

বিজ্ঞানী—নতুন তত্ত্ব বা যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক, বিজ্ঞানশাস্ত্রে দক্ষ, বৈজ্ঞানিক

বিড়ম্বিত—অকারণে কষ্ট বা ঝামেলায় পড়েছে এমন

বিপরীত—উলটো

বিপরীতার্থক—যাতে উলটো অর্থ বোঝায়

বিপ্লবী—মুক্তিযোদ্ধা, বিদ্রোহী

বিরামচিহ্ন—যতি বা ছেদচিহ্ন, যেমন: দাঁড়ি (।) কমা(,) প্রশ্নবোধক (?) ইত্যাদি

বিরুদ্ধে—বিপক্ষে, বিপরীত দিকে

[বিপরীত — পক্ষে]

বিলাত—ইংল্যান্ড ; বিদেশ

বিশ্ব—পৃথিবী

বিষয়ভিত্তিক—বিষয় অনুযায়ী

বিস্তর—অনেক, প্রচুর

বেচারা—নিরীহ, অসহায়

বেতারতরঙ্গ—বেতার সম্প্রচারে যে বায়ুতরঙ্গ ব্যবহার করা হয়

বেয়াকুব—বেকুব, বোকা, নির্বোধ, আহাম্মক

[বিপরীত — চালাক]

বেলা—বেলি (ফুলবিশেষ)

বৈশিষ্ট্য—বিশেষত্ব, নিজস্বতা

বোনে—বানায়, বয়ন করে

ব্যাবসায়িক—ব্যাবসাসংক্রান্ত

ব্যাবহারিক—কাজকর্মে প্রয়োগ করার উপযোগী

ব্যাবসাবাণিজ্য—নানারকম সওদাগরি কাজকারবার

ব্রহ্মদৈত্য—কাল্পনিক অপদেবতা

ভ

ভূমিষ্ঠ হয়ে—মাটিতে লুটিয়ে পড়ে

ম

মঙ্গল—একটি গ্রহের নাম; শুভ, কল্যাণ

মটকে—ভেঙে

মতলব—ফন্দি, কৌশল, উদ্দেশ্য

মধ্যাহ্নভোজ—দুপুরবেলাকার আহার

মনমরা—উৎসাহহীন, বিষণ্ণ

মনোরম—মনকে আনন্দ দেয় যা, অতি সুন্দর, রমণীয়

মন্দ—খারাপ, বদ, কু

মফস্‌সল—রাজধানী বা প্রধান শহরের বাইরের জায়গা

মরণখেলা—যে খেলা মরণ ডেকে আনে

মরাল—রাজহাঁস

মস্ত—প্রকাণ্ড, বিশাল

[বিপরীত — ক্ষুদ্র]

মহিষাসুর—যে অসুর বা দানবের মাথা মহিষের মতো

মাদল—খোল বা ঢোল জাতীয় বাজনা

মাদার—একরকম গাছ

মালভূমি—উঁচু সমতল জমি

মিতা—বন্ধু, সখা, মিত্র

মুশকিল—অসুবিধে, বিপদ, ফ্যাসাদ

মুহুর্মুহু—বারবার, ঘন ঘন

মূল্যবান—দামি

[বিপরীত — মূল্যহীন]

মৃদু মৃদু—আস্তে আস্তে, আলতো ভাবে

মেলা (ম্যালা)—অনেক, বহু, ঢের

ম্যাপ—মানচিত্র (Map)

য

যন্ত্রণা—জ্বালা, বেদনা

যন্ত্রপাতি—কলকবজা

যাচে—প্রার্থনা করে, চায়, ভিক্ষা করে

যান্ত্রিক—যন্ত্র বিষয়ে, কলকবজা সম্পর্কিত

যুগান্তর—যুগের পরিবর্তন, অন্য যুগ, কালান্তর

যে আজ্ঞে—হ্যাঁ, আচ্ছা, বেশ তাই

র

রক্ষে—বাঁচার উপায়; দেখাশোনা, পালন করা

রঞ্জনদ্রব্য—রং, রঙের উপাদান, রং জাতীয় জিনিস

রহস্য—ভিতরের না-জানা কথা, গোপন সত্য

রহস্যভেদ—গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন করা

রাখাল—গোরু চরানো ও গোরুর দেখাশোনা করা যার কাজ

রিমোট কন্ট্রোল— দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ (remote=দূর, দূরবর্তী; control-নিয়ন্ত্রণ)

রূপকথা—শিশুভোলানো কাল্পনিক কাহিনি

রে—সম্বোধন (আদরে, কখনও অবজ্ঞায়)

রেখা—দাগ, চিহ্ন

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ল

লক্ষ্মী—সৌভাগ্যের দেবী, সৌভাগ্য; শান্ত

লড়াইয়ে—লড়িয়ে, লড়াকু

লজ্জা—সংকোচ, কুণ্ঠা

লাউডস্পিকার—শব্দ বা ধ্বনি বাড়ানোর যন্ত্র, স্বরবিস্তারক যন্ত্র [Loud Speaker]

শ

শক্ত—কঠিন, জটিল; দৃঢ়
[বিপরীত — সহজ]

শখ—সাধ, মনের ঝোঁক, রুচি

শনাক্ত—পরিচয় নিরূপণ করা, চিহ্নিত করা

শব্দগুচ্ছ—বিশেষ অর্থবোধক একাধিক শব্দসমষ্টি

শরৎমেঘ—শরৎকালের আকাশে ভেসে থাকা মেঘ

শরীরচর্চা—ব্যায়াম

শশব্যস্ত—খুব অস্থির, বেশি ছটফটে

শান্তভাবে—ধীরস্থিরভাবে, অচঞ্চলভাবে
[বিপরীত — অধীরভাবে]

শিক্ষার্থী—ছাত্রছাত্রী, পড়ুয়া

শিল্পী—যে সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করে

শৈলমালা—পর্বতশ্রেণি

শৈশবে—শিশুকালে

শ্যামল—সবুজ; কালো; ময়লা রঙের

শ্রুতলিখন—শুনে শুনে লেখা

ষ

ষড়যন্ত্র—চক্রান্ত

স

সংকীর্ণ—ক্ষুদ্র, অপ্রশস্ত
[বিপরীত — উদার]

সংক্ষেপে—ছোটো করে, অল্প কথায়
[বিপরীত — বিশদভাবে]

সংগ্রাম—লড়াই

সংঘর্ষ—যুদ্ধ; আঘাত, ধাক্কা

সংলাপ—আলাপ, কথোপকথন

সগর্বে—জাঁক করে

সড়ক—রাস্তা

সতর্ক—হুঁশিয়ার, সাবধান

সতেজ—শক্তিশালী; টাটকা

সনে (কবিতায় ব্যবহৃত হয়)—সঙ্গে

সন্তোষে—খুশি হয়ে, তৃপ্তির সঙ্গে

সমস্তই—সব কিছুই

সম্পদ—ঐশ্বর্য, বৈভব

সম্বোধন—ডাক, আহ্বান

সম্মুখে—সামনে, সুমুখে
[বিপরীত — পিছনে]

সয়—সহ্য হয়, বরদাস্ত করা যায়

সড়সড়—শুকনো পাতার খসখস শব্দ

সরোদনে—কাঁদতে কাঁদতে

সরোষে—রেগে গিয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে

সর্দার—দলপতি, নেতা, পান্ডা

সর্বনাশ—ভীষণ বিপদ, মস্ত ক্ষতি; যা ভাবাই যায় না

সলোভে—খুব ইচ্ছে হয়েছে এমন ভাবে, প্রবল লোভের বশে

সহসা—হঠাৎ, আচমকা

সাঁকো—সেতু, পুল

সাঁঝ—সন্ধ্যা

সাগরবেলা—সাগরতীর

সাধনা—সাফল্য বা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, আরাধনা

সাধারণত—সাধারণভাবে

সাফ—পরিষ্কার, আবর্জনামুক্ত; খোলাখুলি, স্পষ্ট

সামাজিক—সমাজ সম্পর্কীয়; সমাজের নিয়ম অনুসারে

সামান্য—তুচ্ছ, অতিশয় সাধারণ

সাহেবি ইস্কুল—মিশনারি স্কুল, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয় এমন স্কুল

সিন্ধু—সমুদ্র, সাগর

সুগন্ধি—সুন্দর গন্ধযুক্ত, সুবাসিত

সুয্যি—সূর্য

সুষমা—সৌন্দর্য, লাবণ্য

সূক্ষ্ম—খুব উন্নতমানের

সৌন্দর্য—শোভা, মনোহারিতা

সৌন্দর্যপ্রিয়তা—সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা

স্তবক—কবিতার এক এক অংশ; ফুলের তোড়া

স্থায়ী—পাকাপাকি, টেকসই
[বিপরীত — অস্থায়ী]

স্থির—ঠিক, নিশ্চল, নিশ্চিত
[বিপরীত — অস্থির]

স্নেহকণা—স্নেহ বা ভালোবাসার পাত্র; শিশু

স্পষ্ট—ঝকঝকে, পরিষ্কার
[বিপরীত — অস্পষ্ট]

স্বাধীন—স্বরচিত, নিজের তৈরি করা

স্বগত—আপনমনে

স্বভাব—চরিত্র, প্রকৃতি

হ

হইচই—চিৎকার, শোরগোল

হস্টেল—ছাত্রাবাস (Hostel)

হাউই—এক ধরনের আতশবাজি, রকেট

হাওয়াতে—বাতাসে

হাঁক—জোরে ডাকা, চিৎকার

হুকুম—নির্দেশ, আদেশ

হুংকার—গর্জন

হুল—পতঙ্গের মুখের বা পিছনের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ অংশ

হো ভাষায়—'হো' নামে পরিচিত আদিবাসীদের মুখের ভাষায়

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL